

# श्विम क्लम



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 4 Issue ● 4 January, 2022, Tuesday ● ১৯ পৌষ, ১৪২৮, মঙ্গলবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

দেশের প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সফরে আসছেন। দেশজুড়ে 'ওমিক্রন' আতঙ্ক। স্বভাবতই, প্রধানমন্ত্রীর সংস্পর্শে বা চৌহদ্দিতে পা রাখবেন, এমন সকলের করোনা পরীক্ষা করানো হয়েছে গত দু'তিন ধরে। পশ্চিম জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য কার্যালয় থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা পরীক্ষা চলেছে। গত দু'তিন দিনে প্রায় ১৪০০ আধিকারিক এবং কর্মীর করোনা-নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এই সংখ্যাটি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে নানা সরকারি দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত। তালিকা থেকে বাদ যায়নি রাজভবনও। রাজভবন থেকে ৮৪ বছর বয়সী এসএন আর্য, ২৬ বছরের সুজয় কুমার, পুলিশ আধিকারিক বাদল দেববর্মা এবং রোহিত শেঠির নমুনা পরীক্ষা করানো হয়েছে। সকলেই করোনা নেগেটিভ।

### যাক্ষটু রতন

রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীফু দেববর্মণ, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব'রও করোনা আরটিপিসিআর পরীক্ষা করানো হয়েছে। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন থেকে শুরু করে আরো বহু প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের করোনা পরীক্ষা হয়েছে। বাদ যাননি অন্য মন্ত্রীরাও। সকলেই নেগেটিভ।

#### দায়িত্বে ৩০

পুলিশ আধিকারিকদের মধ্যে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদব, উচ্চ আধিকারিক পুণিত রাস্তোগী, সৌরভ ত্রিপাঠি সহ আরো অনেক পুলিশ কর্মকর্তাদের করোনা পরীক্ষা করাতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে। আস্তাবল মাঠে যে ক'জন প্রধানমন্ত্রীকে নানাবিধ পরিষেবা দেওয়ার জন্য সরকারিভাবে দায়িত্বরত এমন ৩০ জনের করোনা পরীক্ষা করানো হয়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিম জেলাশাসক কার্যালয় থেকে মোট ২৭ জনের করোনা পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সকলেই পরীক্ষায় 'পাশ' করেছেন।

### ১৩৬ জন বিমানবন্দরে

মহারাজা বীরবিক্রম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মোট ১৩৬ জন কর্মী দেশের প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে 'ডিউটি'-তে থাকবেন। ১৩৬ জনের মধ্যে একেকজন বিমানবন্দরের একেকটি জায়গায় দায়িত্বরত থাকবেন। গত ২ তারিখ বিমানবন্দরের মোট ৭৩ জন আধিকারিক এবং কর্মীর নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এদিকে, পশ্চিম জেলাশাসক কার্যালয়ে মোট ২৭ জন নমুনা দিয়েছেন করোনা পরীক্ষার জন্য। সকলেই নেগেটিভ।

### দূরদর্শনের ৫১

দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলা থেকে একটি সুবিশাল টিম মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর কভারেজ-এ যুক্ত থাকবেন। দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলার মোট ৫১ জনের করোনা পরীক্ষা করানো হয়েছে। ৫১ জন আধিকারিক এবং কর্মীরাই মঙ্গলবার যুক্ত থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর 'লাইভ কভারেজ'-এ। এই কেন্দ্রের সকলেই করোনা পরীক্ষায় নেগেটিভ এসেছেন।

# স্বাস্থ্য দফতর কোভিড নিয়ে 'ওভার কনফিডেন্ট'

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। তবে কী দেশের প্রধানমন্ত্রীর সফর শেষ হলেই করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট 'ওমিক্রন' নিয়ে উঠে-পড়ে লাগবে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর ? মঙ্গলবার দুপুর থেকে শহরের স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানকে ঘিরে শাসক দলীয় নেতা-নেত্রী এবং কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ থাকবে। স্বাস্থ্য দফতরের ভাষায়, 'কোভিড প্রোটেকল' ভাঙা হবে প্রতি সেকেন্ডেই।সহজেই অনুমেয়, মঙ্গলবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে উক্ত মাঠটিতে করোনা বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই সাধারণের ভিড় জমবে। স্বভাবতই প্রশাসনিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে, সম্প্রতি জারি করা করোনা বিষয়ক নির্দেশিকাটি কলাপাতা হয়ে পড়ে থাকবে। কিন্তু কথা হলো, গত অক্টোবর মাসে যখন কলকাতায় করোনা পজিটিভিটি ছিলো ৭.৭৪ শতাংশ, তখনও আগরতলা বিমানবন্দরে

## বঙ্গ ফেরৎ বিমানযাত্রীদের নিয়ে দুশ্চিন্তা চরমে

করোনা পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক ছিলো। সেই অর্থে বাধ্যতামূলক না হলেও, একটি কড়া নজরদারি অন্তত ছিলো। গত বছর পজিটিভিটি রেট যখন বঙ্গে ১০ শতাংশের কম ছিলো, তখনও নিয়মিতভাবে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে করোনা পরীক্ষা করানো হত। অথচ, বর্তমানে কলকাতাতে করোনা পজিটিভিটি রেট ২৯.০৭ শতাংশ, হাওড়াতে করোনার পজিটিভিটি রেট ১৬.৬৩ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের অন্য অনেকগুলো জেলাতেই পজিটিভিটি রেট ৫ থেকে ১১'র মধ্যে। এরকম একটি পরিস্থিতিতে কী কারণে এখনো পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা রাজ্যের বিমানবন্দরে পা রাখছেন, তাদের করোনা পরীক্ষা হচ্ছে না, তা বোঝা মুশকিল। পশ্চিমবঙ্গের মালদা, বীরভূম, হুগলি সহ বেশ কয়েকটি জেলাতেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। বঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেসব এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।

বিজেপির ৪ বছরেই তিতিবিরক্ত

করতে পারেনি এটা স্পষ্ট হয়ে

গিয়েছে তাদের সাম্প্রতিক লোকাল

ও বিভাগীয় সম্মেলনগুলোতেই।

ধারণা ছিল, যে কারণগুলোর

কারণে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছিল

সিপিএমকে, ক্ষমতার বাইরে চলে

যাবার পর দল নিশ্চিতভাবেই

আত্মবীক্ষণের মাধ্যমে সেই

সাম্প্রতিক সম্মেলনগুলোতে

সিপিএম তাদেরকেই ক্ষমতায়

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। আজ আগরতলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ এক বড় প্রাপ্তি ত্রিপুরাবাসীর জন্য। দেশের পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন। তার ব্যস্ত থাকার কথা উত্তরপ্রদেশ নিয়ে, পাঞ্জাব নিয়ে। কিন্তু তিনি ছুটে আসছেন ত্রিপুরায়। যে ত্রিপুরা দেশের মূল जृथे**७ (थरक मृत्त व**ष्मृत्त । ত্রিপুরাবাসীর জন্য তার যে আবেগ আর অনুভূতি তাকে সম্বল করে প্রধানমন্ত্রী ছুটে আসছেন সব বাধা ফেলে। বিরোধীরা কথায় কথায় কত কিছুই বলছেন বটে কিন্তু ত্রিপুরাকে হীরা উপহার দেওয়ার কথা তিনি বলে গিয়েছিলেন। তাই হীরা আজ ত্রিপুরাবাসীকে দেবেন। সেই ভাবনাতেই ত্রিপুরাবাসী আজ উন্মুখ। ত্রিপুরাকে ন্যাশনাল হাইওয়েতে দেশের অন্য প্রান্তের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার কাজ চলছে। হয়তো এই কাজ আগেই শুরু হয়েছিলো কিন্তু সেই কাজের যে অগ্রগতি তা এই আমলেই হচ্ছে। যার সাক্ষী উত্তর ত্রিপুরা কিংবা ধলাইয়ের মানুষ। হীরার দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে ইন্টারনেট। এই কাজের অগ্রগতি তেমন নেই, তবে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, যাবে এ নিয়ে নিশ্চিত সবাই। রেল রেল লাইনের কাজ চলছে যোগাযোগ এই আমলে সুপ্রশস্ত সাক্রম পর্যন্ত। শেষ ধাপে আসছে।

আসছে হীরার তৃতীয় পর্বে। পুরোদমে। আগরতলা থেকে রয়েছে।রাজ্যেরমধ্যে রেলচলাচল এয়ার বা বিমান চলাচল। তাও

অনেকটাই সফল। প্রধানমন্ত্রী

রয়েছেন। দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর

মেনুতে সব্জি-স্যালাড, প্রিটার মিক্স

ভেজ স্যুপ থাকবে। সেখানে

আলাদাভাবে মশলা চা রাখা থাকবে।

তাছাড়া তাওয়া রুটি এবং প্লেন জিরা

রাইস রাখা থাকবে। সঙ্গে ডাল ও

দুটো সব্জি। একটি সব্জি ফুল বা

বাঁধাকপির, অন্যটি জানা যায়নি।

প্রত্যেকটি রান্নাতেই মশলার পরিমাণ

একেবারে কম এবং তার থেকেও কম

তেলের পরিমাণ। খাবারের শেষ

প্রথমেই বিমানবন্দরে অবতরণ করে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বিমানবন্দরের উদ্বোধন করবেন। সেই অর্থে সাড়ে তিন বছর বা চার বছরের এই সরকারের সমালোচনায় তেমন কিছুই বলতে পারছে না। সরকার যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো প্রধানমন্ত্রীর মুখ দিয়ে তার অনেকটাই পূরণ করে নিয়েছে। বাকি রইলো বেকার সমস্যার সমাধান ? সে তো হীরা রূপায়ণের পর থেকে শুরু হবে। অর্থাৎ হীরার বাস্তবায়নের পর শুরু হবে এই রাজ্যের শিল্পায়ন। শিল্প এসে গেলে বেকারদের কর্মসংস্থানের পথ সুগম হয়ে যাবে। কিন্তু তার জন্য আরও খানিকটা সময় দিতে হবে। ততদিনে কত সংখ্যক বেকার কাজ পাওয়ার বয়স হারাবে তার কোনও হিসাব কারো কাছে নেই। কিন্তু তাদের কথাও তো ভাবতে হবে। কে ভাববে? প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সফরে এসে নিশ্চয়ই এ নিয়ে তার ভাবনাচিন্তার কথা বলবেন। কারণ, শিল্পহীন ত্রিপুরার বিশাল সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থানের দায় নিতে হচ্ছে এই সরকারকে। কেন্দ্রের সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ একা বিপ্লব 🕳 এরপর দুইয়ের পাতায়

# অরুদ্ধতিনগর থেকে ঢাকা অবধি দেশের নানান প্রান্তে রেল চলছে চাহিদা অনুযায়ী একেবারে সফরকালে নিত্যসঙ্গী তে

### মেনুতে ভেজ স্যুপ, তাওয়া রুটি, দই, কাটা ফল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানয়ারি।। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। প্রতিদিন খবরের শিরোনামে থাকেন। দেশ এবং দেশের বাইরে যেখানেই পা রেখেছেন, সংবাদমাধ্যম তাঁকে নিয়ে বরাবরই

কৌতহলী। প্রধানমন্ত্রীর পোশাক. উনার নানা 'পোজ' হাজারোবার দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। নরেন্দ্র মোদি মঙ্গলবার রাজ্য সফরে আসছেন। মঙ্গলবার দিনের শুরুতেই দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে চাপবেন প্রধানমন্ত্রী। গন্তব্য ইম্ফল। তার পর আগরতলা মহারাজা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। কিন্তু এদিন, রাজ্য সফরে এসে কি খাবেন প্রধানমন্ত্রী?

সোমবার 'প্রতিবাদী কলম' পত্রিকা দফতর এই এক প্রশ্নের কৌতুহল নিয়ে দিল্লিস্থিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যস্ত যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। রাজ্য প্রশাসন এবং প্রধানমন্ত্রীর এসপিজি আধিকারিকদের সূত্র মোতাবেক, মঙ্গলবার মোদি সাহেব কী খাবেন, তার একটি আপাত-তালিকা এই পত্রিকা দফতরের হাতে এসেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্য মঙ্গলবার



দিকে প্রধানমন্ত্রী সাদা দই খাবেন। তাছাড়া, কাটা ফল থাকবে। ফলের তালিকায় আপেল, তরমুজ, সবরি কলা, নাশপাতি, খেজুর, গ্রিন আপেল, ড্রাগন সহ আরো চারটি ফল থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। এছাড়াও, সুগন্ধি লেবু এবং পরিমাণ মতো পাপড় রাখা থাকবে। তালিকায় বাদ পড়বে না দু'তিন প্রকারের মিষ্টিও। তবে মিষ্টি কোনও দোকান

তৈরি করা চা প্রস্তুত থাকবে। চা'এ আদা দেওয়া হবে। চিনি এবং মেরি

বিস্কৃট আলাদা রাখা থাকবে। প্রধানমন্ত্রী মেরি বিস্কৃট খেতে দারুণ পছন্দ

করেন বলে খবর। বিমানবন্দরে মোট ৫০ জন এদিন চা- স্যাকস খাবেন।

দুপুরে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে মোট ২৫ জন মধ্যাহ্নভোজ সারবেন

বলে এখন পর্যন্ত ঠিক রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও ওই ২৫ জনের তালিকায়

# তৃণমূলের 'বড়' মানে 'বারা' সাংসদঅভিষেক 'এসডিপিও'

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। 'অ্যাট দ্য ইলাভেন আওয়ার'র বাংলা' 'এগারো ঘন্টায়', 'ফ্রিমজি এক্সকিউজেস' মানে 'ক্ষীণ অজুহাত', 'স্টেট মিনিস্টার ('মিনিস্টার অব স্টেট' নয়)' দাঁডিয়েছে, 'প্রতিমন্ত্রী', 'বডমুডা (হাতাই কতর)' হচ্ছে 'বারামুরা'! তৃণমূল কংগ্রেস'র প্রেস বিবৃতি এই পাঠ দিয়েছে। তাদের সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায় ত্রিপুরায় এসেছিলেন রবিবারে। 'বড়মুড়া ইকো পার্ক'-এ তাকে মিটিং করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ, সেই নিয়ে টিএমসি তার বক্তব্য সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, সেখানে এইসব লেখা হয়েছে। সাহিত্য আকাদেমি'র পুরস্কার পাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি টিএমসি'র। তেমনি বিখ্যাত গায়ক কবীর সুমন, নচিকেতা। চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল সেন এই দলেই।কবি জয় গোস্বামী'র দলও এটাই। বিখ্যাত অভিনেতারা আছেন, উদাহরণ দিয়ে বললে পরমব্রত বন্দোপাধ্যায় যেমন। দোলা সেন, প্রমুখও আছেন। এই দলের প্রধান মুখপাত্র ডেরেক ও'ব্রায়েন'র মত দক্ষ ক্যুইজ মাস্টার। কুনাল ঘোষের মত সাংবাদিকও মুখপাত্র। সেই দলের বক্তব্য লিখিতভাবে জানানো হচ্ছে এমনতর ভাষায়। অভিষেক এসেছিলেন বিজেপি'র আক্রমণের বিরুদ্ধে তুণমূল কংগ্রেস'র কর্মীদের ভরসা দিতে, ত্রিপুরার হারিয়ে যাওয়া 👃 গৌরব উদ্ধার করতে, বিবৃতি এমনই জানাচ্ছে। বিবৃতিতে এক জায়গায় 📗 যতি চিহ্নহীন এক স্তবকে শেষ মুহূর্তে অনুমতি বাতিল বোঝাতে 'এগারো ঘন্টা' লিখে বলা হয়েছে, "এতটাই যে খারাপ পরিস্থিতি যে | বারামুরা ইকো পার্কে একটি অরাজনৈতিক উপজাতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিযেক বন্দোপাধ্যায়ের পরিকল্পিত বৈঠক এবং সর্বভারতীয় ত্ণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে পরবর্তী কথোপকথনের জন্য ত্রিপুরা পুলিশ এগারো ঘন্টায় অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেছে'।'যে','যে', ইত্যাদির বেসামাল ব্যবহারে তৈরি বাক্যের বাংলায় 'বড়মুড়া' হয়েছে 'বারামুরা'। স্ল্যাং ডিকশনারি নয়, সাধারণ ডিকশনারি বলছে, 'বারা' মানে 'নিবারণ', 'বারণ', ইত্যাদি। 'মুরা' বলে ডিকশনারিতে কিছু পাওয়া যায়নি, তবে স্থানীয় কথায় 'মুরা' মানে 'শক্ত মার দেওয়া', হয়ত 'মুড়িয়ে দেওয়া' থেকে কথাটি এসেছে। এরপর দুইয়ের পাতায়



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগের রাতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় তৈরি সভামঞ্চে দেখা গেল বিজেপির নেতাদের। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহা, বিওয়াইজেএম নেতা নবাদল বণিক, ভিকি প্রসাদ প্রমখদের। তারা নাকি শেষ মুহুর্তে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসছেন সরকারি সফরে, বিমানবন্দরে নতুন একটি টার্মিনাল উদ্বোধনের জন্য। তার আসা-যাওয়ার দায় দায়িত্ব, ব্যয়ভার সবই সরকারি। সভামঞ্চও সরকারি ব্যবস্থাপনা ও টাকায়ই তৈরি। সেখানে দলীয় বিশেষজ্ঞাদের খতিয়ে দেখার বিষয় থাকতেই পারে না। শখ করে দেখতে গেলে তাও এককথা। দলীয় প্রচারে ভোটের কাজে এলেও বিজেপি নেতাদের চেয়ে এসপিজি অফিসারদের আগের রাতে মঞ্চ বেশি খুঁটিয়ে দেখার কথা। দলীয় প্রচারে এলে সভামঞ্চের মালিক হিসেবে দলের নেতারা এরপর দুইয়ের পাতায়

# হোম কেলেঙ্কারিতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। গত সোমবার প্রতিবাদী কলম পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'স্বাস্থ্য দফতরে মেগা কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে' শীর্ষক একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরে তুমুল আলোচনা শুর হয়।

আগামী এক বছরের মধ্যে যে হয়ে

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়কে মিথ্যাভাবে ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ। শহরের শাসক দলের প্রধান কার্যালয়ের দু'তিনটি বাড়ি পরেই 'সিটি হসপিটাল' নামে একটি নার্সিং হোম বেআইনিভাবে যাত্রা শুরু করেছে বলে অভিযোগ। সোমবার এই পত্রিকায় এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর সফর শেষ হলেই বিস্তারিত খবর প্রকাশ্যে এসেছে।



বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসতে পারে স্বাস্থ্য দফতর, এমনটাই খবর। সোমবার খবরটি প্রকাশের পর, একই বিষয়ে আরো মিথ্যাচার ও কেলেঙ্কারির নমুনা প্রকাশ্যে এলো। কিভাবে শাসক দলের নাম ব্যবহার করে ডা. বাপ্পাদিত্য সোম শহরের বুকে একটি বেআইনি নার্সিং হোম খুলে নিয়েছে, তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচেছ এখন। পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ে এক- দু'জন আধিকারিক বাপ্পাদিত্যবাবুর ছাত্রছাত্রী বলে জানা গেছে। তিনি সেই সুযোগ নিয়ে,

বেঁধেছিল।যা নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দলের তরুণ রাখতে পারেননি। ফলে তরুণ

মঙ্গলবার পত্রিকার হাতে প্রমাণাদি জমা পড়েছে যে, শুধুমাত্র আগরতলা পুর নিগমের বিল্ডিং রুলস ভঙ্গ করাই নয়, অগ্নি নির্বাপক দফতরের তরফে যে এনওসি নিয়ে নার্সিং হোমটি কাজ চালাচ্ছে. সেটিও বেআইনি বলে অভিযোগ উঠেছে। অগ্নি নির্বাপক দফতর সুত্রে জানা গেছে, গত ১৬ মার্চ এক উ ক্ত দল দালানবাডিটিতে 'ইন্সপেকশন'এ যায় এবং অগ্নি নির্বাপক দফতর সে মাসেরই ২৩ তারিখ ডা. বাপ্পাদিত্য সোমকে এনওসি প্রদান করে। সেই

দিয়ে পার্টিশন দেওয়া নার্সিং হোমটির ঠিক সামনেই ট্রান্সফরমার। অগ্নি নির্বাপক দফতর লিখিতভাবে জানিয়েছে, উক্ত নার্সিং হোমটিতে দুটো এক্সিট এবং একটি ইয়ার্জেন্সি এক্সিট বয়েছে। কিন্তু ডা. বাপ্পাদিত্য সোম যে লেআউট জমা করে প্রভিশনাল রেজিস্ট্রেশন নিয়েছেন, সেটিতে একটি এন্ট্রি এবং একটি এগজিট পয়েন্ট দেখানো হয়েছে। অগ্নি নির্বাপক দফতর বলেছে, নার্সিং হোমটিতে করিডরগুলো ১.৭ মিটার চওড়া। কিন্তু বাস্তবে যে লেআউট স্বাস্থ্য দফতরে জমা পড়েছে তাতে ১.৫ মিটার দেখানো হয়েছে। এছাডাও, টুলি চলাচলের জন্য আইনে যে দুই থেকে তিন মিটারের মাপ রয়েছে, সেটিও অমান্য হয়েছে উক্ত প্রতিষ্ঠানটিতে। এভাবে সমস্ত ধরণের আইন অমান্য করে কিভাবে শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি নার্সিং হোম যাত্রা শুরু করে দিলো, তা বোঝা মশকিল। ত্রিপরা বিল্ডিং অ্যামেন্ডম্যান্ট রুল ২০১৯-এর বেশ কয়েকটি ধারা অমান্য করেও শুধুমাত্র শাসক দলের প্রভাবে শহরে রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে নার্সিং হোমটি। তাছাড়া

এনওসিতে যে যে বিষয়গুলো

উল্লেখিত রয়েছে তার বেশ কিছ

জায়গা অমান্য করেই কাজ

চালাচ্ছে নার্সিং হোমটি। প্লাইউড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। বন্যপ্রাণী, ক্ষেপণাস্ত্র, গাঁজা-হেরোইন, কিংবা বাঘের চামড়া, এরকম বিক্রি-নিষিদ্ধ

কোনও তালিকায়ই পড়ে না কালো রঙের বেলুন, তবুও পুলিশ ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় পাইকারি ও খুচরা বাজার

মহারাজগঞ্জ গোলবাজার) বাজারের দোকানে দোকানে হানা দিয়ে তুলে নিয়ে গেছে সব কালো বেলুনের প্যাকেট। দোকানিদের সেই জন্য কোনও দাম দেয়া হয়নি, শুধু তুলে নেওয়া হয়েছে, মাগনা। দাম দিয়ে আনা বেলুন বিক্রির জন্য ছিল দোকানে, সেই বেলুন পুলিশ 'সিজ' করেছে কোনও কারণ না দেখিয়েই।

কয়দিন আগেই দোকানদারদের নিষেধ করা হয়েছিল কালো বেলুন বিক্রি না করতে। কেউ বিক্রি না করলেও, মজুত বেলুন 'সিজ' হয়ে গেছে। অন্য কোনও রঙ্কের বেলুন

পুলিশ নেয়নি। বিয়েবাড়ি, জন্মদিনের অনুষ্ঠান, ইত্যাদি সাজাতেই মূলত আগরতলায় বেলুন কেনা হয়। দুর্গাপূজার সময়ে বাচ্চাদের হাতে ওঠে বেলুন। সব

রঙের বেলুনই বিক্রি হয়। কালো বেলুনও হয়। পুলিশের সূত্রে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী আসছেন আগরতলায়,

মানুষ প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আকাশে কালো বেলুন ছাড়তে পারেন সেই জন্যই এই রকম অতি সক্রিয়তা। তবে পুলিশ সূত্র ঠিকভাবে বলতে পারেনি, ঠিক

> কোন্ আইনে পুলিশ এমন করতে পারে। পুলিশের এমন 'সিজ' করার ক্ষমতা আছে কিনা, তাও জানা যায়নি। পুলিশ সূত্র আমতা আমতা করে বলেছে, শান্তি নস্ট করার আইনে হয়ত করা হয়েছে। মাত্রই সারা ত্রিপুরার সব পুর সংস্থা ভোটে 'জিতেছে' বিজেপি। মাত্র তিনটি সংস্থা ছাড়া অন্য কোনও জায়গায় বিরোধীদের কেউই নেই, যে তিন জায়গায় আছে, তাও নামে মাত্র। অনেকে জায়গায়তেই 'বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতায়' জিতেছে বিজেপি। আগরতলায়

কোনও বিরোধী প্রতিনিধি নেই। যে জায়গায় প্রধানমন্ত্রীর সভা, সেই এলাকার বিধায়ক ও পুর প্রতিনিধি, দুইই বিজেপির'র। এমন জয়ের পরেও • এরপর দুইয়ের পাতায়

দুর্নীতিবাজরাই কমিটির শীর্ষে মানুষ যখন এর বিকল্পের খোঁজ শুরু করেছে, তখনও সিপিএম রয়েছে তাদের পুরোনো ট্র্যাকেই। ৪ বছর ধরে ক্ষমতার বাইরে থাকার পরেও স্থানেই দলীয় সমর্থক এবং ক্ষমতার প্রজন্ম সবকিছুতেই কৌতৃহলী এবং প্রজন্মকে অনেকটা দূরে সরিয়ে নিজেদের মধ্যে আত্মসমীক্ষা কিংবা বৃত্তের বাইরে থাকা কর্মীদের মধ্যে অণুসন্ধিচ্ছুক হবার কারণে তাদের দিয়েই অভিযুক্ত নেতাদের সংশোধনী প্রক্রিয়া যে এখনও চালু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমলেই এক রাশ অভিযোগ দানা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। উপর দলের সিনিয়র নেতারা ভরসা

#### তীব্ৰ ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কমরেডদেরই বক্তব্য,ঠিক যে অভিযোগের কারণে বামেদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সাধারণ মানুষ, সেই

অভিযোগগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা ছিল সময়ের দাবি। কারণ, সাধারণ ভুলগুলো শুধরে নেবে। কিন্তু মানুষ অভিযুক্ত এবং ক্লেদাক্ত মুখণ্ডলোকে আর দেখতে চাইছিলেন না। কিন্তু সিপিএম বসিয়েছে যাদের বিরুদ্ধে বাম নেতৃত্ব তাদের পুরোনো ট্র্যাক



অনেককেই ক্ষমতায় বসিয়েছে সোমবার আগরতলায় ডুকলি মহকুমা কমিটির সম্মেলনেও একই চিত্র দেখতে পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তরুণ প্রজন্মের নেতারা। তাদের বক্তব্য, এটাই যদি হবে তাহলে মানুষ বিজেপির উপর थिरक पूथ कितिरा निरा সিপিএমকে বিশ্বাস করবে কেন? সিপিএম তো ১৮'র নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদেরকে গত ৪ বছরেও সংশোধিত করতে পারেনি। এদিন, ডুকলি মহকুমা কমিটির সম্মেলনে বিগত দুটি টার্ম যিনি সম্পাদক ছিলেন সেই নারায়ণ দেব'র হাতেই তৃতীয়বারের জন্য মহকুমা সম্পাদকের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। পাশাপাশি মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীতে নিয়ে আসা হয়েছে বাম আমলেই বহু অভিযোগের 🌢 এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা 🏿 এরপর দুইয়ের পাতায়

সরকারের আশঙ্কা যে, অসন্তুষ্ট



# সোজা সাপ্টা

# কি পেলাম

আজ কয়েক ঘণ্টার জন্য শহরে আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। বলতে দ্বিধা নেই, একটা কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলছে দেশ এবং রাজ্য। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এরাজ্যের মানুষকে যে সমস্ত স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল গত ৪৫-৪৬ মাসে তার কতটা পুরণ হয়েছে এনিয়ে যেমন প্রশ্ন তেমনি দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, ব্যাঙ্কে সুদের হার কম, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং এখন করোনা আতঙ্কে ফের লকডাউনের আশঙ্কা প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, এত কিছুর পরও এত সময় পাওয়ার পরও কেন দেশ আবার করোনা আতঙ্কে কাঁপছে? আর এটা তো ঘটনা যে, লকডাউন বা আংশিক লকডাউন হলে খেটে খাওয়া মানুষের না খেয়ে থাকার উপক্রম। সরকারি কর্মচারীদের সমস্যা নেই, ধনীদের সমস্যা নেই। সমস্যা নেই নেতা-নেত্রীদের। যারা দিনমজুর, যারা হকার, যারা ফুটপাথে ব্যবসা করেন, যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক তাদের তো বেঁচে থাকা কঠিন। পাশাপাশি এরাজ্যের মানুষকে ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে সমস্ত স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল তার কি হলো তা নিশ্চয় মানুষ প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুনতে চাইবেন। সব কা সাথ সবকা বিকাশে এরাজ্যের মানুষের আসল প্রাপ্তি কি তাও মানুষ জানতে চাইবে। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার পেয়েও এরাজ্যের মানুষের কতটা লাভ-ক্ষতি হয়েছে তাও নিশ্চয় প্রধানমন্ত্রী বলবেন। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী এশহরে এসে এরাজ্যের মানুষের জন্য কি কি বলে যান বা নতুন কি প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দেন তারও অপেক্ষায় থাকবেন মানুষ।

# ডেটায় পরিণত হয়?

• ছয়ের পাতার পর হয়। এ ছাড়া দ্রুতগতির কোনো টার্গেটের জন্য কো—অর্ডিনেট সিস্টেম বসানো, আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ড মেলানো, কোনো আউটলায়ার (আগে-পরের ছবিগুলোর তুলনায় অনেক ভিন্ন) ছবি থাকলে সেটা বাদ দেওয়া, সিসিডির এক্সপোজার লেভেলের তথ্য আপডেট করা, একই টার্গেটের অনেকগুলো ছবি তোলা হলে তা অ্যালাইন করা, স্পেকট্রোস্কপির ক্ষেত্রে বর্ণালির আকার বা ফ্রিঞ্জ প্যারামিটার ঠিক করা ও নয়েজ হিসাব করা ইত্যাদি।

সব ঠিকঠাক কাজ করছে কি না, তা নিশ্চিত করতে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ নিয়মিত জানা কিছু টার্গেটের ছবি তুলবে ও স্পেকট্রোস্কপি করবে। সেই ফলাফল আমাদের জানা ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে ঠিকঠাক উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে কি না। এই ধাপগুলো ঠিকঠাক সম্পাদন করা হলে স্পেকট্রোস্কপির জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত চলে আসে। সরাসরি ছবি থেকে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উজ্জ্বলতা মেপে নেওয়া যায়। তবে তখনো ক্যামেরার ছবি থেকে বিন্দু বা বৃত্তাকার তারার উজ্জ্বলতা পাওয়ার ধাপ বাকি। এরপরের কাজ হলো ছবিতে থাকা বিভিন্ন জিনিসের উজ্জ্বলতা মাপা। আকাশের বেশির ভাগ জিনিসই মোটামুটি গোলাকার। তাই এগুলোকে বৃত্তাকার ধরে উজ্জ্বলতা মাপার কাজ করা হয়। একে বলে ফটোমেট্রি ফটোমেট্রি করার দুটি উপায় আছে। সহজ উপায়টির নাম অ্যাপারচার ফটোমেট্রি। ছবিতে কোনো উজ্জ্বল টার্গেটের বাইরে একটি গোল রিং এবং আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ড বোঝাতে আরও দুটি রিং (একসঙ্গে বলা হয় অ্যানালাস) বসাতে হয়। এরপর প্রোগ্রাম মূলত গণনা করে যে ব্যাকগ্রাউন্ডের পরিমাণ বাদ দিলে ভেতরের রিংয়ের পিক্সেলে কত ইউনিট আলো এসেছে। এরপর সেটাকে জানা কোনো তারার মানের সঙ্গে তুলনা করে অথবা সরাসরি ফ্লাক্স হিসাব করে উজ্জ্বলতা মাপা হয়। তবে পুরো কাজটি চাইলে প্রোগ্রামিং করে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে করা যায়। অ্যাপারচার ফটোমেট্রি বেশির ভাগ সময়ই বেশ ভালো কাজ করে। তবে যদি কাঙ্ক্ষিত বস্তুর আশপাশে আরও অনেক উজ্জ্বল বস্তু থাকে, যেমন স্টার ক্লাস্টার কিংবা যুগল তারা এগুলো বৃত্তাকার হয় না। সে ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ভালো কাজ করে না। তখন গাণিতিক মডেলিংয়ের সাহায্যে হিসাব করতে হয়। এর নাম পিএসএফ বা পয়েন্ট স্প্রেড ফটোমেট্রি। তবে পিএসএফ ফটোমেট্রি করতে উচ্চ কম্পিউটিং ক্ষমতার দরকার হয়। ফটোমেট্রি করার পরে অবশেষে বিজ্ঞানীদের কাছে ব্যবহারযোগ্য উপাত্ত

লেখক: শিক্ষার্থী, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, কোরিয়া অ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (KAIST), দক্ষিণ কোরিয়া; গবেষক, ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রোনমি, নিকোলাস কোপার্নিকাস ইউনিভার্সিটি, পোল্যান্ড।

# "জবাব না দিলে, মামলা হবে"

• ছয়ের পাতার পর "তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন, নোটিশের জবাব না দিলে অনেক জায়গা থেকে মামলা হবে। বাঙালিরাই ভারতে দেশপ্রেম শিখিয়েছে, "আপনারা কী করেছেন, আপনারা কী বুঝবেন।" বাঙালিদের 'অনুপ্রবেশকারী' বলা উচিৎ নয়, তার মতামত।

## সর্বত্র তির জ্য়ার রমরমা

• ছয়ের পাতার পর আটক করে পুলিশ। মাখন দেবনাথ নামে ওই ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। কুমারঘাট মহকুমা জুড়ে তির জুয়ার রমরমা ব্যবসা চলছে। মাঝে মধ্যে পুলিশ হানা দিলেও সেক্ষেত্রে আরেক অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। কারণ, পুলিশ সব জায়গায় হানা দেয় না। নিন্দুকেরা বলেন, যে জায়গায় হানা দিলে তাদের ক্ষতি হতে পারে সেখানে পুলিশ কর্তারা যেতে চান না।

# ফাইনালে ফরোয়ার্ড

• সাতের পাতার পর ফরোয়ার্ড ক্লাব। বরং অনেকটা ছন্দময় দেখালো জুয়েলস-কে। ১১ মিনিটে একটি সেটপিস আক্রমণ থেকে ফরোয়ার্ড ক্লাবের বক্সে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন। যদিও গোল হয়ন। এরপর ম্যাচের রাশ অনেকটাই নিজেদের হাতে তুলে নেয় তারা। এক ঝাঁক অনামি ফুটবলার নিজেদের উজাড় করে দিলো। ২-১টি ক্ষেত্রে গোল করার সুযোগও তৈরি করে। অধিকাংশ সময় ফরোয়ার্ড ক্লাবের ফুটবলাররা মাঝমাঠ পেরিয়ে আসতে চায়ন। ফলে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের সামনে অনেকটা ফাঁকা জমি তৈরি হয়ে যায়। যদিও তাদের অনামি ফুটবলাররা এই সুযোগটা বিশেষ কাজে লাগাতে পারেনি। চুকতার জমাতিয়া, সালকাহাম জমাতিয়া, বীরবিজয় জমাতিয়া-রা চেস্টা করলেও সেভাবে জুয়েলস-র বক্সে পৌছাতে পারেনি। তবে ৪৫ মিনিটে একটি সুযোগ পেয়েছিল তারা। সঞ্জয় জমাতিয়া-র দুরস্ত শট কর্ণারের বিনিময়ে রূখে দেয় ফরোয়ার্ড ক্লাবের গোলকিপার অমিত জমাতিয়া। একটি দারুল শট ততোধিক দক্ষতায় রুখে দিয়ে নিজের জাত চেনালো স্পোর্টস স্কুলের প্রাক্তনি অমিত। শেষ পর্যস্ত ৩-০ গোলে জয় পেয়ে ফাইনালে উঠলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। রেফারি তাপস দেবনাথ ফরোয়ার্ড ক্লাবের ভিদাল চিসানো-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

# পরিবারকে মাঠে নামালো এক সহ-অধিকর্তা

• সাতের পাতার পর কন্যার কান্না শুনে ওই মহিলা পিআই মানবিকতার কারণে মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বলে খবর। তবে তাদের কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন যে, ভবিষ্যৎ-এ ফের যদি ওই সহ-অধিকর্তা তার বিরুদ্ধে কিছু করার ব্যাপারে অগ্রসর হয় তবে তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অবাক করার মতো বিষয় হলো, তার কন্যা এবং স্ত্রী যেভাবে ওই জুনিয়র মহিলা পিআই-র কাছে গিয়ে মুচলেকা দিয়েছেন সেই ধরনের কাজ নাকি অতীতেও অনেকবার ওই সহ-অধিকর্তা করেছেন। একটি বিশেষ গোষ্ঠী একটা সময় তাকে প্রশ্রয় দিতো। বর্তমানে এনএসআরসিসি নিয়ন্ত্রণ করছে যে গোষ্ঠী তাদের গোষ্ঠীতেই ছিল এই কুখ্যাত সহ-অধিকর্তা। কিন্তু তার কাজে বিরক্ত হয়ে ওই গোষ্ঠী থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়। যদিও টেকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভাঙে। অর্থাৎ যেখানেই যাক ওই সহ-অধিকর্তা কামিনী এবং কাঞ্চনের মোহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। বিপদে পড়েন এবং বাঁচার জন্য পরিবারকে মাঠে নামিয়ে দেন। এক অসাধারণ গুণবান ব্যক্তিত্ব!

# ধৃত বাংলাদেশি বৈরী

 তিনের পাতার পর ফোন কলের অধিকাংশই এসেছে সীমান্ত পারের নম্বর থেকে। এই চাঁদা না দিলে ভয়ানক পরিণতির হুমকিও দেওয়া হয়। কিন্তু সংস্থার কর্মকর্তারা বৈরীদের চাঁদা না দিয়ে রবিবার গন্ডাছড়া থানার দ্বারস্থ হয়। গন্ডাছড়া থানার ওসি কিশোর উঁচুই ঠিকেদার সংস্থার অভিযোগ মূলে একটি মামলা গ্রহণ করে যার নম্বর ০১/২০২২। শুরু হয় তদন্ত, এরই মাঝে রবিবার রাতেই পুলিশ জানতে পারে ওই সংস্থা বৈরীদের ধার্য করা চাঁদার একাংশ মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার অপরাহ্নে আমবাসার কোন গোপন আস্তানায় হবে লেনদেন। গভাছড়া থানা এই বিষয়ে ধলাই জেলা পুলিশকে অবহিত করলে, জেলা পুলিশের নির্দেশে আমবাসা মহকুমা পুলিশ সোমবার সকাল থেকেই জাল পাতে এবং মোবাইল ফোনের অবস্থান ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে বৈরীদের গতিবিধির উপর নজরদারি শুরু করে। বিকাল ঠিক সাড়ে চারটা নাগাদ সাদা পোশাকে থাকা এসডিপিও আশিস দাশগুপ্ত দৌড়ে গিয়ে চাঁদা নিতে আসা বাংলাদেশি বৈরীকে বগলদাবা করে আমবাসা থানায় নিয়ে যায়। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ , তাকে কে বা কারা পথ চিনিয়ে আমবাসা অবধি নিয়ে এসেছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে সে রামকৃষ্ণ ত্রিপুরার নাম বলে, যে তার গাড়ি চালক হয়ে আমবাসায় নিয়ে এসেছে। কিন্তু ততক্ষণে মিঠুনের ধরা পড়া দেখে সে গাড়ি নিয়ে চম্পট দেয়। কিন্তু পুলিশ সবকটি রাস্তা নাকাবন্দি করে প্রায় ৪২ কিমি দূরবর্তী দাঙ্গাবাড়ি থেকে তাকে আটক করে আমবাসা থানায় নিয়ে আসে। রাতেই গন্ডাছড়া থানার ওসি কিশোর উঁচুই এসে করা নিরাপত্তায় ধৃতদের গন্ডাছড়া থানায় নিয়ে গেছে। তাদের আপাতত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৭, ৫০৬ এবং ৩৪ নং ধারায় করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাদের আদালতে সোপর্দ করে অন্তত দশদিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার দাবি জানাবে পুলিশ। জানা গেছে বৈরী সদস্য মিঠুন ত্রিপুরা একজন তালিকাভুক্ত বৈরী। রইস্যাবাড়ি থানায়ও তার নামে অভিযোগ রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল একজন বিদেশি বৈরী কিভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে ধলাই জেলা সদর অবধি পৌঁছে গেল তাও আবার প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরের প্রাক্ লগ্নে যখন বিএসএফ থেকে শুরু করে নিরাপত্তা প্রত্যেকটি স্তরকে রাখা হয়েছে হাই এলার্টে। সুতরাং বিষয়টি যে যথেষ্ট উদ্বেগের তা বলার

# আটক দুই!

• **ছয়ের পাতার পর** দেব মহিলার বাড়ির সামনে এসে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। রাতেই নাকি তাদেরকে শেষ করে ফেলবে বলে চিৎকার করে। পরে ধীরেন্দ্র দাসের মেয়ে আগরতলা থেকে ফোন করে বিশালগড় থানার পুলিশের কাছে তার মা-বাবার প্রাণরক্ষার আর্জি জানান। পুলিশ সাথেসাথেই ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই অভিযুক্তকে বাড়ি থেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এদিকে পুলিশ পঞ্চায়েত নেত্রীর স্বামীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসার পথে বারবারই মন্ডলের দাদাদের কথা বলে পুলিশকে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিচ্ছিল।

### চল সংঘ

• সাতের পাতার পর সমস্ত মহকুমাতে মহিলা ক্রিকেটের একটি পরিবেশ তৈরি করা। সেই কাজটা করার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। শুধুমাত্র আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট নিয়েই ব্যস্ত টিসিএ। এদিন এমবিবি স্টেডিয়ামে ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করে চাম্পামুড়া। নিকিতা দেবনাথ-র ৩৬ রানের সৌজন্যে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৭ রান করে চাম্পামুড়া। জবাবে ১৭.৪ ওভারে জয়ের রান তুলে নেয় এগিয়ে চল সংঘ। মৌচৈতি দেবনাথ ৪৮ এবং অম্বিকা দেবনাথ ২৯ রান করে। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার হয়েছে মৌচৈতি দেবনাথ।

# নন বিজয়

• সাতের পাতার পর ভালো ফুটবল খেলবে আমার দল। অন্যদিকে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের কোচ বিজয় জমাতিয়া জানিয়েছেন যে, দলের সমস্ত ফুটবলার এবারই প্রথম এই ধরনের বড় আসরে খেলছে। এর আগে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডিভিশনে খেললেও রাখাল শিল্ড বা প্রথম ডিভি**শনে খেলা**র সুযোগ পায়নি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে লড়াইটা ছিল অসম। তারপরও আমার ফুটবলাররা ভালো লড়াই করেছে। আশা করছি, আরও কয়েকদিন অনুশীলন করানোর পর লিগে এই দলটা আরও ভালো খেলবে।

### সেন্টার

• সাতের পাতার পর বিশ্বেশ্বর নন্দী সহ অন্যান্যরা। সবকিছু ঠিকভাবে এগোলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উদয় পুরের এই জিমন্যাসিয়াম চালু হয়ে যাবে বলে আশাবাদী উদয় পুরের ক্রীড়াপ্রেমীরা। রাজ্যের ক্রীড়া মহল চাইছে, খোয়াই - র জিমন্যাসিয়ামটিও অবিলম্বে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হোক। কারণ সেখানেও অনেক দামি সরঞ্জাম ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে জীর্ণ হয়ে পডছে।

# ভূণীমূল

 চারের পাতার পর আগস্ট মাসে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরই ত্রিপুরার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সুস্মিতাকে। তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদও করেছেন মমতা। এ বার আরও একটি গুরুদায়িত্ব দেওয়া হল সুস্মিতাকে।

# পঠনপাঠন

পাঁচের পাতার পর
 করেন।
 শুধুমাত্র কপালে গেরংয়া তিলক
লাগানোর ফলে পড়ুয়াদের ভবিয়ত
নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বালি
মাফিয়ারা। অভিযোগ, এই নদী
থেকে জায়গায় জায়গায় মেশিন
বসিয়ে বালি তোলা হচ্ছে কিন্তু বন
দফতর কোন ধরনের ব্যবস্থাই গ্রহণ
করছেনা।

# জওয়ানরা

পাঁচের পাতার পর আছে।

যেহেতু, তারা সুশৃঙ্খল বাহিনী। তাই
সমস্যা সত্ত্বেও কোনো কিছু প্রকাশ্যে
বলতে পারছেন না। তবে বিষয়টি
তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে
নেই তা বলা যাবে না। তাই দাবি
উঠছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেন
জওয়ানদের থাকার ব্যবস্থাটুকু ভালো
জায়গায় করে দিক।

# নাবালিকা ধর্ষণের অভিযুক্ত গ্রেফতার

তিনের পাতার পর দিন গা

 ঢাকা দিয়ে থাকে সে। কিন্তু এদিন

 আর শেষ রক্ষা হয়নি। তুইসিন্দ্রাই
 এলাকার মানুষ অভিযুক্তকে

 হাতেনাতে ধরে পুলিশকে খবর
 দেয়। সূত্র অনুযায়ী মঙ্গলবার তাকে
 খোয়াই আদালতে পেশ করা হবে।
 এদিকে, দাবি উঠেছে অভিযুক্তের
 যেন কঠোর শাস্তি হয়।

### সভামঞ্চ

• প্রথম পাতার পর না হয় যেতেই পারেন, সরকারি ব্যবস্থাপনায় দলের নেতারা, যারা জনপ্রতিনিধিও নন তাদেরও মঞ্চ, ব্যবস্থাপনা শেষ মুহুর্তে পর্যবেক্ষণ করা যেমন অনধিকার চর্চা, সরকারি কাজকে দলীয়করণ করা তেমনি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের প্রতি ধৃষ্টতাও দেখানো। রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত হলে এমন আচরণ হয়তো থাকতো না, সাধারণভাবে শিক্ষিত হলেও এমনভাবে মঞ্চে উঠার আগে মেরুদণ্ডে এবং বুদ্ধিতে আটকাত। দেখতে যাওয়া নেতাদের মধ্যে ভিকি প্রসাদের মতো নেতাও আছেন, যিনি সংবাদপত্র অফিস আক্রমণের অভিযোগে গ্রেফতারির সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে আগাম জামিন নিতে গিয়েছিলেন আদালতে। তেমন মানুষও যদি প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য তৈরি মঞ্চ কী হয়েছে না হয়েছে তা খতিয়ে দেখেন, তবে সেটি নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করতে পারে।

# কোভিড নিয়ে 'ওভার কনফিডেন্ট'

• প্রথম পাতার পর যাত্রীরা প্রতিদিন রাজ্যে ঢুকছেন, তাদের সকলের কেন নমুনা সংগ্রহ হচ্ছে না, বোঝা মুশকিল। গত দুই কিস্তিতেই দেখা গেছে, বঙ্গ থেকে আগত সকল যাত্রীকেই করোনা পরীক্ষা করানো হতো। গত কয়েকদিন আগেও তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষনেতা অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের রাজ্য সফরের আগে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে করোনা বিষয়ক নানা বিধি জারি হয়েছিলো। হঠাৎ সেসব উধাও। এখন সমস্ত যাত্রীরাই নামকাওয়াস্তে করোনা টিকার সার্টিফিকেট দেখিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছেন। তথ্য বলছে, পশ্চিমবঙ্গে এবং দেশের অন্য সমস্ত রাজ্যেই এমন হাজারো নাগরিক করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন যারা সকলেই দুটো টিকা নিয়ে সেরেছেন। আনেকে একটি টিকা নিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে কী কারণে এখন পর্যন্ত বঙ্গ থেকে আগত যাত্রীদের জন্যও কোনও নিয়ম-বিধি জারি হলো না, তা বোঝা মুশকিল। দফতরের কর্মারা ওভার কনফিডেন্ট? জানা গেছে, বিষয়টি নিয়ে দফতরের প্রধান সচিব জে কে সিন্হাকে সবর্টাই বুঝিয়ে বলা হয়েছে। তিনি বুঝতে নারাজ! এখন দেখার, আগামী চার তারিখ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য সফর শেষ হয়ে গেলে প্রশাসন তড়িঘড়ি এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিনা? পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে প্রতিদিন করোনা এবং একইভাবে ওমিক্রনের আতঙ্ক বাড়ছে, তাতে নিঃসন্দেহে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের এখনই নানা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। দেখার, বিষয়টি নিয়ে আদৌ প্রশাসনিকস্তরে কোনও রদবদল ঘটে কিনা।

# কমরেডদের বর্শামুখে সিপিএম নেতৃত্ব

• প্রথম পাতার পর কেন্দ্রে থাকা কল্যাণী চৌধুরী এবং গীতেশ রায়কে। যা নিয়ে এদিন মেলারমাঠে দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। ক্ষোভ দেখা দেয় দুটি মহকুমায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কমরেডদের মধ্যেও। গত ৪ বছর ধরে শুধুমাত্র বামপন্থী সমর্থক হবার কারণে বিজেপির নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার। কমরেডদের বক্তব্য, কল্যাণী চৌধুরী এবং গীতেশ রায়কে মহকুমা কমিটিতে এনে কার্যত বিজেপিরই সুবিধা করে দিয়েছে সিপিএম। কারণ, বাম আমলেই এই দুই নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। কল্যাণী চৌধুরী অরুদ্ধতিনগর লোকাল কমিটির দায়িত্বে থাকার সময়ে তার বিরুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে চাকরি কেনাবেচার অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ, বাধারঘাট শ্রীপল্লীতে যেখানে তিনি বাড়ি তৈরি করেছেন, সেই জমিটিও সরকারি খাস জমি ছিল। দলের ক্ষমতা দেখিয়ে জমিটিকে তিনি জোতে পরিণত করেন। এলাকায় জমি কেনাবেচায় সরাসরি হাত বাড়িয়েছেন তিনি। রেলওয়েতে শ্রমিক সরবরাহে তার বিরুদ্ধে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগও সর্বজনবিদিত। এছাড়া সরকারি কোনও প্রকল্প থেকে কাটমানি খাওয়াও ছিল তার কাছে জলভাতের। মতো। কিন্তু ক্ষমতার শিখড়ে থাকা সিপিএম নেতৃত্ব সে সময়ে তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই শুনতে চায়নি। যার ফল ১৮'র ভোটেই হাতেনাতে পেয়েছে দল। একইভাবে গীতেশ রায়'র কাছে যখন হাপানিয়া লোকাল কমিটির দায়িত্ব ছিল তখন তার বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু দলীয় নেতৃত্ব কোনওভাবেই সেই অভিযোগে কান দিতে চায়নি। গীতেশবাবু যখন হাপানিয়ায় একমেবদ্বিতীয়ম তখনই হাপানিয়ায় আন্তর্জাতিক মেলাপ্রাঙ্গণের কাজ শুরু হয়। এদিকে, গীতেশবাবু সেই কাজের মূল কারিগর ছিলেন। এই মেলাপ্রাঙ্গণের উল্টোদিকে ফ্লাওয়ার মিলের জমি, পার্শ্ববর্তী সৎসঙ্গ সংলগ্ন জমি, বৈষ্ণবটিলায় বিশাল জমি কেনাবেচার সঙ্গে তার জড়িত থাকার অভিযোগ দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। দলে টানার অভিযোগ জানিয়েও যখন কোনও লাভ হয়নি তখন মানুষ নিজে থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। এবার ফের সেই গীতেশবাবুকেই মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীতে পদোন্নতি দেওয়া হলো। কমরেডরা বলছেন, এতদিনেও যখন শিক্ষা হয়নি, তাহলে বোধ হয় আর শিক্ষা হবে না। নইলে গত ৪ বছরে বিজেপি শাসনে মানুষ যখন প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন, কংগ্রেস যখন প্রায় নিশ্চিহ্ন, হস্বিতম্বি করলেও তৃণমূলের আদৌ কোনও ভিত্তি নেই, এই পরিস্থিতিতে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ মানুষের সামগ্রিক সমর্থন সিপিএমের দিকেই আসতে পারতো। কিন্তু দলের নেতারাই যেভাবে অভিযুক্তদেরকে। ফের ক্ষমতায় বসাচ্ছেন, এতে করে মানুষের পুরোনা ক্ষোভ ফের খুঁচিয়ে দিচ্ছেন সিপিএম নেতারাই। একই সঙ্গে বিজেপিকে অনেকটা সুবিধা করে দিচ্ছেন লালঝাণ্ডার তলে দাঁড়িয়ে। একই অবস্থা রাজ্যের বিভিন্ন লোকাল এবং মহকুমা কমিটিগুলোতে হয়েছে বলে অভিযোগ।

# অগ্নি নির্বাপক দফতরও

 প্রথম পাতার পর পর নিগম থেকে যে 'বিল্ডিং ফিটনেস সার্টিফিকেট' জমা করা হয়েছে সেটিও অবৈধ। দ্বিতীয়ত, উক্ত প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কর্ণধার ডা. বাগ্গাদিত্য সোম 'প্রপোজড প্ল্যান ফর সিটি হসপিটাল' বলে যে কাগজটি স্বাস্থ্য দফতরে জমা করেছেন, সেটিও চূড়ান্ত ভাঁওতাবাজির প্রমাণ বহন করে। রাজ্যের শাসক দল তথা বিজেপির কৃষ্ণনগরস্থিত সদর দফতর থেকে ৫০০ মিটার দূরে কিভাবে এরকম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, তা বোঝা মুশকিল। সবচেয়ে নিন্দনীয় অভিযোগ, নার্সিং হোমটির মোট দু'জন মালিক এবং দু'জন পার্টনার। মালিক দু'জন বিজেপির বর্তমান যে ডক্টরস সেল রয়েছে তার অন্যতম প্রধান দুই নেতা। একজন বিজেপি ডক্টরস সেল-এর কো-কনভেনার ডা. কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য। অন্যজন একই ডক্টরস সেল-এর পশ্চিম জেলার কনভেনার। তথা ত্রিপুরা মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য ডা. বাপ্লাদিত্য সোম। অন্য দু'জন সরকারি চিকিৎসক নিজেদের স্ত্রী'র নামে উক্ত নার্সিং হোমটিতে বিনিয়োগ করেছেন। দু'জন পার্টনারের মধ্যে একজন ডা. সুজিত চাকমা এবং আরেকজন ডা. মাহাবুর রহমান বলে জানা গেছে। গত সোমবার প্রকাশিত খবরটিতে বলা ছিলো, এই চারজন মিলে স্বাস্থ্য দফতরের কাছে সমস্ত ধরনের ভুল প্রমাণাদি দিয়ে একটি নার্সিং হোম খুলে নিয়েছে শহরে। সবচেয়ে জঘন্য ঘটনা হলো, গত সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখ পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কাগজে স্বাক্ষর করে বেআইনিভাবে গড়ে উঠা সিটি 'হসপিটাল'কে প্রভিশনাল রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দিয়েছেন। পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পদাধিকারী বলে জেলার রেজিস্টারিং অথরিটির চেয়ারপার্সন এবং একইভাবে জেলার রেজিস্টারিং অথরিটির সদস্য হলেন জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক। যিনি জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক তিনি পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের স্টেট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসারও। এনারা দু'জন স্বাক্ষর করে গত ২৪ সেপ্টেম্বর একটি শংসাপত্রে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কৃষ্ণনগর অ্যাডভাইজার চৌমুহনিস্থিত 'সিটি হসপিটাল'এর কর্ণধার ডা. বাপ্পাদিত্য সোম এবং ত্রিপুরা ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আইন ২০১৮ মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটিকে ৬ মাসের জন্য প্রভিশনাল রেজিস্টেশন দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের বর্তমান আধিকারিকদের ফুঁসলিয়ে এবং শাসক দলের প্রভাব খাটিয়ে ডা. বাপ্পাদিত্য সোম এবং ডা. কনক নারায়ণ ভট্টাচার্যরা মিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে বেআইনিভাবে গড়ে তুলেছেন বলে অভিযোগ।

# সাংসদ অভিষেক 'এসডিপিও'

• প্রথম পাতার পর আরেক জায়গায় অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে 'এসডিপিও' বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, লেখা হয়েছে, "তেলিয়ামুড়ার মহকুমা পুলিশ অফিসারের অফিস থেকে জারি করা একটি চিঠিতে বলা হয়েছে যে বারামুড়া ইকো পার্কে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের সফর এসডিপিও হিসাবে বাতিল হয়ে গেছে, তেলিয়ামুরা ইতিমধ্যে একই স্থানে একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অন্য ট্রাস্টকে অনুমতি দিয়েছে, যেখানে প্রতিমন্ত্রী বিরোধিতা করা দলের যে এমন বাংলা চটকানোর এজেন্ডা আছে দলটির সাধারণ সম্পাদক না এলে কী জানা যেত! ত্রিপুরার মানুষ ভাল সাহিত্যের জন্য কলকাতার দিকে মুখ করে থাকেন, পশ্চিমবঙ্গের বই-পত্র এখানেও রমরম করে চলার কারণ এটাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রাজ্যে এসে সমাদর পেয়েছেন, সাহায্য পেয়েছেন, উপাধি পেয়েছেন, যদিও শান্তিনিকেতনে ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায় না। লন্ডনের মিউজিয়ামে এই রাজ্যের নারীর কবিত্বের নিদর্শন পাওয়া গেলেও, পশ্চিমবঙ্গের মিউজিয়ামে নেই। ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা নিয়ে তৃণমূলের এই কেরদানি এই পর্যায়ের প্রথম থেকেই প্রায় চলছে। টিএমসি'র নিজেদের পিআরদের আঙুলে আর পেশাদার পরামর্শদাতা আই-প্যাকের হাতে তা দিনে দিনে গাঢ় হচ্ছে। ত্রিপুরার জায়গার নাম, স্থানীয় মানুষের নাম বিকৃত করার উদাহরণ অসংখ্য, ঊনকোটি জেলা হয়ে পড়ে 'উনাকোটি', 'ভৃগুরাম' হয়েছে 'ব্রিগুরাম'। তেমনি তথ্যগত ভুল, উপর-চালাকিও যথেষ্ট। দল-বদলুদের তালিকায় ছেড়ে আসা দলের আগে যে দলে ছিলেন তার নাম শুধু একজনের সাথে, অন্যদের সাথে শুধু ছেড়ে আসা দলের নাম। একই বিষয়ের ছবি বদলে একদিনের ফাঁক রেখে আবার প্রেস বিবৃতি, মনে হয় যেন নতুন ঘটনা। 'রাজ্যের মন্ত্রী' বলে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীর নাম লিখে বিবৃতি আছে। পশ্চিমবঙ্গে দল বদলের খবরে, বিধায়ক অমুক তৃণমূলে যোগ দিলেন বলে এক লাইন। এই বিধায়ক কোন্ জায়গার, কোন্ দলের, কিছু নেই, জিজ্ঞেস করলেও জবাব নেই। কর্পোরেট বসের সুরে একতরফা তথ্য দেওয়া, ব্যাখ্যা চাইলেও পাওয়া যায় না। কাল এগারোটায় ফোন করছি বলে আর পাত্তা নেই। ই-মেল-এ তথ্যের জন্য চিঠি দেওয়ার অনুরোধ ছিল, তবে সেই ই-মেল আইডিতে মেল করে তথ্য পাওয়া যায়নি। আক্রান্ত টিএমসি প্রার্থীর পদবি, কোন্ ওয়ার্ড'র প্রার্থী, এসব তথ্য ছাড়া বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। অদ্ভুতভাবে কোনও ভূমিকা ছাড়াই নির্দেশের সুরে ফুটেজ, তথ্য চেয়ে বসা ইত্যাদিও আছে। সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় থাকার জোরে সেখানকার একাংশ সংবাদমাধ্যমকে এই রকম নির্দেশ দিয়ে অভ্যাস হয়েছে, সেটাই এখানেও চালানো হচ্ছে, শাসক দলের চরিত্র যে একই, সেটাও প্রমাণ হচ্ছে। পুর ভোটের পর কলকাতা থেকে বাঘা বাঘা নেতা-মন্ত্রীদের প্যারাসুটিং বন্ধ এক মাস ধরে, অভিষেক বন্দোপাধ্যায় দিয়ে আবার সেটা শুরু হচ্ছে কিনা, মানে নিয়মিত তারা আবার আসা শুরু করছেন কিনা, তার কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই প্রেস বিবৃতিতে। তবে ভাষা বিকৃতি আর তথ্য বিকৃতি'র ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দাবি করা হয়েছে তৃণমূল ত্রিপুরায় এখন প্রধান বিরোধী দল, ২৩ শতাংশ ভোট নাকি তারা পেয়েছেন। আগরতলার পুর ভোটের হিসাব তেমন হলেও, সারা রাজ্যে এই অবস্থা নয়। আবার রাজনৈতিক সফরে আসা এক রাজনৈতিক নেতার মিটিংও অরাজনৈতিক বলে যেমন চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনি কোনও উপজাতীয় সম্প্রদায়কে এক দাগে অরাজনৈতিক বলা হয়েছে। গোটা সম্প্রদায়কে অরাজনৈতিক। বলা যেমন কারও গণতান্ত্রিক চেতনাকে অস্বীকার করা, তেমনি তেমন কাউকে বলা হলে, তার কাছে ভোট চাওয়ার আর অধিকার থাকে কিনা, সেটাও প্রশ্ন থাকে। বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে সাংসদ "দলীয় কর্মীদের সাথে বার্তা বিনিময়ের ফাঁকেই একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সম্পন্ন করলেন।" এইখানে এসে নেতার নাম উহ্য রাখলে। বোঝাই যায় না বিজেপি নাকি টিএমসি বলছে, একই কউক্লিষ্ট বাংলা, এবং ফাইভস্টারে থেকে সাধারণের বাড়িতে সাজানো মধ্যাহ্নভোজ। দুপুরের আহার বা খাবার নয়, বদলে 'ভোজ'!

রাজনীতি যেমন তৃণমূলের কাছে লড়াই,সংগ্রাম নয় বরঞ্চ 'খেলা', সেটাও অন্য প্রেক্ষাপট থেকে টুকলি করে আনা, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের দল তৃণমূল কংগ্রেস বাংলা ভাষারই ঘাড় মটকে দিচ্ছে সচেতনভাবে, যত্ন করে বাংলা লেখার বদলে যান্ত্রিক ট্রান্সলেশন (যেমন গুগল) থেকে টুকলি করে।

# (গ্রফতার রাজমিস্ত্রি

 তিনের পাতার পর পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেকটর রঞ্জিত দেবনাথ। তিনি জানান, মেধা তালিকায় যাদের নাম ছিলো না তারা আন্দোলন করতে আসে বলে খবর আসে।খবর ছিলো সিটি সেন্টারের সামনে রাস্তা অবরোধ করা হবে। এই খবরের ভিত্তিতেই আমরা ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছি। আরও অনেকেই আন্দোলনে শামিল হওয়ার কথা রয়েছে। এই কারণে সিটি সেন্টারের সামনে পুলিশ এবং টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছে। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে এরা সবাই আন্দোলন করতেই এসেছিলেন। তারা কমলপুর, বিলোনিয়া, আমবাসা সহ দূর এলাকা থেকে এসেছে।

# বিভিন্ন প্রশ্ন

 তিনের পাতার পর নাগরিকরা বুঝে উঠতে পারছেন না দেবারুং রিয়াং-এর মৃত্যু হয়েছে কি কারণে ? মৃতার শৃশুর জানান, সন্তান জন্মের প্রই কর্তব্যরত চিকিৎসকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কেন তার পেট ফুলে আছে। সেই প্রশ্নের উত্তরে চিকিৎসক নাকি বলেছিলেন মহিলার প্রচণ্ড গ্যাস হয়েছে। সেই কারণেই তার পেট ফেঁপে আছে। ওই গ্রামের মানুষ উচ্চশিক্ষিত না হলেও তারা এতটুকু জানেন যে, গ্যাসের কারণে এভাবে পেট ফুলে থাকতে পারে না। জানা গেছে, মৃতার পরিজনরা ঘটনার পর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেটাও করা হয়নি। সব মিলিয়ে দেবারুং রিয়াং-এর মৃত্যুর ঘটনাটি সবার কাছে রহস্য হয়ে আছে।

### আস্তাবলের পথ

 প্রথম পাতার পর দেব সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে চার তারিখের প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশ ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সীমাহীন। সমাবেশে যাতে সব অংশের মানুষ আসতে পারেন, প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনতে পারেন সেই জন্য সব ধরনের আয়োজন সম্পন্ন। সরকারি দফতর, স্কুল-কলেজের উদ্দেশ্যেও সার্কুলার দেওয়া হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে চার জানুয়ারি আগরতলা এক ঐতিহাসিক সমাবেশের সাক্ষী হবে। কারণ ময়দানে তো লোকজনের সবার জায়গা হবে না, ফলে ভিড় থাকবে রাজপথে। সব পথ এদিন জ্যাম হবে বিবেকানন্দ ময়দানের অভিমুখে। এই শহরের মানুষ আগামীকাল ভাবতে বসবেন, কেন বিবেকানন্দ ময়দানের মতে সংক্ষিপ্ত ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশ করা হয়, কেন আসাম রাইফেল গ্রাউন্ডে নয়?

# 'মেরি বিস্কুট'

 প্রথম পাতার পর থেকে নেওয়া হবে না। শহরের একটি সুনির্দিষ্ট হোটেল থেকে মিষ্টি সরবরাহ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর মধ্যাহ্নভোজ এবং বিমানবন্দরে যে চা-পানের বন্দোবস্ত, তাকে ঘিরে চারটি ছোট সাদা টাওয়েল, দুটো বড় টাওয়েল, ছয়টি বরসিল গ্লাস রাখা থাকবে। হিমালয়া কোম্পানির জলের বোতল থাকবে চারটি। তিনটি এক লিটারের মিল্টন ফ্লাক্স এবং চায়ের কাপ থাকবে দুটো। হ্যান্ড স্যানিটাইজার দুটো, ইলেকট্রিক কেটলি একটি, ওয়েট টিস্যু এবং ড্রাই টিস্যু থাকবে পরিমাণ মতো। তবে, প্রধানমন্ত্রীর সফরে সবচেয়ে গুরুত্ব পাবে মেরি বিস্কুট। দু'তিন প্যাকেট মেরি বিস্কুট প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে প্রতিটি জায়গাতেই 'রেডি' থাকার নির্দেশ এসেছে।

# পুলিশ

 প্রথম পাতার পর সরকার প্রধানমন্ত্রীকে কালো বেলুন দেখানো হবে না, সেই নিয়ে নিশ্চিত নয়, তাই দাম না দিয়ে দোকান থেকে কালো বেলুন তুলে নিয়ে এসেছে পুলিশ। প্রধানমন্ত্রী আসছেন এয়ারপোর্টের নতুন টার্মিনাল ভবন উদ্বোধনে, কোনও নির্বাচনি প্রচারে নয়, এমন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোরই কথা মানুষের, যদি এমন সময়েও কালো বেলুন দেখানোর আশঙ্কা থাকে, যার জন্য পুলিশের দৌড়-ঝাঁপ, তবে অনেক প্রশ্নাই তৈরি হয়, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাজ ও শাসক দল নিয়ে। বিশেষত 'মডেল' রাজ্যে কালো বেলুন উড়বে নাগরিকদের কাছ থেকে, এই আশঙ্কা কেন তৈরি হবে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ পালাটানায় এসে কালো পতাকা বা কালো বেলুন দেখেননি, ভোটের প্রচারে এসেও না।

# রাজ্য সরকারের প্রস্তাত

**আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।** মঙ্গলবার রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন প্রধানমন্ত্রী আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরের নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করবেন। সেই সাথে প্রধানমন্ত্রী রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত সমাবেশ থেকে রাজ্য সরকারের দুইটি প্রকল্পের সূচনা করবেন। প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এমবিবি বিমানবন্দরে স্বাগত জানানো হবে। সোমবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ত্রিপুরা সফর সম্পর্কে জানাতে গিয়ে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা জানান। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্ৰী বলেন, ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে এই আন্তর্জাতিক মানের এমবিবি বিমানবন্দর নির্মাণ

অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা এই বিমানবন্দরে বজায় থাকবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্প দুটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবেন। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্ৰী জানান,



এমবিবি বিমানবন্দরে নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধনের পর আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে উপস্থিত হয়ে মিশন ১০০

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে সফল করার জন্য রাজ্য সরকারের প্রস্তুতি চুডান্ত পর্বে রয়েছে। দূর দূরান্ত থেকে আসা জনসাধারণের জন্য

জীবন রক্ষা পান। এই ঘটনার

যায়। কিন্তু রাতুল দে'র নামে

রেলওয়ের সাথে কথা বলে উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরার জন্য দুটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, ধর্মনগর থেকে একটি ট্রেন সকাল ৭টায় ছাড়বে এবং আগরতলায় পৌছবে ১০.৪৫ এই কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আহ্বান জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ দফতরের প্রধান

### মিনিটে। সাব্রুম থেকে একটি ট্রেন সকাল ৯.৩০-এ ছাড়বে এবং আগরতলায় পৌছেবে ১১.৪৫ মিনিটে। আবার বিকাল ৫টায় ধর্মনগর এবং সাব্রুমের উদ্দেশে দুটি ট্রেন আগরতলা থেকে ছাড়বে। এছাড়াও পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা থাকবে। তিনি সবার সহযোগিতায় প্রধানমন্ত্রীর সফরের

সচিব শ্রীরাম তরণীকান্তি।

জমা পড়েনি আদালতে। এই

মামলার কি হয়েছে তাও কারো

জানা নেই। রাতুল দে সত্যিই কি

রোগীদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন?

নাকি করোনা আক্রান্ত রোগীদের

মৃত্যুর কারণ হয়ে হয়েছিলেন, তাও

ক্রাইম ব্রাঞ্চের তদন্তে পরিষ্কার নয়।

কিন্তু বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

রাতুল দে দিনের পর দিন এই

# খুনের পর ছড়ার জলে মৃতদেহ!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম **৩ জানুয়ারি।।** সীমান্ত এলাকায় এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র পর্যস্ত অভিযোগ করেননি। তাই পুলিশও অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা

#### করে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ৫৫ বছরের জীবন সরকারের মৃতদেহ উদ্ধার হয় ছড়ার জলে। সাব্রুম মহকুমার মনুবাজার থানার অন্তর্গত সীমান্তবর্তী শ্রীনগর বাজারের পাশে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এলাকার লোকজন সকালে মৃতদেহ দেখে আঁতকে উঠেন। খবর পেয়ে শ্রীনগর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু জীবন সরকারের মৃত্যু কিভাবে হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন হয়তো খুনের পর জীবন সরকারের মৃতদেহ ছড়ার জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ যদি সঠিকভাবে ঘটনার তদন্ত করে তবেই, রহস্য উন্মোচিত হওয়া সম্ভব। সবটাই নির্ভর করছে পুলিশের তদন্তের উপর। এই ধরনের ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে আরও দেখা গেছে। কিন্তু পুলিশ এই ধরনের ঘটনা তদন্তে বিশেষ কোনো সাফল্য দেখাতে পারেনি। তাই শ্রীনগরবাসীর সন্দেহ হয়তো জীবন সরকারের রহস্যজনক মৃত্যুর কারণ আদৌ সামনে আসবে না। পুলিশ কি তদন্ত করে সেদিকেই তাকিয়ে সবাই। তবে দিনভর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে কানাঘুষো চলেছে। সরাসরি কেউই ঘটনাটি নিয়ে এখনও নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

# প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। সার্কিট হাউসে গান্ধি

আগর তলা, ৩ জানুয়ারি।।

টিএসআর'র অফার বঞ্চিত

আন্দোলনকারী ভেবে গ্রেফতার

করে গাড়িতে তুলে নিলো পুলিশ।

শুধ তাই নয়, এক তরুণী সিটি

সেন্টারে শপিং করতে এসেও

পুলিশের হাতে গ্রেফতার হতে

হয়েছে। ঘটনা সোমবার আগরতলা

সিটি সেন্টারের সামনে। সোমবার

সকাল থেকেই ত্রিপুরা উচ্চ

আদালতের সামনে জমায়েত হতে

শুরু করেছিলো টিএসআর'এ

নিয়োগে বঞ্চিত বেকাররা। পুলিশের

কাছে খবর আসে কয়েকশো

যুবক-যুবতি এদিন আন্দোলনের

জন্য শহরের বিভিন্ন এলাকায়

জমায়েত হবেন। উচ্চ আদালতের

সামনে থেকে বহু বঞ্চিত বেকারদের

গ্রেফতারের পর পুলিশ খবর পায়

সিটি সেন্টারের সামনে রাস্তা

অবরোধ করতে পারেন বঞ্চিত

বেকাররা। এই খবরের ভিত্তিতে

পশ্চিম থানা থেকে পুলিশের একটি

কাজের

আগরতলায়।

রাজমিস্ত্রির

এসেছিলেন

মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসে গ্রেফতার হলেন বিজেপি বিধায়ক আশিস দাস। সোমবার গান্ধি মূর্তির পাদদেশে কয়েকজন অনুগামী নিয়ে ধর্নায় বসেন তিনি। শান্তিপূর্ণভাবে ধর্না চলাকালীন পুলিশ গিয়ে আশিস দাসকে। গ্রেফতার করে। তিনি জানান, শিক্ষায় বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আসবেন দেখে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সুরমার বিধায়ক আশিসের দাবি, দিল্লির যস্তর মস্তরেও প্রত্যেকদিন ধর্না চলে। কিন্তু সেখানে প্রধানমন্ত্রীর সফরের নাম দিয়ে কাউকে

আন্দোলনে বসেছিলো।



গ্রেফতার করা হয় না। কাউকে তুলেও নেওয়া হয় না। অথচ এই ধরনের অন্যায় চলে ত্রিপুরায়। সবার বিকাশের কথা বলে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। এখন স্কুলগুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দিতে উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের নামে একশোটি স্কুলকে বেসরকারি হাতে দেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনগুলিতে রাজ্যের বিয়াল্লিশশত স্কুলই বেসরকারি হাতে তুলে দেবে। রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষের স্বার্থে আমি আন্দোলন করছিলাম। কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতেও দেয় না এই সরকার। আমার এই আন্দোলন বন্ধ হবে না। শিক্ষায় বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে। এদিন আশিস দাসকে গ্রেফতার করে এডিনগর পুলিশ লাইনে নেওয়া হয়। সেখান থেকেই পরে শর্তসাপেক্ষ জামিনে ছেড়ে দেয় পুলিশ প্রশাসন।

গাড়িতে পুলিশ অফিসার কথা বলবেন বলে তাকে টেনে তুলে নেওয়া হয়। প্রায় একই অবস্থা শান্তিরবাজার থেকে শীতের কাপড কিনতে আগরতলায় আসা এক তরুণীর। তিনি জানিয়েছেন, সিটি সেন্টারের উল্টোদিকে একটি রাস্তার পাশের ফাস্টফুডের দোকানে টিফিন করছিলেন। এখান থেকেই পুলিশ তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে নেয়। তিনি বারবার বলছিলেন ওএনজিসি এলাকায় তার বোনের বাড়ি আছে। বোনের বাড়ি থেকেই এসেছিলেন আগরতলায় শপিং করতে। কিন্তু পুলিশ তার কথা শুনতে নারাজ। টিএসআর-র নিয়োগের জন্য আন্দোলন করছেন ভেবে তুলে নেওয়া হয় গাড়িতে। অন্যদের সঙ্গে তাদেরও পুলিশ নিয়ে যায় এডিনগর পুলিশ লাইনে। বিকাল পর্যন্ত আটকে রেখে তাদের শর্তসাপেক্ষ জামিন দেওয়া হয়। এডিনগরের সামনে গ্রেফতারের দায়িত্বে • **এরপর দুই**য়ের পাতায়

# প্রসূতির মৃত্যু যিরে বিভিন্ন প্রশ্ন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৩ জানুয়ারি।। কুলাই জেলা হাসপাতাল থেকে রেফার করা এক প্রসৃতি মায়ের জিবি হাসপাতালে মৃত্যু ঘিরে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আমবাসার মাসুরাইপাড়ার যাওয়ারাই রিয়াং-এর স্ত্রী দেবারুং রিয়াং গত ২১ ডিসেম্বর সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু পরবর্তী সময় দেবারুং রিয়াং-এর মৃত্যু হয়। মহিলার মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার পর পরিজনরা দেখতে পান, তার পেটের বিভিন্ন অংশ কাটাছেঁড়া করা হয়েছে।তা দেখেই সবার মধ্যে প্রশ্ন দেখা দেয়। কি কারণে মহিলার পেটে একাধিক কাটাছেঁড়া হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মৃতার পরিজনরা। ওই মহিলার সিজার করা হয়েছিল। তাই পেট কাটাছেঁড়া করা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু একাধিক কাটাছেঁড়া দেখেই প্রশ্ন উঠেছে। এলাকার • এরপর দুইয়ের পাতায়

# গণধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে মা-মেয়েকে মারধর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. **অমরপুর, ৩ জানুয়ারি।। ১**৫ বছরের नावानिकारक धर्यराव राष्ट्रीत অভিযোগ উঠলো ২০ জনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় বীরগঞ্জ থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় পুলিশ তদন্তে নামলেও সোমবার রাত পর্যন্ত গ্রেফতারের খবর নেই। জানা গেছে, বীরগঞ্জ থানার নেতাজি কলোনি এলাকায় ১৫ বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা হয়েছে। নাবালিকা মেয়েটির বাবা জানান, ঘরে তার স্ত্রী রান্না করছিলেন। এমন সময় তার মেয়ে একটি শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে বসেছিলো। এমন সময়েই ২০ জন যুবক মিলে তার মেয়েকে গণধর্ষণ করতে যায়। তা দেখে প্রথমে বাধা দেন মেয়েটির মা। চিৎকার শুনে অভিযোগকারীর মেয়েটির বাবাও ছটে যান। তাদের মারধর করা হয়। নাবালিকার মায়ের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। ধর্ষণ করতে না পেরে মেয়েটিকেও বেধড়ক পেটানো হয়। তার পরনের বস্ত্র খুলে নেওয়া হয়। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রকাশ্যেই একটি নাবালিকা মেয়েকে গণধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এদের প্রায় সবাই শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গেছে। এই কারণে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাত পর্যস্ত কোনও ব্যবস্থা

#### আগরতলা, ৩ জান্যারি।। পরদিনই নডেচডে বসে গোটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আত্মহত্যা করার স্বাস্থ্য দফতর। রাজ্যে স্বাস্থ্য অনুমতি চাইলেন রাজ্যের বিশিষ্ট কাছে বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রাতুল বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বাস্তবে নেই, তা এই ঘটনায় পরিষ্কার হয়ে

দে। সোমবার তিনি প্রধানমন্ত্রীকে টুইট করে এই অনুমতি চেয়েছেন। দেড় বছর আগে জিবিপি হাসপাতালে চল্লিশ জন করোনা আক্রান্ত রোগীকে বাঁচাতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছিলেন। এর বদলে তার মাথায় তদন্তের নামে কলঙ্ক জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় বিচার না পাইয়ে দিলে আত্মহত্যা করার অনুমতি দেওয়া হউক। এমনই দাবি করেছেন ইঞ্জিনিয়ার রাতুল দে। ২০২০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর জিবিপি হাসপাতালে কোভিড কেয়ার সেন্টারে অক্সিজেনের পাইপ লাইনে গভীর রাতে গন্তগোল দেখা দেয়। অভিযোগ ওই সময় ঠিকভাবে রোগীরা অক্সিজেন পাচ্ছিলেন না। যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন করোনা আক্রান্ত রোগীরা। এমন সময় পরিত্রাতা হিসেবে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের সঙ্গে জিবিপি হাসপাতালে হাজির হন রাতৃল দে। তিনি গভীর রাতে অনেক চেষ্টায় পাইপ লাইনে অক্সিজেন সরবরাহ করার ব্যবস্থা ঠিক করেন। যে কারণে হাসপাতালে

চিকিৎসাধীন চল্লিশ জন রোগীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

আমবাসা, ৩ জানুয়ারি ।।

প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরের বাকি আর

মাত্র কয়েক ঘন্টা। রাজ্যবাসীর বহু

প্রতীক্ষিত প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে

রাজসিক রূপদানে এখন চলছে

শেষ তুলির টান। কিন্তু এরই মাঝে



মামলা হয়। তার বিরুদ্ধে পাল্টা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্ত রোগীদের জীবন ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ানোর অভিযোগ আনা হয়। শুধু তাই নয়, বিনা অনুমতিতে সরকারি হাসপাতালের অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের লাইনে কাজ করারও অভিযোগ আনা হয়। এই ঘটনার তদন্ত যায় রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে।ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডাকে একাধিকবার ছুটে যেতে হয় রাতুলকে। এর পর কেটে যায় প্রায় দেড বছর। কিন্তু মামলার চার্জশিট

ঘটনায় নিজেকে অপরাধী মনে করছিলেন। অবশেষে সোমবার তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে টুইট করলেন। টুইটে বলেছেন, রাজ্যের বিজেপি নেতারা তাকে পুরস্কৃত না করে উল্টো তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করেছেন। তিনি প্রশংসার বদলে শাস্তি পেয়েছেন। এই কারণে তিনি হতাশায় ভুগছেন। তিনি এই ঘটনার সঠিক সমাধান চান। তার জীবন এখন নরকের মতো হয়ে আছে। চল্লিশ জন রোগীর জীবন বাঁচিয়েছিলেন তিনি। এরা সবাই করোনা আক্রান্ত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাতুলের আবেদন এই ঘটনায় তিনি যাতে লক্ষ্য করেন। অথবা আত্মহত্যার অনুমতি দেন। এদিন রাতুল নিজে সাংবাদিকদের কাছে টুইট করার কথা জানিয়েছেন। এই টুইট সামনে আসতেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এই ঘটনায় অবশ্য ক্রাইম ব্রাঞ্জের কারো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

# টুক টুক চালকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর ৩ জানুয়ারি।। পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতিতে নিজ ঘরে অস্বাভাবিক মৃত্যু টুক টুক চালকের। মৃতের নাম রাজীব কর। বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। সোমবার দুপুর দেড়টা নাগাদ ধর্মনগর থানাধীন পদ্মপুর মধুবাডি রোডস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা। জানা গেছে, রাজীব করের পরিবারে স্ত্রী এবং ৮ বছরের ছেলে আছে। ঘটনার সময় তার স্ত্রী এবং সন্তান বাড়িতে ছিলেন না। পরবর্তী সময় স্ত্রী বাড়িতে এসে তার মৃতদেহ দেখে হতচকিত হয়ে পড়েন। মহিলার চিৎকার শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদত্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যেতে পারে। পুলিশের কথা অনুযায়ী পরিবারে নাকি কোনো ঝগড়া ছিল না। তাহলে পুলিশ জানিয়েছে কোনো চাপের কারণেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে তাদের মনে হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে মৃতের মা'ও ছুটে আসেন। তাদের কান্নায় এলাকার পরিবেশ ভারি হয়ে উঠে। এখন প্রশ্ন উঠছে ওই যুবকের মৃত্যুর পেছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে

## হোম টিচার

বাংলা মাধ্যমের নবম/দশম-সহ ২০২২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সব বিষয় বাড়িতে গিয়ে পড়ানো হয় নোট তৈরী করে দেওয়া হয়। -ঃ মোবাইল ঃ-

9862464960

# বিক্ৰয়

এখানে পুরাতন ইট, দরজা, জানালা, কাঠ, টিন, রাবিশ চিপস বিক্রয় হয়।

#### শিবশক্তি কেরিং সেন্টার 8413987741 9051811933

বিঃ দ্রঃ- এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়

# কর্মখালি বিজ্ঞপ্তি

M.I ORG-এর বিশেষ দুটি পদের জন্য আগরতলা শাখায় 42 জন জাতি-উপজাতি যুবক/যুবতি নিয়োগ করা হবে। বয়স 18-24 বৎসর পর্যন্ত। বেতন/আয় : 5500-25500 টাকা। (বায়োডাটা সহ তিনদিনের মধ্যে যোগাযোগ

> Ph. 7005735604 9362245728

### নাবালিকা ধর্ষণের গ্রেফতার বিধায়ক আশিস অভিযুক্ত গ্রেফতার প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বঞ্চিতদের আন্দোলন, গ্রেফতার রাজমিস্ত্রি

টিম সিটি সেন্টারের সামনে ঘিরে

দাঁড়ায়। এমন সময় সিটি সেন্টারের

সামনে জমায়েত হওয়া ১৪ জনকে

জোর করে টেনে গাড়িতে তুলে

নেয় পুলিশ। তাদের মধ্যে এমনও

রয়েছেন যারা টিএসআর-এ নিয়োগ

পরীক্ষার সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত

নন। এমনই একজন হলেন সূব্রত

কর্মকার। মেলাঘরের বাসিন্দা সুব্রত

গত শনিবার থেকে বডদোয়ালি

এলাকার এক আত্মীয়ের বাড়িতে

থেকে রাজমিস্ত্রির কাজ করছেন।

কাজের জন্যেই এদিন সকালে

আগরতলায় সিটি সেন্টারের কাছে

এসেছিলেন। পুলিশ তখন

আন্দোলনকারী ভেবে কয়েকজন

যুবক-যুবতিকে গাড়িতে টেনে

তুলছেন। তা দেখে এগিয়ে

গিয়েছিলেন সুব্রতও। কিন্তু পুলিশ

সুব্রতকেও বঞ্চিত বেকার ভেবে

টেনে তুলে নেয় গাড়িতে। তিনি

টিএসআর জওয়ানদের বারবার

বলছিলেন আন্দোলনের সঙ্গে তার

সম্পর্ক নেই। তিনি পড়াশোনাও

জানেন না। রাজমিস্ত্রির কাজের

জন্যই আগরতলায় এসেছিলেন।

তেলিয়ামুড়া, ৩ জানুয়ারি।। অবশেষে নাবালিকা ধর্ষণ মামলার অভিযুক্ত প্রাণেশ রুদ্রপালকে থেফতার করেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। ঘটনার তিন দিনের মাথায় অভিযুক্ত জনতার হাতে ধরা পড়ে। সোমবার রাত প্রায় সাড়ে ১০টা নাগাদ তুইসিন্দ্রাই এলাকা থেকে স্থানীয় জনগণ তাকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তারা অভিযুক্তকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়। গত শনিবার তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায় ১৩ বছরের নাবালিকার উপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠে প্রাণেশের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত পলাতক ছিল। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও সফল হয়নি। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে প্রায়

এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ জানুয়ারি।। স্বাস্থ্য বিপ্লবের ঠেলায় দিনের বেলাও অন্ধকার হয়ে থাকে হাসপাতাল চত্বর। সোমবার সকাল ১০টা থেকে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে একেবারে উদাসীন ছিল। হাসপাতালে আসা অন্যান্য রোগী ও তাদের আত্মীয়পরিজনরা এ নিয়ে বেকায় দায় পড়ে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকায় চিকিৎসকরা দিনের বেলায় টর্চের আলোতে রোগী দেখেন। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা খবর পেয়ে হাসপাতালে গেলে সেই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন। তারা হাসপাতালে ছুটে গেলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো আধিকারিককে খুঁজে পাননি। তাই বিদ্যুৎ নিগম অফিসে যোগাযোগ করা হলে তাদেরকে বলা হয় হাসপাতালে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারে সারাই কাজ চলছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নাকি আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এদিন বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যদি আগে থেকে বিষয়টি জানতো তাহলে কেন জেনারেটরের ব্যবস্থা করেনি ? হাসপাতালে জেনারেটর থাকা সত্ত্বেও তা চালু করা হয়নি কেন? সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা গোটা

বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ করা হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনো একজনকে দিয়ে জেনারেটরের ব্যবস্থা করেন। তবে সব বিভাগে আলো জুলেন। পরবতী সময় বিষয়টি মহকুমাশাসকের গোচরে নিয়ে গেলে হাসপাতালের বাকি ওয়ার্ডগুলিতেও বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। তবে গোটা ঘটনা নিয়ে হাসপাতালে আসা রোগী ও তাদের পরিজনরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিলোনিয়া হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে আগে থেকেই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। অথচ বিষয়গুলো কর্তৃপক্ষের গোচরে আছে। তা সত্ত্বেও তারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না বলে অভিযোগ।

# টর্চ জ্বালিয়ে রোগী দেখছেন চিকিৎসক

# ७७ ऽ२७म ज्ञामित **ज्याज्य अर्थ मिल** मविषद्भ (शाक तणूत कर्व, मू (थव म्मू छिर्रुक् थाक कार्ह्ह, मुःथक्तला याक मूद्रा। (ब्रुट्सा गानि জন্ম- ০৪-০১-২০১০ ইণ শুভ কামনায় মা, বাবা, জেঠু, জেঠিমা, ঠাকুরমা সহ বন্ধু-বান্ধবীরা।

# **NOTICE**

Notice is hereby given to General Public that (1) SMT. ARATI DHAR, Wife of Late Ramendra Chandra Dhar. (2) SMT. MADHURI DHAR ROY Wife of Late Abhijit Roy, Daughter of Late Ramendra Chandra Dhar, (3) SRI AMIT DHAR, Son of Late Ramendra Chandra Dhar, all are the resident of Dhaleswar, Road No-13, Agartala-799007, P.S. Eas Agartala, Dist, West Tripura appointed SRI SANJIT DHAR, Son of Late Narendra Chandra Dhar Dhaleswar, Road No-13, Agartala-799007, P.S. East Agartala, Dist, West Tripura as their constituted attorney vide Power of Attorney No.IV-135, Vol. No 2, Page No. 241-244, Year-2015 dated 30-03-2015 Subsequently, on 30-04-2021 the said Power of Attorney was cancelled vide Deed No. IV-196, Book No-I, Volume No-4, Page No-1-4, For the Year-2021 dated 30-04-2021. The said Deed of Cancellation of Power of Attorney was duly registered before the Sub-Registrar, Sadar. After execution of the said cancellation of Power of Attorney said Sri Sanji Dhar has no authority to do any act on behalf of the Executants named above.

Notice is hereby given that any act after cancellation of the said Power of Attorney dated 30-04-2021 by the said Attorney-Holder SRI SANJIT **DHAR** will be null and void & no further force of effect Sd/-Illegible

(SAIKAT SAHA) Advocate

Enrolment No.771/2010/BCT/78/2010 Tripura Bar Association First Floor, Room No-6 Agartala-799001, West Tripura

# রাজ্যের নিরাপত্তার আকাশে দেখা দিল কালো মেঘের ঘনঘটা।

প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক বাংলাদেশি কট্টর বৈরী এবং তার ভারতীয় সহায়ক। তাও আবার ধলাই জেলা সদরের প্রাণকেন্দ্র তথা আমবাসা বাজারের

প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিষ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে আমবাসা থানার পুলিশ সাদা পোশাকে জাল

জনবহুল এলাকা থেকে। মোবাইল

ফোনের লোকেশন ট্র্যাকিং এর



রোড ট্রাই জংশন থেকে বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ পাকড়াও করে মূল বৈরী সদস্যকে। এরপর ওই বৈরী সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার এক ভারতীয় সহযোগীকে গঙ্গানগর থানার অন্তর্গত দাঙ্গাবাড়ি এলাকা থেকে জালে তুলে পুলিশ।

সহযোগীর নাম রামকৃষ্ণ ত্রিপুরা (২৬) পিতা মোহনদা ত্রিপুরা। বাড়ি গভাছড়া মহকুমার রইস্যাবাড়ি এলাকায়। ধলাই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্লোল রায়ের দেওয়া ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সম্প্রতি গভাছড়া মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকায় পানীয় জলের উৎস তৈরীর কাজ করছে পিআরএস কপোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি ঠিকেদারি সংস্থা। ঐ সংস্থার কর্মকর্তাদের নিকট মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে অজ্ঞাত পরিচয় বৈরীরা। এনএলএফটি বিশ্বমোহন গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য দাবি করে এই চাঁদা মিটিয়ে দিতে বলে। উল্লেখ করা যায় যে চাঁদা

চেয়ে

ধৃত বাংলাদেশি বৈরী সদস্যের নাম

মিঠুন ত্রিপুরা (২৬ ) পিতা জিতেন

ত্রিপুরা। বাড়ি বাংলাদেশের

খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানা

এলাকায়। আর তার ভারতীয়

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। উচ্চ আদালতে মামলা করতে এসে গ্রেফতার হলেন টিএসআর'র অফার বঞ্চিত যুবক-যুবতিরা। সোমবার উচ্চ আদালতের সামনে থেকেই তাদের টেনে-হিঁচড়ে তোলা হয় গাড়িতে। গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় এডিনগর পুলিশ লাইনে। এই যুবক-যুবতিরা বার বার বলেছিলেন তারা রাস্তা অবরোধ বা আন্দোলন করতে আসেননি। এদিন আদালত খুলেছে, তাই মামলা করতে এসেছেন। কিন্তু পুলিশ এবং টিএসআর কারো বক্তব্য শুনতেই নারাজ। টেনে-হিঁচড়ে তোলা হয় গাড়িতে। পুলিশের এই আচরণে প্রচণ্ড ক্ষোভ জানিয়েছেন বঞ্চিত বেকাররা। প্রধানমন্ত্রীর সফরের

নেয়নি বলে জানা গেছে।

সামনেও আগে থেকেই পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়। এর মধ্যেই সকালে টিএসআর'র অফার বঞ্চিত যুবক-যুবতিরা জমায়েত হতে শুরু করেন। উচ্চ আদালতে যাওয়ার মুখেই তাদের বাধা দেয় পুলিশ এবং টিএসআর। সেখান থেকেই তাদের থেফতার করতে চেষ্টা করে টিএসআর এবং পুলিশ। এ নিয়ে তারা পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ জানিয়েছেন। এদিন গাড়ি থেকে নামতেই আরও কয়েকজন বেকারদের গ্রেফতার করে গাড়িতে তুলে নেয় পুলিশ। এদিন মামলা করতে কমলপুর, আমবাসা, বিলোনিয়া, সাব্রুম সহ রাজ্যের বহু

এলাকা থেকে বঞ্চিত বেকাররা

আগরতলায় এসেছিলেন। কিন্তু তাদের গ্রেফতার করে নেয় পুলিশ। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের মার্চ মাসে শুরু হওয়া টিএসআর-এ নিয়োগ র্য়ালি শেষ হতে সময় নেয় গত বছরের ডিসেম্বর মাস পর্যস্ত। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ২০১৯ সালের শুরুতেই টিএসআর'র এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন আরও দুটো ব্যাটেলিয়নে আরও ২২০০ যুবক/যুবতিদের নিয়োগ করা হবে। আইআর ব্যাটেলিয়নের জন্য রাজ্যের বাইরের যুবকরাও নিয়োগের সুযোগ পাবেন। গত বছরের শেষে ১৪৪৩ জনের তালিকা প্রকাশ করে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন। এর পর থেকেই শুরু হয় বিক্ষোভ। সোনামুড়া, কমলাসাগর, বিলোনিয়া সহ কয়েক জায়গায় শাসক দলের পার্টি অফিস

সামনে রাস্তা অবরোধও হয়। এই আন্দোলন চলছে। গোটা রাজ্য থেকেই বঞ্চিতরা আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন। এদিকে, টিএসআর-এ নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল সহ কয়েকটি বিরোধী সংগঠন। নিয়োগের কেলেঙ্কারির অভিযোগ এনে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছে তৃণমূল। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী নিয়োগের অভিযোগগুলি তদন্তকরে দেখার দাবি করেছেন। এসব বক্তব্যের অবশ্য পাল্টা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও। তিনি একটি অনুষ্ঠানে দাবি করেছেন, নিয়োগের দুর্নীতি প্রমাণ করলে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন।

করতে চেয়ে উচ্চ আদালতের

এরপর দুইয়ের পাতায়

# 8

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। ভানু ঘোষ স্মৃতিভবনে সিপিএম ডুকলি মহকুমা কমিটির চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মানিক দে সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। সাংগঠনিক নানা বিষয়গুলো নিয়ে এদিনের সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে। সম্মেলন থেকে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নারায়ণ দেব ফের ডুকলি মহকুমা কমিটির সম্পাদক নিৰ্বাচিত হয়েছেন। সিপিএমের সাংগঠনিক পর্যায়ে এখন সম্মেলন চলছে। বিভাগীয় স্তরের এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যেই নতুন করে বার্তা দিতে চাইছে সিপিএম। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্য সম্মেলন। তার আগে জেলা স্তরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

# ফের সম্পাদক । "বিজেপিকে হারানো যাবে কি যাবে না, তা পরের ব্যাপার"

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,৩ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সরাতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের সোমবারের কথা কার্যত তাই বলছে। "বিজেপিকে হারানো যাবে কি. যাবে না তা পরের ব্যাপার", বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস'র সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। তবে "তৃণমূল শেষ পর্যস্ত লড়ে যাবে। জান দিয়ে লড়বে। তিন মাসে তৃণমূল ত্রিপুরার পুরভোটে দ্বিতীয় জায়গা নিয়েছে। সারা ভারতে এরকম উদাহরণ নেই," তার দাবি। কিন্তু বিপ্লব দেব সরকারের সময় শেষ, এই সরকারের কুশাসন থেকে ২০২৩ সালে রাজ্যকে তৃণমূল উদ্ধার করবেই, তুণমূলের এই 'আশ্বাস' আগে বহুবারই শুনেছেন



মানুষ। আগরতলায় অভিষেক বন্দোপাধ্যায় সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন সোমবারে। বিজেপি থেকে বেশ কয়েকজন বিধায়ক তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগে আছেন। জানুয়ারির বড়জোর ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখ পর্যন্ত লাগতে পারে। এক সাংবাদিকের প্রশোর এই উত্তর সিদ্ধান্তে আসুন। ভোটের এখনও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

দিয়েছেন তিনি। সাংবাদিক কিংবা তৃণমূল সম্পাদক কেউই নাম করেননি কারও, তবে স্পষ্টতই বিদ্রোহী বিধায়কদের কথাই হয়েছে।"কোনও শর্ত নিয়ে আসলে হবে না। কোনও কিছু'র বিনিময়ে মধ্যেই তা সামনে আসবে, হবে না। মাঠে-ময়দানে থাকতে হবে। তাদের বলে দিয়েছি. আপনারা সময় নিন, সময় নিয়ে

৮ দফা দাবিতে ডেপুটেশন

অনেক দেরি আছে।" তিনি বলেছেন। সিপিআই(এম)-র বিধায়কও 'নিশ্চিতভাবেই' যোগাযোগ করেছেন। থেটোর তিপ্রাল্যান্ড কিংবা তিপ্রাল্যান্ড'র দাবি তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন করে না। তার

ত্রিপুরায় বিজেপি সন্ত্রাস কায়েম করেছে, ছোট ছোট বাচ্চারাও আক্রমণের শিকার হচেছ, বিরোধীদের অস্বীকার করতে চাইছে তারা। সিপিআই(এম) আমলে এমন ছিল না। ২০১৬ সালেও তিনি এসেছিলেন, তখন দেখেছেন। আবার তিনিই বলেছেন, সিপিআই(এম) এখানে ২৫ বছরে, পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরে খুন-সন্ত্রাস'র ধারা তৈরি করেছিল, সেটাই চলছে। তণমল কংগ্রেস ত্রিপরায় গত আগস্ট থেকে প্রধান বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে, সিপিআই(এম) কিংবা কংগ্রেস কবে বিজেপি'র বিরুদ্ধে নামবে, ছিল, কিন্তু নীরব। তৃণমূলই প্রধান বিরোধী এই রাজ্যে, "তৃণমূল ছাড়া সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেস আক্রান্ত হচ্ছে না, হচ্ছে কেবল তণমল।" অভিষেক ব্যানাৰ্জী বলেছেন।

তৃণমূল কংখেস অন্যদলের বিধায়ক নিজের দলে এনে সরকার ফেলে না, কারণ পাঁচ বছরের জন্য মান্য তাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। কংগ্রেসকে শেষ করে দেয়ার জন্য তৃণমূল কিছু করছে না, আর তাই বিজেপি বিরোধী ভোট যেন না ভাগ হয়, তাই তারা উত্তরপ্রদেশে কিংবা পাঞ্জাবে ভোটে লড়ছে না। কংগ্রেসকে শেষ করতে হলে, টিএমসি সেখানে লড়ত। তুণমূল সাংসদ বলেছেন, " সময় লাগবে না, কংগ্রেস দলটাই উঠে যাবে। সেটা করছি না। কংগ্রেসকে ভাগ করা তৃণমূলের লক্ষ্য নয়। কংগ্রেস

তৃণমূল আর কতদিন সেই অপেক্ষা করবে!" মেঘালয়ে, গোয়ায় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে বিধায়কদের যোগদান থাকলেও, সেটা দল ভাঙিয়ে নয়, "স্বেচ্ছায় সেসব বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন, কেউ স্বেচ্ছায় এলে, না করা যায় না"। আরএসএস ঘনিষ্ঠ সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকায় মোদি-মমতা বোঝাপড়ার কথা লেখা হয়েছে। মোদি, মমতাকে দিয়ে কংগ্রেস দলকে শেষ করিয়ে দিচছেন, সেটাই ছিল মূল বক্তব্য। কাগজটির সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটে বিজেপি'র প্রার্থী ছিলেন। মোদি-মমতা সমদ্ধে অভিষেকের বক্তব্য, মান্যকে বিভ্রান্ত করার জন্য এমন করা হচ্ছে। বিজেপি'র সাথে

# নিগমের দ্বারস্থ ফেডারেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের কাছে একটি স্থায়ী অফিস করার জন্য বিপণি বিতানে 'সুযোগ' করে দিতে দাবি জানালো জ্যাকশন গেটস্থিত ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। ফেডারেশনের মহাসচিব সমর রায়, সভাপতি শান্তিরঞ্জন দেবনাথ সহ অন্যান্যরা গোটা বিষয়টি নিয়ে মেয়রের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। ফেডারেশনের তরফে সমর রায় মেয়রকে অবগত করেন যে, বামেদের টানা ২৫ বছরে এরাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের স্বার্থে ফেডারেশন লড়াই সংগ্রাম সংগঠিত করেছে। তাছাড়া ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই ফেডারেশন ভূমিকা পালন করেছে। ফেডারেশনের তরফে মেয়রের কাছে দাবি জানানো হয়, উজ্জয়ন্ত কিংবা শিশু উদ্যান বিপণি বিতান কমপ্লেক্সে তাদের ফেডারেশন অফিস করার জন্য যেন ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। মেয়রকে ফেডারেশন নেতৃত্ব আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেয়, ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে সরকার পরিবর্তনের ডাক দিয়ে অভিযাত্রা সংগঠিত করেছে ফেডারেশন। শুধু তাই নয়, বামফ্রন্ট সরকারের কর্মচারী বিরোধী কথাগুলো শিক্ষক কর্মচারী স্বাধীনতা প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ মহলে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ফেডারেশন ও ভারতের গৌরবময় ভূমিকা নেতৃত্ব ভূমিকা পালন করেছে। এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াতা সরকার পরিবর্তনে তার ইতিবাচক ইন্দিরা গান্ধির অসামান্য অবদান প্রভাব পড়েছে। সামগ্রিক বিষয়গুলো স্মরণে মননে রেখে ১০ দিনব্যাপী তুলে ধরে ফেডারেশন নেতৃত্ব মেয়রকে বলেছেন, বাম আমলে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য আশ্রয় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে উজ্জয়ন্ত মার্কেটে স্থায়ী ব্যবস্থা করে এই মেলার আয়োজন করা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে হয়েছে। সাংবাদিক সহ ফেডারেশনকে যেন বিপণি বিতানে সুযোগ করে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত গত ৩১ ডিসেম্বর 'জবরদখল'র কারণে ফেডারেশনের বর্তমান অফিসটি ভেঙে দিয়েছে পুর নিগম। যদিও এ ভবনটি আরও একজনের নামে রয়েছে। ২০১৭ সালে এ ভবনেই ফেডারেশন তাদের অফিস ঘর বানিয়ে সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনা করেছে।এসব বিষয়গুলো তুলে ধরার পাশাপাশি উজ্জয়ন্ত ও শিশু উদ্যান বিপণি বিতানের কমপ্লেক্সে তাদের অফিস গড়ার ব্যবস্থা করে দিতে

# যোগবায়

জানুয়ারি।। ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে লক্ষ্মণসিংমডা নিম্ন বনিয়াদি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় যোগ ব্যায়াম শিবির এবং বৃক্ষ সূজন কর্মসূচি।

**প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৩** বিদ্যালয় পরিদর্শক সুদীপ সরকার। এছাডাও উপস্থিত ছিলেন টিচার ইনচার্জ শুভজিৎ গুপ্ত এবং অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের



আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন **à8**b৫0**৩**২0b8

# আজকের দিনটি কেমন যাবে

অবসান থেকে কিছুটা

নিৰ্বাঞ্জাটে কাটবে

আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল নির্দেশ

করছে। সাফল্যের পথে কোনও

বাধা থাকবে না। শত্ৰু হ্ৰাস পাবে।

বৃশ্চিক: শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন

েওয়া দরকার।

🚵 আছে দিনটিতে। তাই

চলাফেরায় সতর্ক থাকতে হবে।

শুভ শত্রুতা সমস্যা সৃষ্টি করতে

পারে। চাকরিজীবী এবং

ব্যবসায়ীদের উপার্জন ভাগ্য শুভ।

তবে ব্যবসায় নানান সমস্যায়

সম্মুখীন হতে হবে। মাথা ঠাভা

রেখে চলতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর

স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগে থাকতে হবে।

জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। ্নাদের মানসিক ভেণ্

💯 পরিবারে শান্তি বজায়

থাকবে। তবে আত্মীয় গোলযোগ

সৃষ্টি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে

সতর্কতার সঙ্গে চলবেন।

ব্যবসায়ীদেরও সাবধানতা

মকর : দিনটিতে মাথা ঠাভা

রেখে চলবেন। কর্মকেত্রে

উপরওয়ালা ও সহকর্মীদের সঙ্গে

্রতি আর্থিক দিনটা খারাপ নয়। তবে ব্যয় পরিহার করুন।

বিশেষ করে অযথা ব্যয় করবেন

কুম্ভ: স্বাস্থ্য ও মানসিক দিকও

পরিবেশকে আনন্দদায়ক থাকবে।

কর্মক্ষেত্রে সামান্য ঝামেলা হতে

পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা খারাপ

পরি বেশ

থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো যাবে।

কোনো সমস্যা দেখা দেবে না

পারিবারিক শাস্তি বজায় থাকবে

বন্ধু -বান্ধবদের কাছ থেকে একটু

দূরে থাকবেন। দিনটিতে মনের

শান্তি বিঘ্ন হবে না। ব্যবসায়ীদের

মীন : দিনটিতে

কম ক্ষেত্ৰে অনুকূল

বজায়

ভালোই যাবে। বন্ধু

থেকে উপকৃত হতে

পারেন। পারিবারিক

💳 মিলে মিশে চলুন।

অবলম্বন করে চলতে হবে।

দিনটিতে

যাবে।

সম্মানহানির সম্ভাবনা

গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

গরম করে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। ক্রোধের বশে লাকদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবেন না। চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। বাহু ও উরুতে আঘাত লাগার প্রবণতা বেশি। **l** ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ |

হলেও নানা সমস্যা দেখা দেবে। | বৃষ : দীর্ঘদিনের পুরনো শারীরিক | সমস্যা নতুন করে সমস্যা 🖣 সৃষ্টি করতে পারে। প্রতি । ... একাধিক শুভ যোগাযোগ আসবে, যা উপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগের প্রবণতা সমস্যায় ফেলতে পারে। ব্যবসায়ীদেরও

চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভই। 🛭 **মিথুন :** দিনটিতে এই রাশির | জাতক - জাতিকাদের উপার্জন ভাগ্য শুভ।তবে রাগ জেদ দমন করা দরকার। ব্যবসাস্থান শুভ। গৃহস্থান শুভ থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হবে

না। স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে সহযোগী

মনোভাব থাকবে।

🕳 কৰ্কট : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল 🐝 মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক ভাগ্য 👃 মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে।

**সিংহ : শ**রীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায় দিনিটিতে। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

**কন্যা: শ**রীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। তবে মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। <del>কর্মস্থলে</del> কিছুটা ঝামেলা থাকবে। আর্থিকি ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রু পক্ষ অশান্তি সৃষ্টি করবে। মামলা মোকদ্দমায় না যাওয়াই ভালো। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে

তুলা : দিনটিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। মানসিক । জন্য দিনটি ততটা শুভ নয়।

প্রাণবন্ত উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।



মহকুমাশাসককে দেওয়া দাবি সনদে উল্লেখ করা হয়েছে নেতাজিনগর খোয়াই ব্রিজ সংলগ্ন আবর্জনার ডাম্পিং স্টেশন এবং পুর পরিষদের ৭ নং ওয়ার্ডের শান্তিনগর এলাকার ডাম্পিং স্টেশন অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। তেলিয়ামুড়া বাজার এলাকার রাস্তাগুলো উঁচু করার পাশাপাশি রাস্তার

পাশে আরসিসি কভার ড্রেন নির্মাণ করতে হবে। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডের রাস্তা সংস্কার এবং পাকা ডেুনগুলিকেও সংস্কার করার দাবি জানান তারা। মহকুমাশাসক তাদের দাবি জানতে পেরে বিষয়টি নিয়ে ঊধর্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে





প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, হয়েছে, সুস্মিতা ও সৌরভকে কলকাতা, ৩ জানুয়ারি।। গোয়ায় বিধানসভা ভোটের আগে সাংগঠনিক স্তবে বড় ঘোষণা তৃণমূলের। কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে আগেই সৈকত-রাজ্যে প্রধান সেনাপতি করে পাঠিয়েছিল জোড়াফুল শিবির। এ বার ওই রাজ্যে সাংগঠনিক দায়িত্বে পাঠানো হল তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সুস্মিতা দেবকেও। সুস্মিতার সঙ্গে একই দায়িত্ব পেয়েছেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সৌরভ ত্রিপুরায় তৃণমূলের সাংগঠনিক চক্রবর্তীও। সোমবার রাতে একটি প্রেস-বিবৃতি প্রকাশ করে জানানো

গোয়ার সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পরই বাংলার বাইরে ত্রিপুরা এবং গোয়ার দিকে নজর দিয়েছে তৃণমূল। দু'টি রাজ্যই বিজেপি শাসিত। ৪০ বিধানসভা আসনের গোয়াতে ফেব্রুয়ারি-মার্চের মধ্যে ভোট। তা নজরে রেখেই সুস্মিতা ও সৌরভকে পাঠানো হল ওই রাজ্যে। বর্তমানে দায়িত্বে রয়েছেন সুস্মিতা। গত বছর এরপর দুইয়ের পাতায়

# রামঠাকুর আশ্রমে বাৎসরিক উৎসব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **উদয়পুর, ৩ জানুয়ারি।।** সোমবার সন্ধ্যায় গঙ্গা আনয়নের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উদয়পুরের চন্দ্রপুর রামঠাকুর সেবাশ্রমের বাৎসরিক উৎসবের।

উৎসব। শুক্রবার দুপুর ২টা থেকে কমিটির সম্পাদক দীপঙ্কর বৈদ্য।

রাত ৮টা পর্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের কীর্তনিয়া দলগুলি উৎসবে হরিনাম সংকীর্তন পরিবেশন করবেন। ৫দিন ব্যাপী উৎসবে সবার আগামী শনিবার পর্যন্ত চলবে উপস্থিতি কামনা করেছেন আশ্রম

# কথা বলার আশ্বাস দেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ জানুয়ারি।। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও হতে চলেছে দু'দিনব্যাপী পৌষ সংক্রান্তি মেলা। তেলিয়ামুড়া মহকুমাধীন চাকমাঘাট ব্যারেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিতব্য দু'দিনব্যাপী তীর্থ ও পৌষ সংক্রান্তি মেলার প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় সোমবার। তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির হলগৃহে আয়োজিত এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার সহ-সভাপতি হরি শংকর পাল, তেলিয়ামুড়া ব্লক চেয়ারম্যান যমুনা দাস, ভাইস চেয়ারম্যান অপু গোপ, মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের পুর পিতা রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া মহকুমাশাসক-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিনের এই সভাতে মেলার আয়োজন নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়। ১৯৯৯ সালে এই তীর্থ ও পৌষ সংক্রান্তির মেলার শুভ সূচনা হয়। দীর্ঘ প্রায় দু'দশক ধরে এই মেলা হয়ে আসছে চাকমাঘাট ব্যারেজ প্রাঙ্গণে। এই মেলাতে জাতি-জনজাতি সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মেলবন্ধনে দীর্ঘ দু'দশক ধরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সারারাতব্যাপী চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই মেলাতে হাজার হাজার পুণ্যার্থীরা পূর্বপুরুষদের পিগুদান-সহ তর্পণের উদ্দেশ্যে আসেন। এই মেলাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসেন। এ বছরও

মেলার আয়োজন করা হবে।

# প্রস্তুতি সভাতে আলোচনা করা হয় বিগত দিনগুলোর ন্যায় এই বছর এ

দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি

সরকারকে। বিএসএনএলকে পুনর্জীবিত করে সরকারকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আগরতলার বটতলায় সংগঠিত কর্মসূচি থেকে এই বিষয়গুলো তুলে ধরেন এআইডিওয়াইও রাজ্য সভাপতি ভবতোষ দে সহ অন্যান্যরা। টেলি ব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত না করে সরকারি ব্যবস্থাকে আরও বেশিগ্রহণযোগ্য করার এদিনের কর্মসূচি থেকে দাবি জানানো হয়। তার পাশাপাশি রিচার্জের দাম কমাতে

সংগঠনের তরফে দাবি জানানো হয়েছে। তাছাড়া বেসরকারি টেলি ব্যবস্থায় প্রিপেড চার্জ বর্ধিত মূল্য

#### ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার

#### প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৩৯৪ এর উত্তর 4 3 2 6 8 9 1 7 5 7 6 1 4 2 5 3 9 8 5 8 9 7 1 3 6 2 4 6 9 5 3 7 8 4 1 2 1 2 3 9 5 4 8 6 7 8 7 4 1 6 2 5 3 9 9 4 8 2 3 1 7 5 6

3 5 7 8 9 6 2 4 1

2 1 6 5 4 7 9 8 3

5		8				7		6
	2		9				3	
3	4	1		6		8		
	7	5	8			3		2
2	8	4	1		3		6	5
1	3		5		9	4	7	8
4		3			2			
7		9	6			2	4	
8				1		6		7

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৯৫



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। বিজেপি আরও অনেকে এদিন তৃণমূলে **আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। নে**তা অর্জুন ত্রিপুরা, সুব্রত ত্রিপুরা, জোলাইবাড়ি এলাকায় ১১ অমিত ত্রিপুরা, সিপিএম নেতা পরিবারের ৩৮ জন ভোটার কানু মজুমদার, কমল হোসেন সহ

যোগ দেন। তাদের বরণ করে নেন তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক।

# প্রধানমন্ত্রীকে অতীত স্মরণ করালেন বীরজিৎ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রতিবেশী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। ৪ জানুয়ারি রাজ্য সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। এ আয়োজনে আমন্ত্রণ পেয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। তবে তিনি বলেছেন, আজ থেকে ৪ বছর আগে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এসেছিলেন। বীরজিৎ সিনহার ভাষায় প্রধানমন্ত্রী গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে এই প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি রক্ষা করতে পারেননি বলে অভিযোগ করেন বীরজিৎ সিনহা। তাই প্রধানমন্ত্রী সফরের প্রাক্কালে অতীতের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পুরণের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে রাখলেন বীরজিৎ সিনহা। কংগ্রেস ভবনে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি কথা বলছিলেন। প্রসঙ্গত, কৈলাসহরে যে সংহতি মেলার আয়োজন চলছে সে মেলার বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চাইলেন তিনি।

বিশিষ্টজনদের সম্মানিত করার পাশাপাশি এই মেলার মাধ্যমে সংহতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘ বছর ধরে চলে আসা এই মেলার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন বীরজিৎ সিনহা। সাংবাদিক সম্মেলনে সুব্রত সিং সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংহতি মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বীরজিৎ সিনহা জানিয়েছেন,

খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ 7085917851

# ধর্যকের শাস্তি চেয়ে ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ জানুয়ারি।। নাবালিকা ধর্ষণের অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে এবিভিপি। সোমবার অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে তেলিয়ামুড়া থানায় ডেপুটেশন প্রদান করে এবিভিপি'র তেলিয়ামুড়া নগর শাখা। এদিন সন্ধ্যায় সংগঠনের প্রতিনিধি দল ওসি'র সাথে দেখা করে ডেপুটেশনের প্রতিলিপি তুলে ধরেন। তাদের দাবি অভিযুক্ত প্রাণেশ রুদ্রপালের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন। উল্লেখ্য,



এক ছাত্রী স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে নির্যাতনের শিকার হয়। ছাত্রীকে জোরপূর্বক জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে

প্রথম দিন তেলিয়ামুড়ার সপ্তম শ্রেণির নির্যাতন চালায় প্রাণেশ রুদ্রপাল এমনটাই অভিযোগ, নিৰ্যাতিতা ছাত্ৰী ও তার পরিবারের। ওই দিন রাতেই ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছিল।

# **ଏସ**ଥର୍ବ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। বর্তমান সময়ে মোবাইল তথা টেলিফোন পরিষেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করোনা পরিস্থিতিতে মোবাইলের ডাটা ব্যবহারের পরিমাণের সংখ্যাও বেড়েছে। কোভিড পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সংকটের মুখোমুখি। এই অবস্থায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিএসএনএল টেলি ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও বেশি সহজলভ্যভাবে পৌঁছে

গত শনিবার অর্থাৎ ইংরেজি নববর্ষের

ট্রাইকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে জানানো হয়েছে।

প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। সংগঠন নেতৃত্ব মনে করেন, অত্যাবশ্যকীয় টেলি পরিষেবা ক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এই উদ্যোগ বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। এদিনের কর্মসূচি থেকে সরকারি টেলি ব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দাবি

# দিনের আলোতে হাসপাতালের সামগ্রী পাচার!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সামগ্রী গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া একের পর এক সামগ্রী তুলে নেওয়া বিলোনিয়া, ৩ জানুয়ারি।। গাড়ি ভর্তি করে মহকুমা হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যায় একাংশ লোকজন। হাসপাতালের কর্মচারীরা এতে বাধা দিলেও একাংশ চিকিৎসক সেখানে উপস্থিত থাকলেও ছিলেন নীরব ভূমিকায়। ছুটির দিনে এভাবে হাসপাতাল থেকে আসবাবপত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামগ্রী গাড়ি ভর্তি করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে হাজারো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিষয়টি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের গোচরে আসার পর তিনি নিজে হাসপাতালে ছুটে আসেন। তড়িঘড়ি তদন্তের নির্দেশ জারি করেন তিনি। বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের সামগ্রী এভাবে দিনের আলোতে নিয়ে যাওয়ার পেছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে তা এখনও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়নি। খোদ দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জগদীশ নমঃ জানিয়েছেন কি কি

রেগার কাজে

মহিলাদের প্রশিক্ষণ

জবাব দিতে পারেননি এসডিএমও। তাই প্রশ্ন উঠছে, এ ঘটনায় যদি এসডিএমও'র কোনো গাফিলতি

হয়েছে সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো হয়। এমনকী হাস পাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরাও গাডির সাথে আসা লোকজনকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেননি।



ধরা পড়ে তাহলে তার বিরুদ্ধে কড়া কেউই বলতে পারেননি কোথায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ? গোটা ঘটনাটি নিয়ে জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক নিজেও অবাক হয়েছেন। রবিবার ছুটির দিন হাস পাতাল জনমানবশুন্য

সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা সত্যজিৎ পাল নামে একজনকে সেখানে দেখতে পান।

দেখান। কিন্তু এ বিষয়ে এসডিএমও বিমল কলইকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কিছুই বলতে পারেননি। কবে ওই সব সামগ্রীর নিলামের টেভার হয়েছিল, কি কি সামগ্রী গাড়ি করে নেওয়া হচ্ছে কিছুই বলেননি তিনি। স্বাভাবিকভাবে হাসপাতাল জুডে গুঞ্জন চলছে একাংশ চিকিৎসকের সহযোগিতায় বিভিন্ন সামগ্রী পাচার করা হয়েছে। ঘটনা জানতে পেরে মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক এসডিএম'র সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তিনিও কোনো উত্তর পাননি। এদিকে সোমবার হাসপাতাল কর্মী রাকেশ দে এবং ডা. মৃত্যুঞ্জয় বণিককে এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা প্রশ্ন করলে তারা জানিয়ে দেন তারা কিছুই বলবেন না। যা কিছু বলার এসডিএম'ও বলবেন। এখন সবাই অপেক্ষায় আছেন কবে গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হয়। আর সেই তদন্তে কি

# তিনি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কার্যালয়ের সামনে লরি দাঁড় করিয়ে আর্যু বেদিক চিকিৎসক মৃত্যুঞ্জয় বেরিয়ে আসে তা দেখার জন্য। তাণ্ডবে আতঙ্কে ব্যবসায়ার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ জান্যারি।। বিলোনিয়া ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের তাণ্ডবে আতঙ্কে রয়েছে ব্যবসায়ীরা। উদ্যোগে পঞ্চায়েত সমিতির রাতের আঁধারে দুষ্কৃতিরা দোকানের হলঘরে সরকারের সিদ্ধান্তকে উপর পেট্রোল, মবিল ঢেলে দিচ্ছে। কোথাও আবার দোকানের সামনে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে রেগার কাজে মহিলাদের যুক্ত করার কর্মসূচি থেকে লাইট চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। হাতে নেওয়া হয়। সোমবার থেকে ফলে একপ্রকার আতঙ্কে রয়েছে ৭দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। ব্যবসায়ীরা। কখন আবার আগুন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন লাগিয়ে দেয় এই চিন্তায় ভুগছে পুতুল পাল বিশ্বাস জানান, প্রত্যেক তারা। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন পঞ্চায়েত থেকে দু'জন করে জাঙ্গালিয়া এলাকায়। সোমবার মহিলাকে রেগার কাজের জন্য সকালে ব্যবসায়ীরা সংবাদমাধ্যমের নিয়োগ করা হবে। তাই তাদেরকে মুখোমুখি হয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে প্রশিক্ষিত করার কর্মসূচি শুরু হয়। তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। এক প্রশিক্ষণ শেষে তাদের পরীক্ষা ব্যবসায়ী জানান, গত কয়েকদিন নেওয়া হবে। যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ধরে তার দোকানের উপর রাতের হবেন তাদেরকে পঞ্চায়েতে রেগার আঁধারে দৃস্কৃতিরা পচা ডিম ছুড়ে কাজের জন্য নিয়োগ করা হবে। ওই দিয়ে যাচেছ। কোনদিন আবার ব্লকের ১৩টি পঞ্চায়েতের জন্য ২৬ বিয়ারের বোতল-সহ আবর্জনার

বিশালগড়, ৩ জানুয়ারি।। দুষ্কৃতিদের দোকানের লাইট চুরি করে নিয়ে এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাওয়ার পাশাপাশি তার দোকান সহ জনৈক ব্যবসায়ী। তার পাশেই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী এক ঢেলে দেয়। সকালে দোকানে এসে মালিকের বাড়ির সামনেও আরও প্রচুর দোকান। যদি কোন



একইভাবে মদের বোতল ফেলে যাচ্ছে। রবিবার রাতে তার পুরো দোকানে মবিল এবং পেট্রোল ঢেলে দেয়। ব্যবসায়ীর আশঙ্কা, কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। যদিও হয়তো আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবসায়ীরা বিশালগড় থানার দ্বারস্থ

বিপদ ঘটে তাহলে রক্ষা পাবে না পেছনের বাড়িঘরও। তাই দাবি জানাচ্ছে বিশালগড় থানার পুলিশ

### জনকে বাছাই করা হবে। স্তুপ তার দোকানের দরজার সামনে উদ্দেশ্যেই এই মবিল, পেট্রোল হবেন বলে জানিয়েছেন। চোখের জলে বিদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ভিড় উপচে পড়ে। কানার রোল পড়ে যায় তাদের গাড়ি। **চড়িলাম, ৩ জানুয়ারি।।** কাছাকাছি এলাকার দুই যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন ছেচড়িমাই এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে। গত রবিবার লংতরাইভ্যালি মহকুমায় ৫ যুবক ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হন। তাদের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে। দুর্ভাগ্যবশত নিহত মিঠন রুদ্রপাল এবং রুবেল মিয়ার বাড়ি ছেচড়িমাই এলাকায়। দু'জনের বাডি খব বেশি দূরত্বে নয়। স্বাভাবিকভাবে এদিন গাড়ি নিয়ে জম্পুইহিল থেকে বাড়ি

পড়ে যায় গোটা গ্রামে। ৫ জন যুবক ঘটনাস্থলেই মিঠন এবং রুবেলের



দু'জনের মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনাথস্ত চালক। নিজের কেনা গাড়ি আসার পর গোটা এলাকার মানুষের হয়েছিলেন। প্রায় দেড়শ ফুট নিচে চালাতেন তিনি। অপর দিকে

মৃত্যু হয়। মিঠন পেশায় গাড়ি

রুবেল বাইক মেকানিকের কাজ করতেন। মিঠন রুদ্রপালের বাড়ি ছেচডিমাই এলাকায় এবং রুবেলের বাড়ি ননজলা এলাকায়। এদিন ময়নাতদন্তের পর দু'জনের মৃতদেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মিঠন এবং রুবেলকে শেষবারের মত দেখার জন্য তাদের আত্মীয়পরিজন এবং এলাকাবাসী এসে ভিড় জমান। দেখতে দেখতে এলাকার পরিবেশ ভারি হয়ে উঠে। দু'জনের পরিজনরা এখনও মেনে নিতে পারছেন না তাদের প্রিয়জন আর কোনো দিন ফিরে আসবে না।

শুঁকি নিয়ে

বসবাস করছেন

জওয়ানরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

**অমরপুর, ৩ জানুয়ারি।।** জীবনের

ঝুঁকি নিয়ে দিনরাত কর্তব্য পালন

করছেন টিএসআর জওয়ানরা।

রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র ডম্বুর

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। সেখানে

কর্তব্যরত টিএসআর জওয়ানরা

বসবাস করেন বাঁধের পাশের একটি

পরিত্যক্ত ঘরে। দূর থেকে দেখলে

মনে হবে সেই ঘরটি অনেক আগেই

ড্যামেজ হয়ে গেছে। তাই প্রশ্ন দেখা

দিয়েছে সেই ঘরে কিভাবে

টিএসআর জওয়ানদের থাকার

ব্যবস্থা করা হল ? স্থানীয়দের বক্তব্য

ওই ঘরটিতে যেকোনো সময়

বড়সড় বিপত্তি ঘটতে পারে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় এলাকাটি

এতই দূরে যে, সেখানে মোবাইলের

নেটওয়ার্ক নেই। সেখানে আজ

পর্যন্ত মোবাইলের টাওয়ার বসানো

হয়নি। যে কারণে সেখানে

কর্তব্যরত জওয়ানরা কারোর সাথেই

ফোনে কথা বলতে পারেন না।

কোনো দুর্ঘটনা ঘটলেও সেই

সম্পর্কে খবর দেওয়ার মত সুযোগ

নেই তাদের কাছে। স্বাভাবিক

কারণে জওয়ানদের মধ্যেও এ নিয়ে

ক্ষোভ 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

## NIT NO: e-PT-62/EE/RDAD/2021-22 Dt. 01/01/2022

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites e-tender (two bid) in PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 21/01/2021 for Const of (1) Teachers' Training SCERT Hostel at Agartala and (2) 10 Bedded PHC (Ground Floor) at Borakha, Jirania. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website

ICA-C-3230-21

ICA-C-3224-21

Sd/- Illegible **Executive Engineer** RD Agartala Division

Gurkhabasti, Agartala

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD (R&B), Khowai, Tripura invites e-tender against Press NIeT No. 28/EE/PWD/KHW/2021-22 Date - 30-12-2021

- 1						
	SI. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	
		DNIT No. CE(Buildings) PWD/DNIT/ACE/ Project Unit/50/2021-22	Rs. 7,16,73,536.59	Rs. 7.16.735.00	18 (eigh- teen) months	

All details DNIT can be seen in the office of the undersigned during office hours from 01-01-2022 to 28-01-2022 up to 15.00Hrs.

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in & pwdkhw@gmail.com

Sd/- Illegible **Executive Engineer** Khowai Division, PWD(R&B) Khowai, Tripura.

#### PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No. 11 /PNIeT/EE/WRD-VII/PTL/2021 -22, dt.29-12-2021.

The Executive Engineer, Water Resource Division No.-VII, Pecharthal, Unakoti, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura' invites e-Tender (F/TRI/7) from Central & State, Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 27-01-2022 for the following works. (i) D.N.I.e-T. No. 17/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (ii) D.N.I.e-T. No- 18/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (iii) D.N.I.e-T. No- 19/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (iv) D.N.I.e-T. No- 20/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (v) D.N.I.e-T. No- 21/EE/WRD-VII/PTL/ 2021-22, (vi) D.N.I.e-T. No-22/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (vii) D.N.I.e-T. No-23/EE/WRD-VII/ PTL/2021-22, (viii) D.N.I.e-T. No- 24/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (ix) D.N.I.e-T. No- 25/ EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (x) D.N.I.e-T. No- 26/EE/WRD-VII/PTL/2021-22, (xi) D.N.I.e-T. No- 27/EE/WRD-VII/PTL/2021-22 & (xii) D.N.I.e-T. No- 28/EE/WRD-VII/PTL/2021-22. Last date and time for document downloading and bidding up to 3.00 P.M. on 27-01-2022 and Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs. on 27-01-2022 if possible

The notice in details can also be seen at website <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a> FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

Sd/- Illegible (Er. D. Debbarma)

ICA-C-3218-21

**Executive Engineer** Water Resource Division No - VII Pecharthal, Unakoti, Tripura

# গৰু বোঝাই গাড়ি আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **ফটিকরায়, ৩ জানুয়ারি।।** সোমবার সাপ্তাহিক হাট ছিল ফটিকরায় বাজারে। এদিন ফটিকরায় থানার পুলিশ আগরতলাগামী সড়কের শিমূলতলা এলাকায় তিনটি গরু বোঝাই গাড়ি আটক করে। গাড়ির চালককেও আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী সময় আটককৃত গাড়ি থেকে জরিমানা আদায় করা হয় বলে খবর। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সেই গরু পাচারের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কিনা?

# বালি মাফিয়াদের কল্যাণে লাটে পঠনপাঠন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ জানুয়ারি।। শিক্ষা ব্যবস্থার হাল হকিকত সম্পর্কে রাজ্যবাসী অবগত রয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতা সহ একাধিক নানা সমস্যায় জর্জরিত রাজ্যের একাংশ স্কুলগুলি। এরইমধ্যে একাংশ বালি মাফিয়াদের কল্যাণে বিদ্যালয়ের পড়াশোনা লাটে উঠেছে। ফলে বিদ্যালয়ে এসেও ছাত্র-ছাত্রীরা পঠনপাঠন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার গোপিনগর উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিঠু দাস এই অভিযোগ জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের পাশেই একটি নদী রয়েছে। অভিযোগ, নদী থেকে অবৈধভাবে দীর্ঘদিন ধরেই বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। এরফলে যেমন নদীর পাশে থাকা বাড়িঘরের মানুষ বিপদের মুখে পড়ে রয়েছে তেমনি সবচাইতে বিপদে পড়েছে বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। যে অভিভাবকরা তাদের সস্তানের ভবিষ্যত গড়ার জন্য স্কুলে পাঠিয়েছে আর তারাই বালির মেশিনের শব্দের জন্য ঠিকমতো পাঠ নিতে পারছেনা বিদ্যালয় থেকে। মন্ডল সভাপতি, প্রধান, পরিচালন কমিটিকে নিয়ে বিদ্যালয়ে সভার আয়োজন করা হয়েছিল এই ঘটনা নিয়ে। তখন সিদ্ধান্ত হয় সেখান থেকে বালির মেশিন সরিয়ে নেওয়া হবে। অভিযোগ, কয়েকদিন বন্ধ রাখলেও পুনরায় শুরু করে দেয় বালি উত্তোলন। এই ব্যাপারটি যে বিশালগড় মহকুমার বন আধিকারিক থেকে কর্মীরা জানেন না তেমনটাও নয়। সূত্রের খবর টাকার গন্ধে বন কর্মীরা চুপ হয়ে গিয়েছে। সোমবার দুপুরেও গোপিনগর উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এই । পাচারকারীদের বাড়বাড়স্ত। সূত্র গেছে, মোট ১৩টি বিওপিতে চালিয়ে যাচ্ছেন। যাতে কোনো

# দলের পঞ্চায়েত সদস্যও। এদিনের <u>অবরোধকারীদের বোঝানোর চে</u>ষ্ট করলেও তা কাজ হয়নি। বরং তিনি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, **৩ জানুয়ারি।।** পানীয় জলের দাবিতে আবারও পথ অবরোধ করে প্রমীলা বাহিনী। এবার ঘটনা সাব্রুম-মনুঘাট সড়কে। সাতচাঁদ ব্লুকের ডোলবাড়ি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হরিনাটিলা এলাকার মহিলারা অভিযোগ করেন, গত ১৫ দিন ধরে জলের সংকট চলছে। এদিন সকাল ৮টা থেকে মহিলারা রাস্তা অবরোধ করে বসেন। যার ফলে যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। তাদের অভিযোগ, গাড়ি করে দু'একদিন পানীয় জল সরবরাহ করা হলেও তাতে বিশেষ কোনো কাজ হচ্ছে না। অর্থাৎ যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন, তা গাড়ি করে সরবরাহ করা হচ্ছে না। মহিলারা চাইছেন যেকোনো উপায়ে তাদের এলাকায় যেন জল সরবরাহ করা হয়। ওই এলাকায় প্রায় দেড়শ পরিবারের বসবাস। বহুবার পঞ্চায়েত কর্তু পক্ষকে জানানোর পরও সমস্যার সুরাহা হয়নি। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় এদিনের আন্দোলনে শামিল হন শাসক

আন্দোলনে পঞ্চায়েতের একাধিক সদস্যকে শামিল হতে দেখা যায়। ক্ষোভের মুখে পড়েন। তাই বাধ্য স্বাভাবিক কারণে এদিনের হয়ে মন্ডল নেতাকে সেখান থেকে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এলাকার

অবরোধকারীরা জানান, প্রধান এবং উপপ্রধানকে জানিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না। তাই তারা রাস্তা অবরোধ করেছেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত পানীয় জলের সমস্যার সমাধান না হচ্ছে আন্দোলন চলতে তারাও কি করতে পারেন। এখন থাকবে। এদিকে অবরোধের খবর দেখার মহিলাদের আন্দোলনের পেয়ে সাব্রুমের এক মন্ডল নেতা পর এলাকার জলের সমস্যার

পরিস্থিতি ছিল কিছুটা উত্তপ্ত। সূত্রেখবর।পুলিশএবংডিডব্লিউএস

পালিয়ে আসতে হয় বলে স্থানীয়

দফতরের আধিকারিকরা ছুটে গেলেও অবরোধ প্রত্যাহার করতে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। মহিলারা এদিনের আন্দোলনে দেখিয়ে দিয়েছেন প্রয়োজনে অবরোধস্থলে ছুটে আসেন। তিনি সমাধান হয় কিনা।

রয়েছে। বিশালগড় কমলাসাগর

পাচারকারীদের করিডোর। তা

প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অফিসারদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জেলার সীমান্ত এলাকাগুলি বক্সনগর/কদমতলা/বিলোনিয়া, ৩ **জানুয়ারি।।** ঘন কুয়াশায় ঢাকা রাতেও কর্তব্যে অবিচল সীমান্তরক্ষীরা। দেশ সেবায় নিয়োজিত সীমান্তরক্ষীরা প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে ঘন কুয়াশায় ঢাকা এলাকাগুলিতে কর্তব্য পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কথায় আছে

নজরেও আছে। গত দু'মাস ধরে সোনামুড়া সীমান্তের ১৫০ নং ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ জওয়ানরা আসার পর থেকেই পাচারকারীরা বেকাদায় পড়ে গেছে। কিছু কিছু জায়গায় পাচারকারীরা দুঃসাহসে পাচার করতে গেলেও তা ধরা পড়ে



বছর মাঘ মাস আসার আগেই শীতে থর থর গ্রাম্য এলাকাগুলি। সাধারণ নাগরিকদের কথা চিন্তা করে সীমান্ত বাহিনীর জওয়ানরা প্রচন্ড শীত ও কুয়াশায় ঢাকা থাকলেও সীমান্তে দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পাহারারত রয়েছেন। একদিকে জওয়ানরা।কারণ বক্সনগর এলাকায় কুয়াশার চাদরে ঢাকা সীমান্ত এলাকা মোট ১৩টি বিওপি থাকলেও পর্যাপ্ত

যাচ্ছে বিএসএফের কাছে। গত দ'মাসে বিএসএফের সাফল্য অতুলনীয়। কিন্তু গত কয়েকদিন যাবত কুয়াশায় ঢাকা সীমান্ত পাহারা

থেকে শুরু করে সোনামডা এনসিনগর পর্যন্ত মোট ১৩টি বিওপি রয়েছে। বিএসএফের কথা অন্যায়ী জানা যায়, এই সীমান্ত এলাকাগুলোতে ডিউটি করতে গিয়ে ৫০০ মিটার দূরে দূরে এক এক জন জওয়ান থাকা দরকার। কিন্তু তার জায়গায় প্রায় এক কিলোমিটার দূর দূর বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্ত পাহারারত থাকে। তাই ঘন কুয়াশায় তাদের ডিউটি করতে অনেকটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরকে কেন্দ্র করেও সীমান্ত এলাকায় নিরাপতা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে কৈলাসহর সীমান্ত এলাকায় জওয়ানরা টহলদারি চালিয়ে যাচেছন। সাধারণ মানুষ যখন বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকেন বিএসএফ জওয়ানরা তখনও নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যান। জওয়ানদের সক্রিয়তার কারণে নেশা কারবারের ক্ষেত্রে বেশকিছ সাফল্য এসেছে বিগত দিনে। একইভাবে বিলোনিয়া সীমান্ত এলাকাতেও কুয়াশার দাপট এবং শীতের প্রকোপকে উপেক্ষা করে জওয়ানরা অতন্ত্র প্রহরীর মত দায়িত্ব পালন করছেন। গজারিয়া, ঋষ্যমুখ, মতাই, আমজাদনগর, রাধানগর, রাঙামুড়া সীমান্ত এলাকায় আবার অপরদিকে সীমান্তে পরিমাণে জওয়ান নেই। জানা জওয়ানরা কঠোর নজরদারি অভিযোগ 🌢 এরপর দুইরের পাতায় 🛘 মারফত জানা যায়, সিপাহিজলা সর্বমোট ১৫০ জন জওয়ান ধরনের বেআইনি কার্যকলাপনা হয়।

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা শহরের সকল জনসাধারণ এবং যান চালকদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, অদ্য অর্থাৎ ০৪-০১-২০২২ (মঙ্গলবার) ইং, ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের আগরতলা সফরকে কেন্দ্র করে দুপুর ১২০০ টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আগরতলা এমবিবি এয়ারপোর্ট থেকে বিবেকানন্দ ময়দান পর্যন্ত রাস্তায় বিভিন্ন প্রকার যান চালানোর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই রাস্তায় ট্রিপার, মাটি, বালি, ইঁট ও সিমেন্ট বহনকারী গাড়ি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত চলাচলে বিধিনিযেধ আরোপ করা হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে এবং জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী যানবাহন গুলোকে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করার অনুরোধ করা হইল।

# বিকল্প রাস্তা ঃ-

(১) কের চৌমুহনী - শঙ্কর চৌমুহনী - বড়জলা - ভোলাগিরি - আইএলএস - জিবি।

(২) এ.ডি নগর - ফ্লাইওভার - আরএমএস - ওরিয়েন্ট - লায়ন্স গেইট - ওমেন্স কলেজ - গণরাজ - লালবাহাদুর - ধলেশ্বর - ইন্দ্রনগর - জিবি। (৩) কের চৌমুহনী - শঙ্কর চৌমুহনী - বড়জলা - পঞ্চবটী - নতুন নগর - ঊষাবাজার - এয়ারপোর্ট।

ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের আগরতলা সফর উপলক্ষে বিবেকানন্দ ময়দানে এক প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হইবে এবং

সেখানে ব্যাপক লোক সমাগম হইবে। এতদুপলক্ষে ট্রাফিক ব্যবস্থা সুষ্ঠু রাখার জন্য কিছু রাস্তায় যান চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

১) এস. টি নিগম হইতে লেইক চৌমুহনী। ৩) বোধজং চৌমুহনী হইতে উত্তর গেইট।

২) শচিন সেতু হইতে লেইক চৌমুহনী। ৪) বোধজং চৌমুহনী হইতে ভুতুরিয়া।

৫) কাটাখাল হইতে শচিন সেতু।

তাছাড়া এমবিবি বিমানবন্দর হইতে বিবেকানন্দ ময়দান পর্যন্ত দুপুর ১২ টার পর হইতে অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার যান

রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে জনসমাবেশে আগত যানবাহনগুলি পার্কিং করিবার জন্য নিম্নলিখিত স্থানগুলি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

১) দক্ষিণ, গোমতী এবং সিপাহীজলা জেলা হইতে আগত গাড়িঃ ক) নাগেরজলা, (ভারি ও মাঝারি যান) খ) উমাকান্ত মাঠ, অফিস লেইন (ভারি ও মাঝারি যান)

গ) গান্ধীঘাটের পূর্ব অংশ (ভারি ও মাঝারি যান)

২) ধলাই, উনকোটি, উত্তর ত্রিপুরা জেলা এবং তেলিয়ামুড়া, জিরানিয়া, রানীর বাজার হইতে আগত গাড়িঃ ক) চন্দ্রপুর ISBT (ভারি ও মাঝারি যান) খ) পুরানো কেন্দ্রীয় কারাগার (শুধু মাঝারি যানের জন্য)

গ) আশ্রম চৌমুহনী রাস্তায় দক্ষিণ অংশ (শুধু মাঝারি যানের জন্য)

ঘ) ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের মাঠ (শুধু মাঝারি যানের জন্য) ৩) খোয়াই এবং সদর উত্তর হইতে আগত গাড়িঃ

ক) নেহেরু পার্ক (ভারি ও মাঝারি যান) খ) রাধানগর মোটরস্ট্যান্ড (শুধুমাত্র মাঝারি যান)

গ) সিধাই ক্রসিং (শুধুমাত্র ভারি ও মাঝারি যান)

৪) শুধুমাত্র আগরতলা শহরের বিভিন্ন অংশ হইতে আগত গাড়িঃ

ক) রবীন্দ্র ভবন থেকে ওরিয়েন্ট চৌমুহনী খ) লায়ন্স গেইট থেকে জ্যাকসন গেইট

গ) দুর্গা বাড়ির পার্কিং

তাছাড়া গাবর্দি এবং যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশন হইতে আগত গাড়িঃ

ক) শিবনগর মডার্ন ক্লাব

খ) গান্ধী স্কুল

গ) ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম স্কুল মাঠ

এই অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলের সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করা যাইতেছে। ধন্যবাদান্তে

বুহুজন হিতায় अधिकीर द्यायडी-পুলিশ সুপার (ট্রাফিক), ত্রিপুরা, আগরতলা।

ICA-D-1584-21

# জানা এজানা

# ডেটায় পরিণত হয়?

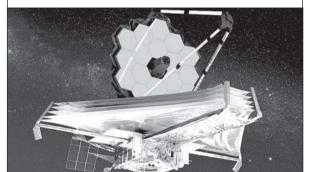
জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ অবশেষে যাচ্ছে মহাকাশে। যেসব টেলিস্কোপ সরাসরি ছবি তোলে, এগুলোর বৈজ্ঞানিক উপাত্ত নিতে হলে অনেক ছোট ছোট নয়েজ বা ভুল বাদ দিতে হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ক্যালিব্রেশন। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপে সরাসরি ছবি তোলা ও স্পেকট্রোস্কপিমূলত এ দুই কাজ করা হবে। কাজ দুটি করা হবে দুই রেঞ্জের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করে নিয়ার ইনফ্রারেড ও ইনফ্রারেড। সব মিলিয়ে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে চার ধরনের উপাত্ত গ্রহণকারী যন্ত্রাংশ আছে। নিয়ার ইনফ্রারেড ক্যামেরা (NIRcam), নিয়ার ইনফ্রারেড ইমেজার অ্যান্ড প্লিটলেস স্পেকট্রোগ্রাফ (NIRISS), নিয়ার ইনফ্রারেড স্পেকট্রোগ্রাফ (NIRSpec) ও মিড ইনফ্রারেড ইনস্ট্রুমেন্ট (MIRI)। সব কটি যন্ত্রাংশের উপাত্তকে তিনটি ধাপে নানা ধরনের ত্রুটির জন্য ক্যালিব্রেশন করা হবে। এই লেখায় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্যালিব্রেশনের ধাপ ও ফটোমেট্রি নিয়ে আলোচনা করব।

তবে তার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে টেলিস্কোপের আলোক সেন্সর সম্পর্কে। টেলিস্কোপে পাওয়া আলোকে ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক সিগন্যালে পরিণত করতে যে সেন্সর ব্যবহার করা হয়, তার নাম সিসিডি। অর্থাৎ চার্জ কাপলড ডিভাইস। সিসিডিকে তুলনা করুন বালতির সঙ্গে, আর আলোর কণাগুলোকে বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে। ধরা যাক, বেশ কিছু বালতি পাশাপাশি রাখা আছে। এর ওপর বৃষ্টি হলে প্রতিটি বালতিতে কতটুকু উচ্চতায় পানি জমা হয়েছে, সেটা মেপে কী পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে, তা জানা যায় সহজেই। সিসিডির কাজও মোটামুটি একই রকম। প্রতি পিক্সেলে কতটুকু আলোর কণা ফোটন এসে

মহাশূন্যে পরম শূন্য তাপমাত্রার কাছাকাছিতে অবস্থান করবে। তাই বেশ কিছুক্ষণ টেলিস্কোপ চালু থাকলে এর যন্ত্রাংশগুলো বেশ গরম হয়ে উঠবে। যন্ত্রাংশের এই তাপ সিসিডিতে ইলেকট্রনের প্রবাহ বা বিদ্যুৎ তৈরি করে, একে বলা হয় ডার্ক কারেন্ট। সিসিডির সাধারণ কাজ হলো এর ওপর আলো পড়লে সেগুলোকে বিদ্যুতে পরিণত করা। কিন্তু দেখাই যাচ্ছে, কোনো আলো ছাড়াই সিসিডিতে ডার্ক কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে। এই ডার্ক কারেন্ট পরে ছবিতে আলো হিসেবে দেখা যায়। তাই বায়াস বাদ দেওয়ার মতোই ডার্ক কারেন্টের কারণে তৈরি হওয়া আলো ছবি থেকে বাদ দিতে

এই ধাপে আরও পরীক্ষা করা হয় কোনো পিক্সেলের সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতার মান পার হয়ে গেছে কি না। একে বলা হয় স্যাচুরেশন। পাশাপাশি পিক্সেলগুলোর কোনোটা হুট করে অল্প সময়ের জন্য উজ্জ্বল হয়ে যেতে পারে। সেটা হতে পারে কসমিক রশ্মি বা অন্য অনেক কারণে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, কোনো কোনো পিক্সেল কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। এ কারণে সেটা অন্ধকার হয়ে যেতে পারে। এগুলো সংশোধন করা হয় স্যাচুরেশন কনট্রোল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। দ্বিতীয় ধাপ এ ধাপে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যালিব্রেশন করতে হয়। এর

নাম ফ্ল্যাট ফিল্ড দিয়ে ভাগ দেওয়া। ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন যে ক্যামেরায় পৌঁছানোর আগে আলোকে বেশ কয়েকটি আয়না পাড়ি দিতে হয়। পুরোপথে কোনো সমস্যা থাকলে, যেমন কোনো আয়নাতে ধুলা বা অন্য গঠনগত সামান্য ক্রটি থাকলে, সেটা ছবিতে ধরা পড়বে। আবার



পড়েছে, সেগুলো হিসাব করে সিসিডির মাধ্যমে সরাসরি বৈদ্যুতিক সিগন্যালে পরিণত করে সেটা রেকর্ড করা হয়। ফলে সেই উপাত্তে প্রতিটি পিক্সেলের উজ্জ্বলতার মাপ পাওয়া যায়। তখন সহজেই উপাত্তকে ডিজিটাল ছবিতে পরিণত করা যায়। প্রথম ধাপ প্রথম ধাপের ক্যালিব্রেশন করা হয় সরাসরি ডিটেক্টর পর্যায়ে। এই ধাপের একটি ক্যালিব্রেশন হলো বায়াস। এটা সাধারণ অর্থে বায়াস নয়। ক্যামেরায় সিসিডিগুলোর সজ্জার রকমভেদের কারণে ছবিতে কিছু ভুল আসে, সেগুলোই হলো বায়াস। বায়াস কেমন হবে, তা ওই ক্যামেরা ও তার ওই সময়ের অবস্থার ওপর নির্ভর করে। প্রতিবার টেলিস্কোপ চালু করার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরার লেন্সের ওপর কভার লাগিয়ে, অর্থাৎ আলো ঢুকতে না দিয়ে ছবি তোলা হয়। এটাই বায়াসের ছবি তোলা। এ ধরনের ছবি একদম পুরোপুরি কালো আসার কথা। কিন্তু পুরো কালো আসে না, কিছু আকৃতি দেখা যায়। এই আকৃতিগুলো আমাদের তোলা ছবিতেও থাকবে। তাই ক্যালিব্রেশনের প্রথম ধাপ হলো, তোলা ছবি থেকে বায়াসের ছবি, মানে অযথা চলে আসা আকৃতিগুলো বাদ দেওয়া। এটা করা হয় ছবিতে প্রতি পিক্সেলের জন্য বায়াসের ছবির ওই পিক্সেলের মান বিয়োগ করে। এরপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যালিৱেশন ধাপ হলো ডার্ক কারেন্ট বাদ দেওয়া। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ

আকাশের যেদিকে ছবি তোলা হচ্ছে, কোনো কারণে সেদিকে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত আলো থাকলে, সেটাও ছবিতে সমস্যা তৈরি করবে। ভূপুষ্ঠের টেলিস্কোপের জন্য ফ্ল্যাট ফিল্ড করা অনেক বেশি জরুরি। বায়ুমণ্ডলের কারণে টেলিস্কোপে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত জিনিস ঢুকে পড়ে। কিন্তু জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপে বায়ুমণ্ডলজনিত ঝামেলা হবে না। তাই টেলিস্কোপের ভেতর আলোর পথে কোনো সমস্যা থাকলে সেটা বাদ দিতে হয়। ফ্ল্যাট ফিল্ড বের করতে হলে কোনো সুষম উজ্জ্বল আলোক উৎসের ছবি তুলতে হয়। আর সেই ছবিতে তখন কোনো স্ট্রাকচার দেখা যেতে পারে। এরপর সব ছবিকে ফ্ল্যাট ফিল্ডের ছবি দিয়ে ভাগ করতে হয়। অর্থাৎ ছবির কোনো পিক্সেলের মানকে ফ্র্যাট ফিল্ডের ওই পিক্সেলের মান দিয়ে ভাগ করলেই সমস্যা মিটে যায়। দ্বিতীয় ধাপে ছবির পিক্সেলের সঙ্গে আকাশের কোন অংশের ছবি, তার কো—অর্ডিনেটের তথ্য যুক্ত করা হয়। এ ছাড়া কোনো টার্গেট অবজেক্টের ব্যাকগ্রাউন্ড জানা থাকলে সেটাও বাদ দেওয়া হয়। এ ছাড়া ছবি ও স্পেকট্রোস্কপি—ভেদে আরও বিভিন্ন ক্যালিব্রেশনের কাজ করা হয়। তৃতীয় ধাপ এটি ক্যালিব্রেশনের শেষ ধাপ

এবং এই ধাপে যন্ত্রভেদে আরও কিছু ক্যালিব্রেশন করা হয়। যেমন একসঙ্গে তোলা কয়েকটি ছবির মধ্যে রিলেটিভ কো—অর্ডিনেট সিস্টেম বসাতে

এরপর দুইয়ের পাতায়

# প্রধানমন্ত্রী 'প্রচণ্ড অহঙ্কারী'! গভীর রাতে বন্ধ জাতীয় সড়ক 🕺

# সাক্ষাৎকারের পর বিস্ফোরক অভিযোগ মেঘালয়ের রাজ্যপালের



প্রেস রিলিজ, খোয়াই, ৩ জানুয়ারি।। সোমবার খোয়াই জেলা আদালত

চত্বরে ই-সেবা কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। এর উদ্বোধন করেন

ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র। তিনি তার বক্তব্যে

বর্তমান সময়ে ই-সেবা কেন্দ্রের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে

এছাড়া বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ। স্বাগত

বক্তব্য রাখেন খোয়াই জেলার ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জজ এস দত্ত পুরকায়স্থ।

ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ধর্মেন্দ্র দাস।

অনষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক

প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে

আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। মণিপুরের রাজধানী

ইম্ফল থেকে মঙ্গলবার দুপুর দুইটার পর আগরতলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদি। দুপুরেই আগরতলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করবেন। এরপর বিবেকানন্দ ময়দানে রাজ্যবাসীদের সম্বোধন করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে গোটা রাজ্যে টহল বেড়ে গেছে নিরাপত্তা রক্ষীদের। আগরতলা বিমানবন্দর থেকে বিবেকানন্দ ময়দান পর্যন্ত সোমবার

একাধিকবার মহড়া চালিয়েছে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন। বিবেকানন্দ ময়দান

সাজানোর পাশাপাশি বার বার নিরাপত্তার বিষয়টি দেখেছে পুলিশ। চারদিন

ধরেই আগরতলায় অবস্থান করছেন এসপিজি'র বিশেষ চারটি গাড়ি। গত

৩১ ডিসেম্বর এসপিজি'র ২১ জনের একটি টিম প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার

বিষয়টি দেখাশোনা করতে আগরতলা এবং বিমানবন্দর এলাকায় ঘোরাঘরি

করছেন। শহরে বেডে গেছে যানবাহনে তল্লাশি। বিমানবন্দর থেকে ভিআইপি

রাস্তার দ'পাশে বাঁশের ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে। সেজে উঠছে রাস্তা।

নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে সোমবার থেকেই ভিআইপি রোডে পুলিশ

এবং টিএসআর'র মোতায়েন বেড়ে গেছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে কড়া

নিরাপত্তার মধ্যে থাকবে এই রাস্তাটি। বিবেকানন্দ ময়দানের চারপাশে সাদা

পোশাকে নিরাপত্তা রক্ষীদের ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সীমান্তে বিএসএফকে

সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কালিকাপুর, বামুটিয়া, সিমনা-মোহনপুর, খোয়াই

সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ'র টহল বাড়ানো হয়েছে। শহর লাগোয়া

কালিকাপুর সীমান্তে বিএসএফ'র এক অফিসার জানান, প্রধানমন্ত্রীর সফরের

আগে কোনও ধরনের ঝুঁকি না নিতে নির্দেশ এসেছে। এই কারণে সীমান্ত

এলাকায় টহল বাড়ানো হয়েছে। রাতেও এই টহল চলবে। প্রায় নিরাপতার

চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে শহর আগরতলা সহ বিমানবন্দর এলাকা।

স্মিতা মল, পুলিশ সুপার ড. কিরণ কুমার কে প্রমুখ।

চণ্ডীগড়, ৩ জানুয়ারি।। মাত্র পাঁচ মিনিট কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে। তাতেই প্রধানমন্ত্রীকে 'প্রচণ্ড অহঙ্কারী' মনে হয়েছে মেঘালয়ের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের। রবিবার হরিয়ানায় তিনি একটি অনুষ্ঠানে বক্ততা করেন। সেই অনুষ্ঠানেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার মুহূর্তগুলির কথা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তৃতার ভিডিও নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর তা নিয়ে বিতর্ক বলেন, "হাঁ আপনার জন্যই ওরা

তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এর আগেও একাধিকবার সরকারের সমালোচনা করেছেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল। এবার তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন। রাজ্যপাল বলেন, ''প্রধানমন্ত্রীকে আমি যখন বলি ৫০০ কৃষক মারা গিয়েছেন, তিনি আমাদের বলেন, ওঁরা কি আমার জন্য মারা গিয়েছেন নাকি।" এর জবাবে সত্যপাল মালিক

Khov

Venue: I

というないないないの

এর পর তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর তীব্র বাদানুবাদ হয় বলে সত্যপাল মালিক জানিয়েছেন। মোদি তাঁকে বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র সঙ্গে কথা বলতে। প্রধানমন্ত্রীর কথামতো তিনি অমিত শাহ'র সঙ্গে দেখা করেন। তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে বলেন, ''সত্য, উনি চিন্তাশক্তি হারিয়েছেন। আপনি খোলা মনে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।" এই নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে ভিডিও টুইটারে শেয়ার করে লিখেছেন, মেঘালয়ের রাজ্যপাল 'অন রেকর্ড' বলছেন প্রধানমন্ত্রী অহঙ্কারী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন 'চিস্তাশক্তি' হারিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দুই সাংবিধানিক কর্তা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। মোদীজি এটা কি সত্যি?' এ বিষয়ে বিজেপি-র কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মারা গিয়েছেন। আপনি রাজা।"

# 'জবাব না দিলে. মামলা হবে'



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। তিপ্রা মথা প্রধান প্রদ্যোত দেববর্মণকে আইনি নোটিশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী নূপেন্দ্র কিশোর রায়। দেববর্মণ'র বিরুদ্ধে জাতি বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ এনে তিনি নোটিশ দিয়েছেন। "সেই নোটিশের পর 'ত্রিপুরি খরাং' নামে একটি চ্যানেলে একজন খুনের হুমকি দিয়েছেন। আমি ভারতীয় কিনা জানতে চেয়েছেন তিনি। সাহস থাকলে পরিচয় দিন, আগে তার নামেই মামলা করব খুনের হুমকি দেওয়ার জন্য। 'আগ মে অঙ্গলি মত ডালিয়ে' বলা হয়েছে, তার মানে ত্রিপুরায় আগুন জ্বলছে! আমি ত্রিপুরি, ট্রাইবাল বন্ধুদের বলছি, আগুনটা কারা লাগাচেছ, তা দেখতে হবে। অনেক উল্টোপাল্টা বলেছে। • **এরপর দুই**য়ের পাতায়



মদমত্ত অবস্থায় এক নিরীহ এক মেয়ে আছে কিন্তু তার বিয়ে পরিবারের উপর প্রাণঘাতী হামলার হয়ে গেছে। তারপর থেকেই চেষ্টা চালানোর অভিযোগে ধীরেন্দ্রবাবু তার স্ত্রী চন্দনা দাসকে পুলিশের হাতে আটকগ্রামের সমাজ নিয়ে বাড়িতে একাই থাকেন। স্বামী সুধারকের স্বামী সহ এক যুবক। কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে সকালে অপর যুবকের মা একজন বেরিয়ে গেলেও স্ত্রী সারাদিন পুলিশকর্মী। ঘটনা বিশালগড় বাড়িতেই থাকেন। কিন্তু গত থানাধীন নবীনগর এলাকায়। কয়েকদিন ধরে নাকি এলাকার অভিযুক্ত দুইজনের নাম প্রণব দেব মেম্বারের স্বামী ও পুলিশকর্মীর ও রজত দেব। প্রণব দেবের স্ত্রী ছেলে তাকে উত্যক্ত করে আসছে। তাই দুইদিন আগে ধীরেন্দ্র দাসের নবীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার ভারতী দেব। অভিযোগ, পার্শ্ববর্তী স্ত্রী এসে বিশালগড় মহিলা থানায় বাড়ির ধীরেন্দ্র দাসের পরিবারকে অভিযোগ দায়ের করেন দু"জনের গত কয়েকদিন ধরেই উত্যক্ত করে বিরুদ্ধে। আর সেই কারণেই নাকি আসছে তারা দু''জন। কিন্তু কি সোমবার রাতে মদমত্ত অবস্থায় কারণে তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে হাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অভিযুক্ত ধীরেন্দ্র দাস একসময় সিপিএমের মেম্বারের স্বামী প্রণব দেব ও রজত সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরে তিনি দল এরপর দুইয়ের পাতায়

রাজ্যে আগমনকে কেন্দ্র করে

বিশালগড় থানার পুলিশ কয়েক

ঘন্টা ধরে দৌড়ঝাঁপ চালিয়ে যায়।

কিন্তু রাত দেড়টায় সংবাদ লেখা

পর্যন্ত খবর লরিটি সরানো সম্ভব

হয়নি। কারন লরিটি ছিল

ওভারলোড। সামগ্রীগুলি গাড়ি

থেকে না সরিয়ে কোন ভাবেই

গাডিটিকে সরানো সম্ভব হবে না।

এদিকে প্রশ্ন উঠছে রাতে জাতীয়

সডকের উপর দিয়ে এমনভাবে লরি

ওভারলোড নিয়ে চলাফেরা

পরিবর্তন করলেও তার উপর

অনেক ঘাত প্রতিঘাত আসে। তার



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ জানুয়ারি।। সোমবার গভীর রাতে লরির চাকা খুলে গিয়ে

বন্ধ হয়ে পড়ে আগরতলা-সাব্রুম

জাতীয় সড়ক। পুলিশ প্রধানমন্ত্রীর

আগমনকে ঘিরে রাতেই গাড়িটি

রাস্তা থেকে সরানোর জন্য

তোডজোড চালায়। যদিও রাতে

সংবাদ লেখা পর্যন্ত খবর গাড়িটি

সেখান থেকে সরানো সম্ভব হয়নি।

জানা গেছে, আগরতলা থেকে

একটি লরি মুদি সামগ্রী নিয়ে সাব্রুম

যাচ্ছিল। মাঝে সিপাহিজলা

নৌকাঘাট এলাকায় গিয়ে অপর

একটি ধানের লরির সাথে পেছনে

সংঘর্ষ ঘটলে দুটি লরিরই চাকা খুলে

যায়। তবে ধানের লরিটি রাস্তার

পাশে দাঁড় করানো গেলেও মুদি

সামগ্রী বোঝাই লরিটি জাতীয়

সড়কের মাঝামাঝিতেই হেলে

পড়ে। যার ফলে উভয় দিকেই

যানবাহন প্রচুর পরিমাণে আটকে

পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে

বিশালগড় থানার পুলিশ ও অগ্নি

নির্বাপক দফতরের কর্মীরা ছুটে যায়।

কিন্তু কেউ আহত না হওয়ায় দমকল

কর্মীরা সেখান থেকে ফিরে

আসেন। তবে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর

রাতে নেত্রীর স্বামী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বিশালগড়, ৩ জানুয়ারি।। রাতে

কমলপুর/অমরপুর/ফটিকরায়, ৩ জানুয়ারি।। পুলিশের তথাকথিত কড়া নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গায় তির জুয়ার রমরমা ব্যবসা এখনও চলছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় যে সব জায়গায় আগে কখনও বেআইনি কার্যকলাপ দেখা যায়নি, এখন সেখানেও তা চলছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কমলপুর বাজারের হরিনাম সংকীর্তনের কথা। দীর্ঘদিন ধরে কমলপুর বাজারে উৎসব হয়ে আসছে। কিন্তু আগে। কখনও সেই উৎসবে জুয়া খেলা হতে দেখা যায়নি। কিন্তু ৫ দিনব্যাপী। উৎসবে এবার প্রধান আকর্ষণ ছিল জুয়ার ব্যবসা। উৎসবের পার্শ্ববর্তী

লক্ষ টাকা কামাই করেছে একাংশ জয়া কারবারিরা। আর তাদের হাত ধরে বিনা পুঁজিতে ভালো টাকা কামাই করেছে একাংশ নেতা এবং পুলিশ। কারণ তাদের ছাডা এই ধরনের উৎসবে জুয়ার মত বেআইনি ব্যবসা চালানো সম্ভব ছিল না। এলাকাবাসী পুলিশ এবং স্থানীয় নেতাদের ভূমিকায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। কারণ, তাদের মতে জুয়ার ব্যবসার মধ্য দিয়ে এবারের উৎসবকে কালিমালিপ্ত করা হয়েছে। আগামী দিনে এই ধরনের বেআইনি ব্যবসা যাতে উৎসব চত্বরে দেখা না যায় সেই দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। এদিকে, পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে এতদিন ধরে

গ্রহণ করছে। বিশেষ করে কিছুদিন আগে ছবিমুড়া পর্যটন কেন্দ্রে দুই গোষ্ঠীর মারপিটের পর ঘুম ভেঙেছে পুলিশের। তাই অমরপুর পুলিশ প্রশাসন সোমবার অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ মদ উদ্ধার করে। ভ্রমণপিপাসুদের কাছ থেকে সেই সব মদ উদ্ধার করা হয়। ছবিমুড়ায় আসা সবক'টি গাড়ি তল্লাশি করে পুলিশ বাহিনী। অন্যদিকে, ফটিকরায় রাধানগর এলাকা থেকে এক মদ ব্যবসায়ীকে আটক করে পুলিশ। তার নাম বিপ্লব দেবনাথ। তার কাছ থেকে দেশি মদ উদ্ধার করা হয়। এদিন ফটিকরায় বাজার এলাকা থেকে এক তির ব্যবসায়ীকে ● **এরপর দুইয়ের পাতা**য় করলেও পুলিশ কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। যে কারণে সোমবার রাতে খেসারত দিতে হয়েছে পুলিশকেই। রাতে টিএসআর সহ নতুন ট্রেনিং করা এসপিওদেরকেও ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়।

# রাতে গাঁজা উদ্ধার স্টেশনে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ জানুয়ারি।। লোহার ট্রাঙ্ক ভর্তি ২১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে রেল প্লিশেরকমীরা। সোমবার রাতে উদয়পুর থেকে তেজস এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ার কিছু সময় আগে সেই গাঁজা ভর্তি ট্রাঙ্ক উদ্ধার হয়। ট্রেন ছাড়ার আগে রেল পুলিশেরকর্মীরা তল্লাশি চলাকালে শৌচালয়ের কাছে ট্রাঙ্ক থাকতে দেখেন। তবে সেটির মালিকানা দাবি করা কাউকেই দেখা যায়নি। পরে ট্রাঙ্ক খুলে দেখা যায় তাতে ছয় প্যাকেট গাঁজা আছে। ধারণা করা হচ্ছে সেই গাঁজা পাচারের জন্য

# আন্দোলনের আতঙ্কে পুলিশ

আনা হয়েছিল। উদ্ধারকৃত গাঁজার

বাজার মূল্য দুই লক্ষাধিক টাকা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। টিএসআর-এর নিয়োগে বঞ্চিতদের আন্দোলনের চাপে ভয় পাচেছ পলিশও। প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে বঞ্চিতদের মধ্যে আন্দোলনকারীদের নাম ও ঠিকানার তালিকা তৈরি করে নিয়েছে রাজ্য পুলিশ। তাদের উপর নজর রাখতে রাজ্যের থানাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বঞ্চিত যুবক/যুবতিরা যাতে কোনওভাবেই ভিআইপি রোডে অথবা বিবেকানন্দ ময়দানে আন্দোলন করতে না পারে তার জন্য পুলিশকে সোমবারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এয়ারপোর্ট, এনসিসি, পূর্ব এবং পশ্চিম থানাকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আন্দোলনকারীদের কোনওভাবেই যাতে সুযোগ দেওয়া না হয়। রাস্তায় দেখলেই হয়তো-বা গ্রেফতার হতে পারেন বঞ্চিত বেকাররা। বিমানবন্দর থেকে বিবেকানন্দ ময়দান পর্যন্ত রাস্তার পাশের যে কোনও জায়গায় চাকরির দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচি নিতে পারে রাজ্যের বঞ্চিত বেকার যুবক/যুবতিরা। আগাম এই অনুমান পেয়ে গেছে ত্রিপুরা পুলিশ। এই ভয়ে এখন বঞ্চিতদের বাড়ি বাড়ি নজরদারি শুরু করে দিয়েছে পুলিশ। এদিকে, সোমবার উচ্চ আদালতের সামনে থেকে গ্রেফতার টিএসআর'র নিয়োগের বঞ্চিতদের নাম এবং ঠিকানা লিখে রেখেছে পুলিশ। তাদের উপরও নজরদারি শুরু করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

### মদের আসর চলে আসলেও এখন বাড়িতে জুয়ার আসর বসিয়ে লক্ষ লাইফ স্টাইল

# সকাল সকাল এই কাজগুলো একেবারেই করবেন না

নতুন বছর শুরু হয়ে গেল। এই সময়ে কি শরীরটা আরও একটু সুস্থ-সবল-চনমনে করতে চান? তাহলে কয়েকটা অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে এখনই। গত দু'বছরে কোভিডের কারণে আমার জীবনযাত্রা অনেকখানি বদলে গিয়েছে। অনেকেই এখন বাড়ি থেকে কাজ করেন। তাঁদের কিছু কিছু অসুস্থতা বেড়েছে। মানুষ অনেক বেশি করে ডিজিটাল মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় সুস্থ থাকার জন্য কয়েকটা নিয়ম মেনে চলা খুব জরুরি। এর মধ্যে রয়েছে, ঘুম ভাঙার পরেই কী কী করবেন না তার তালিকা। দেখে নেওয়া যাক সেই তালিকায় কী কী আছে। মোবাইল ফোন অ্যালার্মের স্কুজ

বোতামে চাপ (Hitting the

snooze button): অ্যালার্ম দিয়ে ঘুমোতে যাচ্ছেন। ঘুম ভাঙার সময়ে অ্যালার্ম একবার করে বাজছে। আর আপনিও স্লুজ বোতাম টিপে তা থামিয়ে আবার ঘুমোচ্ছেন। স্কুজ টিপে দেওয়ার কয়েক মিনিট পরে ফোন আবার বাজছে। আপনি ভাবছেন, এতে

আরও বেশি ঘুমোচ্ছেন। আসলে তা নয়। বারবার এভাবে ঘুম ভাঙলে ক্লান্তি বাড়ে। উঠেই কফি (Drinking coffee right away): ঘুম থেকে উঠেই কফি খাচ্ছেন? এটাও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এতে মন খারাপ হওয়া থেকে মেজাজ বিগড়ে



যাওয়ার মতো সমস্যা হতে পারে। ঘুম ভাঙার পরে অন্তত আধ ঘণ্টা কাটতে দিন। তার পরে কফি খান। জলখাবার বাদ (Skipping breakfast): কাজের তাড়ায় জলখাবার বাদ দিচ্ছেন মাঝে মধ্যেই? এটাও ভয়ানক বিপদ drinking water): ডেকে আনতে পারে। মেদ বেড়ে যাওয়া থেকে শুরু করে,

ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের আশঙ্কা বেড়ে যেতে পারে নিয়মিত জলখাবার না খেলে। নড়াচড়া নেই (Physical inactivity): সকাল থেকেই কি বসে বসে কাজ করে যাচ্ছেন? এটাও শরীরের মারাত্মক ক্ষতি

করতে পারে। হাড় দুর্বল হয়ে যেতে পারে এর ফলে। শ্বাসকষ্ট, হাড় দুর্বল হয়ে যাওয়া, অবসাদ বেড়ে যাওয়া থেকে বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের আশঙ্কা পর্যন্ত বাড়ে এতে।জল খাচ্ছেন না (Not সকালে খালি পেটে জল খাচ্ছেন? সেটা না খেলেও বিপদ। কারণ মাথাধরা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তচাপ কমে যাওয়া, চোখের সমস্যার মতো নানা ধরনের ক্ষতি হতে পারে এর ফলে। তাই সকালে খালি পেটেই এক গ্লাস জল খান। ধূমপান (Smoking): সকালে খালি পেটে ধূমপান

মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে শরীরের

করছেন কি? জেনে রাখবেন, এটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। এমনিতেই ধূমপান মারাত্মক ক্ষতিকারক। তার ওপর ঘুম থেকে উঠেই ধূমপান আরও বেসি ক্ষতি করে। এতে হজমক্ষমতা কমে যায়, হৃদরোগ, ক্যানসারের হার বহু গুণ বেড়ে যায়। ফোন ঘাঁটা (Checking the phone):

স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৮০ শতাংশই সকালে ঘুম থেকে ওঠার ১৫ মিনিটের মধ্যে ফোন ঘাঁটতে শুরু করেন। পরিসংখ্যান বলছে, যাঁদের এই অভ্যাস আছে, তাঁদের কর্মক্ষমতা মারাত্মক ভাবে কমে যায়।

দলকে এগিয়ে দেন ভিদাল

চিসানো। ২ মিনিট পর প্রীতম

হোসেনের নিখঁত পাস থেকে বল

পেয়ে ফরোয়ার্ডের হয়ে ব্যবধান

২-০ করে ডেভিডলাল সাঙ্গা। ২

গোলে এগিয়ে থাকা ফরোয়ার্ড ফের

১৬ মিনিটে ৩ নম্বর গোলটি তুলে

নেয় দুই বিদেশি-র যুগলবন্দিতে।

ভিদাল-র কাছ থেকে বল পেয়ে

এবার গোল করে ভিক্টর। প্রথমার্ধে

৩-০ গোলে এগিয়ে থাকা ফরোয়ার্ড

ক্লাব দ্বিতীয়ার্ধের ৪ মিনিটে ফের

সুযোগ পায়। এবার ডেভিডলাল

সাঙ্গা-র কাছ থেকে বল পেয়ে

সুযোগ হাতছাড়া করে ভিক্টর। ১

মিনিট পর একটি চমৎকার আক্রমণ

গড়ে তুলে ফরোয়ার্ড ক্লাব।

ভিদাল-র কাছ থেকে বল পায়

ডেভিডলাল সাঙ্গা। বক্সে তার পায়ে

যখন বলটি আসে তখন জয়েলস

গোলকিপার জায়গায় নেই। ফলে

ডেভিডলাল সাঙ্গা-র শট গোলে

ঢকছিল। শেষ সময়ে জয়েলস-র

ডিফেন্ডার লক্ষ্মণ জমাতিয়া গোলটি

বাঁচিয়ে দেয়। এরপর সেরকম আর

●এরপর দুইয়ের পাতায়

আক্রমণ গড়ে তুলতে পারেনি

এগিয়ে চল সংঘ

নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ক্রিকেটপ্রেমীরা

অতীতে মহিলা ক্রিকেটের কোন

প্রতিযোগিতাতে পাঁচ বা ছয়টি-র

বেশি দল দেখা যায়নি। রাতারাতি

এতগুলি দল গজিয়ে উঠলো

কিভাবে? এই প্রশ্ন উঠেছে।

দুই-তিন দিন অনুশীলন করিয়েই

অনামি মেয়েদের ম্যাচের জন্য

ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আদৌ

বাস্তবসম্মত কি না সেটাও একটা

প্রশ্ন। এভাবে মহিলা ক্রিকেটের

উন্নতি হবে এমন আশা কেউ করছে

সন্তুষ্ট সুভাষ

অসন্তুষ্ট নন বিজয়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

**আগরতলা, ৩ জানুয়ারি ঃ** রাখাল

শিল্ডের ফাইনালে উঠে স্বভাবতই

সম্ভুষ্ট ফরোয়ার্ড ক্লাবের কোচ সুভাষ

বোস। অন্যদিকে অখুশি নন

জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের কোচ

বিজয় জমাতিয়াও। প্রথম একাদশে

এদিন বেশ কিছু পরিবর্তন

এনেছিলেন ফরোয়ার্ড ক্লাবের কোচ

সুভাষ বোস। তার বক্তব্য, একট

চেয়েছিলাম। দেখতে চেয়েছিলাম

আমার রিজার্ভ বেঞ্চ কিরকম

কন্ডিশনে আছে। এই কারণেই আজ

আমাদের কিছুটা ছন্দহারা

লেগেছে। পাশাপাশি এটাও

জানালেন যে, শুরুতে ৩টি গোল

পেয়ে যাওয়ার ফলে ফুটবলাররাও

কিছুটা আত্মতুষ্ট হয়ে পড়ে। এই

কারণেই দ্বিতীয়ার্ধে ফুটবলাররা

প্রত্যাশিত খেলতে পারেনি। বিশেষ

করে মাঝমাঠ নিয়ে তার অসস্তোষ

গোপন রাখলেন না। এরই মাঝে

জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের

অনভিজ্ঞ ফুটবলারদের প্রশংসায়

ভরিয়ে দিয়েছেন। বিদেশি ফুটবলার

নিয়ে গড়া একটি শক্তিশালী দলের

বিরুদ্ধে জুয়েলস-র ফুটবলাররা

এদিন বেশ ভালো লড়াই করেছে।

আমাদের দুর্বলতাগুলিও দেখিয়ে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

দিয়েছে। আশা করছি, ফাইনালে

হেমেন্দ্র স্মৃতি

একদিনের ভলিবল

প্রতিযোগিতা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি ঃ হেমেন্দ্র

সেন স্মৃতি একদিনের ভলিবল

প্রতিযোগিতা আগামী ৮ জানুয়ারি

অনুষ্ঠিত হবে। ইউনাইটেড

করতে

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

●এরপর দুইয়ের পাতায়

না। সর্বাগ্রে যেটা দরকার সেটা

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি ঃ সদর

অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটের সূপার সিক্সে

দুইটি দলই প্রথম ম্যাচে জয়

পেয়েছিল। নিজেদের দ্বিতীয়

চাম্পামুড়া। বলা যায়, এদিনই প্রথম

চ্যাম্পামুড়া চ্যালেঞ্জের মুখে

পড়লো। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে

এডিনগর ৩৩ ওভারে ৬ উইকেটে

১৩৩ রান করে। সর্বোচ্চ ৫১ রান

করে সোমরাজ দে। মাত্র ৪৭ বলে

৪টি বাউন্ডারি এবং ৪টি ওভার

বাউন্ডারির সাহায্যে এই রান করে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি ঃ বাঁচার

শেষ উপায় হিসাবে এবার নিজের পরিবারকে মাঠে নামিয়ে দিলো

ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের এক সহ-অধিকর্তা। সরকারি চাকুরিজীবী হয়েও নিয়ম বহিৰ্ভূত একাধিক কাজ

করে চলেছেন। সেটা চাকুরি

জীবনের শুরু থেকেই। দফায় দফায়

বদলি, সাসপেভ করেও তাকে

শোধরানো যায়নি। কয়েক মাস

আগে তাকে বদলি করা হয় উত্তর

জেলায়। সেখানেও এক মহিলা

জুনিয়র পিআই-র সাথে অশালীন

আচরণ করেন। ওই জুনিয়র

পিআইও ছেড়ে দেননি। তার

বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন।

এরপরই নড়েচড়ে বসেন ওই

কখ্যাত সহ-অধিকর্তা। সাব্রুমের এক

জুনিয়র পিআই-কে দিয়ে ওই

মহিলা পিআই-কে ম্যানেজ করার

চেষ্টা করে সফল হননি। শেষ পর্যন্ত

আক্রান্ত বোর্ড সভাপতি সুস্থ হয়ে

বাড়ি ফেরার পরই বিসিসিআই

অনুধর্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি

ক্রিকেট বাতিল ঘোষণা করেছে।

এই অবস্থায় আগামী ১৩ জানয়ারি

থেকে রঞ্জি টফি এবং ২৮ জানয়ারি

থেকে সিকে নাইড ক্রিকেট আদৌ

শুরু হবে কি না তা নিয়ে ক্রিকেট

মহলে প্রশ্ন উঠছে। বর্তমান সময়ে

টিসিএ-র সিনিয়র ক্রিকেট দল

ব্যাঙ্গালুরুতে শেষ প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এই দলের ২০ জন নিয়ে হবে রঞ্জি

টুফির স্কোয়াড। অপরদিকে,

আগরতলায় প্রস্তুতি নিচেছ

টিসিএ-র অনুধর্ব ২৫ দল। যারা

সিকে নাইডু টুফিতে খেলবে। তবে

ঘটনা হচ্ছে, দেশে যেভাবে হঠাৎ

করোনা আক্রান্ত বেড়ে যাচ্ছে এবং

ওমিক্রন আতক্ষে দেশ কাঁপছে

তখন বিসিসিআই-র রঞ্জি টুফি বা

সিকে নাইড টুফির ভবিষ্যৎ নিয়ে

প্রশ্ন। রঞ্জি ট্রফিতে ত্রিপুরার ম্যাচগুলি

হবে ব্যাঙ্গালুরুতে। জানা গেছে,

কর্ণাটকে দিনের বেলায় কারফিউ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

বিলোনিয়া, ৩ জানুয়ারি ঃ আগামী

১২ জানুয়ারি যুব দিবস উপলক্ষ্যে



# টানা দ্বিতীয়বার জয় পেলো চাম্পামুড়া, এনএসআরসিসি

নেমে চাম্পামুড়াকেও বেশ

মেহনত করতে হলো। এডিনগরের

বোলাররা সহজে জিততে দেয়নি

সোমরাজ। জবাবে ব্যাট করতে বর্মণ ৩টি উইকেট তুলে নেয় জবাবে ব্যাট করতে নেমে অংশ ভট্টাচার্য-র (৪/২৫) দুর্দান্ত বোলিং-র সৌজন্যে মাত্র ৯৫ রানে শেষ হয় জিবি-র ইনিংস। সদর অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে দিনের তৃতীয় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় পিটিএজি-তে। ম্যাচে মডার্ন ৮৫ রানের বড ব্যবধানে ক্রিকেট অনুরাগীকে পরাস্ত করে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মডার্ন করে ৩৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৫। দীপ দে ৫১ বলে ৭৭ রান করে। এছাডা পার্থিব দাস করে ৪০ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে অনুরাগী ৩৫ ওভারে ৬ উইকেটে ৯৫ রানের বেশি করতে পারেনি। সর্বোচ্চ ২৮ রান করে ময়ুক চক্রবর্তী। মডার্ন-র হয়ে ২টি উইকেট তুলে নেয় পার্থিব দাস।

নাকি এরকম পন্থায় অনেকবার

কাজ হাসিল করে নিয়েছিলেন।

যখন সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয় তখনই

তিনি পরিবারকে মাঠে নামান।

এটাই তার বৈশিষ্ট্য। এবারও একই

পন্থা অবলম্বন করেছেন। বলাই

বাহুল্য, সফলও হয়েছেন। স্ত্রী এবং

আক্রান্ত বাড়ছে এবং ওমিক্রন

যেভাবে ভয় দেখাচেছ তারপর

আসন্ন জাতীয় ক্রিকেটের

আসরগুলি নিয়ে অবশ্যই

চিন্তাভাবনা চলছে। দেখা যাচেছ,

করোনাবিধি মানা সত্ত্বেও অনেকেই

করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। এছাড়া

অনেক রাজ্যে করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধি

পাওয়ায় সেখানে নানা বিধি-নিষেধ

এবং কারফিউ জারি হচছে।

বিসিসিআই-র মেডিক্যাল দল এই

বিষয়ে নজরদারি করে চলছে। বিভিন্ন

রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সাথেও বোর্ড

যোগাযোগ রেখে চলছে। যদি দেখা

যায় যে, রাজ্যগুলি থেকে কোন

নেগেটিভ রিপোর্ট আসছে তাহলে

বোর্ড রঞ্জি ট্রফি বা নাইডু ট্রফি নিয়ে

নিশ্চয় নতুন করে সিদ্ধান্ত নেবে।

তবে আপাতত রঞ্জি ট্রফি বাতিলের

কোন খবর নেই। অবশ্য আগামী ১০

দিনে যদি দেশের পরিস্থিতি খারাপ

হয় (করোনা আক্রান্ত) তাহলে

হয়তো রঞ্জি টুফি বা নাইড় টুফি নিয়ে

অন্য চিন্তা করতে হতে পারে

নিশ্চিত করতে হবে। খেলা যাতে

সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকেও

নজর রাখার আবেদন জানান তারা

●এরপর দুইয়ের পাতায়

জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো চাম্পামুড়া এবং এনএসআরসিসি। তাদের। শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেট ম্যাচেও জয় তুলে নিয়ে ফাইনালের দৌড়ে এগিয়ে রইলো দুইটি দল। এদিন নিপকো মাঠে তীব্র লড়াইয়ের পর এডিনগরকে হারালো

হারিয়ে জয় তুলে নেয় চাম্পামুড়া। অর্কজিৎ সাহা এদিনও ৫৩ রান করলো। এছাডা বিশাল শীল করে ৩৬ রান। এডিনগরের হয়ে তুহিন দেবনাথ ২টি উইকেট তুলে নেয়। এদিকে, নরসিংগড পঞ্চায়েত মাঠে এনএসআরসিসি ৫০ রানে হারিয়ে দেয় জিবি-কে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৩৩.৫ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে ১৪৫ রান করে এনএসআরসিসি। দলের হয়ে দেবজ্যোতি পাল ৪২, বেদব্ৰত ভট্টাচার্য ৩২, সুরজিৎ দেববর্মা ৩০ রান করে। জিবি-র হয়ে উজ্জয়ন

# পারবারকে মাঠে নামালো এক সহ-আধিকর্ত



দিলেন ওই সহ-অধিকর্তা। জানা গেছে, ওই জুনিয়র মহিলা

পিআই-র কাছে নাকি তিনি তার স্ত্রী এবং কন্যাকে পাঠান। যাতে তিনি মামলা প্রত্যাহার করে নেন। ঘটনায় রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে দফতরের কর্মীরা। অবশ্য তারা এতে অবাকও নন। অতীতেও

# নিজের পরিবারকে মাঠে নামিয়ে দেশে বাড়ছে করোনা

# রঞ্জি ট্রফি সহ একাধিক জাতীয় ক্রিকেটের আয়োজনে প্রশ্ন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ম্যাচ নিয়ে ক্রমশঃ শঙ্কা তৈরি হচ্ছে। পারে। বিসিসিআই-র এক কর্তা **আগরতলা, ৩ জানুয়ারি ঃ** করোনা জানা গেছে, টিসিএ-ও নাকি জানান, দেশে যেভাবে করোনা

রীতিমত চিন্তায় আছে যে, রঞ্জি ট্রফি এবং সিকে নাইড টুফির খেলাগুলি নির্ধারিত সময়ে হয় কি না। বোর্ড সভাপতি করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে দুইদিন

আগে সৃস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পরই বোর্ড সচিব জানান, অনুধর্ব ১৬ ক্রিকেট বাতিল। তবে বোর্ড সচিব অনুধর্ব ১৬ ক্রিকেট বাতিল করার বিষয়টি জানাতে গিয়ে যেভাবে এই বছর বোর্ডের ৫৩টি ম্যাচ হয়েছে বলে জানিয়েছেন তখনই সন্দেহ করা হচ্ছে যে. তবে কি বোর্ডের আর খেলা নাও হতে পারে। জানা গেছে. বর্তমান সময়ে বোর্ডের নিয়মে ক্রিকেট দলগুলির মাত্র তিনদিনের নিভূতবাস। কিন্তু দেশে যেভাবে করোনা বাড়ছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে যেভাবে বিভিন্ন বিধি-নিষেধ জারি হচ্ছে তাতে বোর্ডের জাতীয় ক্রিকেট নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে বিসিসিআই এখনও রঞ্জি ট্রফি বা সিকে নাইডু ট্রফির ব্যাপারে নতুন করে কোন নির্দেশ দেয়নি। তবে

জারি হতে পারে। ফলে রঞ্জি ট্রফির যেকোন সময় খেলা স্থগিত হতে বোর্ডকে—জানালেন ওই কর্তা। দিবসে আন্তঃ কলেজ



খেলাকে কেন্দ্র করে যাতে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠে সেটা

অতিথিরা বলেন, ক্রিকেট অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করে

বিলোনিয়ার ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উদ্যোগে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট। এদিন কলেজ মাঠে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আসরের সূচনা করেন পুর পরিষদের কাউন্সিলার সুশংকর ভৌমিক এবং বিশ্বনাথ দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকগণ।আগামী ১২ জানুয়ারি আসরের ফাইনাল ম্যাচ এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে। পাশাপাশি ওইদিন বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হবে। এদিনের উদ্বোধনী

ফ্রেণ্ডস-র উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক দলগুলিকে ৩০০ টাকা এন্ট্রি ফি সহ আগামী ৬ জানুয়ারির মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। এদিকে, মধুসুদন স্মৃতি ভলিবল প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান পেলো মানি কিক। উমাকান্ত ভলিবল কোর্টে তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে তারা ৩-২ সেটে পরাস্ত করলো আগরতলা ভলিবল ক্লাবকে। মানি কিক-র পক্ষে ম্যাচের ফলাফল ₹6-₹5, ₹6-₹0, ₹0-₹6, ১৪-২৫ এবং ১৬-১৪।১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট স্থায়ী এই ম্যাচের পটপরিবর্তন হয়েছে ঘন ঘন। শেষ

পর্যন্ত জয় তুলে নেয় মানি কিক।

ম্যাচ পারিচালনার ভূমিকায় ছিলেন

বিশ্বজিৎ দাস এবং সালমা দেববর্মা।

কিভাবে জানালো যে ওরা যাচ্ছে

আর ওদের কাছে টাকা চাওয়া হয়নি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, বীরেন্দ্র মজুমদার আগেও রূপক গোষ্ঠীর দল নিয়ে বাইরে যখন গেছেন তখন কৌশলে খেলোয়াড়দের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়েছেন। তবে কৌশলটা হলো অন্য কাউকে বলা হয় খেলোয়াড়দের কাছ থেকে টাকা নিতে। যেহেতু দল যায় তাই টাকা তুলে এক জায়গা থেকে খরচ হয়। কিন্তু অভিযোগ, এই টাকার না কোন রসিদ দেওয়া হয় না কোন হিসাব। যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের একজন জুনিয়র পিআই হয়ে বীরেন্দ্র মজুমদার কিভাবে খেলোয়াড়দের টাকার কথা বলেন। কিভাবে কৌশলে টাকা নেন প্রশ্ন এখানেই। আর আকাশ-দের ময়দানে নামিয়েও বাস্তবটা অস্বীকার করার কোন

সুযোগ নেই কিন্তু।

তাহলে আকাশ বা সাগর-রা

আকশ-রা যে নিজেরা টাকা দিয়ে কোহিমা যাচ্ছে তা তো সত্য। এখন ঘটনা হচ্ছে, বীরেন্দ্র ওই টাকায় হাত দিচ্ছে কি না? আমরা তো আগেই বলছি যে, খেলোয়াড়দের পুরো টাকা দিয়ে যেতে হবে কোহিমায়। এখানে খেলোয়াড়দের টাকা তুলে দেওয়া হয় একজনের কাছে। এটা পুরোনো ঘটনা। তবে আসল ঘটনা হচ্ছে, বীরেন্দ্র মজুমদার বা তার উপদেস্তাদের এই নাটক মানুষ জানে। আড়াল থেকে বীরেন্দ্র-কে টাকা নেওয়ার নির্দেশ দেন কর্তারা। আকাশ বর্মণ, সাগর দেব-রা স্পষ্ট করে বলুক, তাদের কোহিমা যাওয়া-আসার খরচ কে দেবে? এছাড়া আকাশ বর্মণ-রা যে ত্রিপুরা দলের হয়ে খেলতে যাচ্ছেই তার তো এখন পৰ্যন্ত কোন ঘোষণা নেই।

কি করে জানলো যে, তারা রাজ্য দিয়েছে তা আমাদের জানা। আর

দলের হয়ে কোহিমা যাচেছ? দ্বিতীয়তঃ সংবাদে বলা হয়েছে, বীরেন্দ্রবাবু টাকা চেয়েছেন। তবে বীরেন্দ্রবাবু বা তার উপদেষ্টাদের এসব চালাকি পুরোনো। সংবাদে বলা আছে যে, কিভাবে খেলোয়াড়দের বলা হয় যা খরচ তা তাদের (খেলোয়াড়দের) করতে হবে। আগরতলা থেকে কোহিমা যাতায়াত, রাস্তার খরচ সব খেলোয়াড়দের। এছাড়া এন্ট্রি ফি। এখানে তো বীরেন্দ্র মজুমদার বা তার উপদেষ্টাদের চালাকি হলো, খেলোয়াড়রা নিজের খরচে যাবে বলে কৌশলে যে কোন একজনের কাছে সব টাকা জমা করা। আর এই জমানো টাকা নিয়েই হয় অন্য নাটক। পাশাপাশি অতীতেও নাকি খেলোয়াড়রা টাকার কোন হিসাব

অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন ঘোষণা করেনি যে, কারা কারা রাজ্য দলে নির্বাচিত পায়নি। আকাশ বর্মণ, সাগর দেব-রা

### প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, **আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।।** জাতীয় আসরে ভালো বোলিংয়ের স্বীকৃতি পেলো রাজ্যের প্রতিভাবান লেগ স্পিনার অমিত আলি। টিম

সহজে জয় পেয়েছে। সেটা সম্ভব

হয়েছে দই বিদেশি ফটবলারের

সৌজন্যে। পাশাপাশি বলতে হবে

ডেভিডলাল সাঙ্গা-র কথা। মলতঃ

এই ত্রিফলা আক্রমণেই ফরোয়ার্ড

ক্লাবকে জয় এনে দিলো। প্রথম ১৬

মিনিটের মধ্যেই তিনটি গোল তুলে

নেয় ফরোয়ার্ড ক্লাব। এরপর কিছুটা

আত্মতন্ত্রও হয়ে পডে। ফলে আর

গোল হয়নি। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয়ার্ধে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি ঃ ফরোয়ার্ড

ক্লাবের দুই বিদেশি ফুটবলার ভিক্টর

এবং ভিদাল চিসানো সোমবার খুব

ভালো খেলেছে এমন নয়। কিন্তু

আসল কথা হলো, দুইজনেই

প্রতিপক্ষের বক্সে অনেক ভয়ঙ্কর

এবং গোলটা বেশ ভালো চেনে।

মূলতঃ তাদের এই গোল ক্ষ্পাই

ফরোয়ার্ড ক্লাবকে রাখাল শিল্ডের

ফাইনালে পৌঁছে দিলো। তারুণ্যে

ভরপুর জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে

৩-০ গোলে হারিয়ে সহজেই জয়

তুলে নিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব।

২০১৯-এ রাখাল শিল্ডের ফাইনালে

ভিক্টর-র গোলে তারা চ্যাম্পিয়ন

হয়েছিল। এবারও সামনে এগিয়ে

চল সংঘের মুখোমুখি হওয়ার

সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম ম্যাচে

ফরোয়ার্ড ক্লাব যে দল নামিয়েছিল

সেই দলের অনেককেই এদিন প্রথম

একাদশে রাখা হয়নি। মলতঃ কিছটা

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হেঁটেছেন

দলের কোচ সুভাষ বোস। ফলে

এদিন প্রত্যাশিত ছন্দে দেখা যায়নি

ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। তারপরও

ইভিয়ার নেট বোলার হিসেবে

তাকে ডেকে নিলো জাতীয়

নির্বাচকরা। অমিতের এই

অসাধারণ কৃতিত্বে খুশি রাজ্যের

ক্রীড়ামহল। টিসিএ'র সভাপতি

ডা. মানিক সাহা সহ অন্য

কর্মকর্তারা তাকে অভিনন্দন

জানিয়েছেন। আগামী ৫ থেকে ৮

জানুয়ারি ব্যাঙ্গালুরুর এনসিএতে

অনুষ্ঠিতব্য শিবিরে নেট বোলারের

দায়িত্ব পালন করবে অমিত।

বিশালগড়ের অমিত গত কয়েক

রাজ্য সিনিয়র

দাবার শীর্ষে

সোহম

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি ঃ ৪৭-তম

পর এককভাবে শীর্ষে সোহম নাগ।

সাডে চার পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয়

স্থানে রয়েছে অভিজ্ঞান ঘোষ এবং

রাজবীর আহমেদ। তৃতীয় স্থানে

আছে অভিনয় দেববর্মা, বাপ

দেববর্মা, অনুরাগ ভট্টাচার্য, অঞ্জু

সরকার এবং অনাবিল গোস্বামী।

প্রসঙ্গত, অনাবিল ঊনকোটি

জেলার। আগামীকাল সকাল নয়টায়

ষষ্ঠ এবং এগারোটায় সপ্তম তথা শেষ

রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।এরপর



বছর ধরেই রাজ্য ক্রিকেটে দাপিয়ে

অমিতকে অভিনন্দন জানালো ঝলক দেখিয়ে চলেছে। তিনটি অভাব। তাই অমিতের সম্ভাবনা এটা বিরল ঘটনা। একই সঙ্গে তিনটি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ট্রায়াল এবং টিম ইন্ডিয়ার নেট

দুই বিদেশির সৌজন্যে ফাইনালে ফরোয়ার্ড

ফরোয়ার্ড ক্লাবের আত্মতৃষ্টির সুযোগ

নিয়ে বেশ কয়েকবার আক্রমণেও

অ্যাসোসিয়েশনের ফটবলাররা।

কিল্লার এক ঝাঁক ফটবলারদের নিয়ে

দল গডেছে তারা। বয়স কম.

অনভিজ্ঞতাও একটা বড ফ্যাক্টর।

পাশাপাশি ম্যাচের শুরুতে পর পর

তিনটি গোল হজম করে কিছুটা

চাপেও পড়ে গিয়েছিল। তারপরও

জুম্মেলস

এলো

উ ঠে

দ্বিতীয়ার্ধে সুন্দর পাসিং ফুটবল

উপহার দিলো তারা। যা প্রতিপক্ষের

কোচ সভাষ বোস-রও প্রশংসা

আদায় করে নিয়েছে। প্রথমার্ধের

৫ মিনিটে ভিক্টর-র শট জয়েলসের

বক্সে তাদের ডিফেন্ডার করবান

জমাতিয়ার হাতে লাগে। ফলে

রেফারি তাপস দেবনাথ

ফরোয়ার্ডের অনকলে পেনাল্টির

নির্দেশ দেন। পেনাল্টি থেকে

চ্যাম্পিয়ন হলো

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি ঃ টিসিএ

আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেটে খেতাব

অর্জন করলো এগিয়ে চল সংঘ।

রাজ্যের ফুটবলে একটি বড় নাম

এগিয়ে চল সংঘ। অনল রায়

চৌধুরী-র হাত ধরে রাজ্যের ফুটবল

ময়দানে পথচলা শুরু করেছিল

তারা। সেই ট্র্যাডিশন এখনও বজায়

রয়েছে। এবার ক্রিকেটের

ময়দানেও পা রাখলো। যদিও

আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট। তবে

প্রথমবার টিসিএ-র প্রতিযোগিতায়

অংশগ্রহণ করেই খেতাব অর্জন

করতে সক্ষম হলো তারা। এমনিতে

এই প্রতিযোগিতার যৌক্তিকতা

কয়েকদিন আগে অলিম্পিয়ান দীপা

কর্মকার এবং তার কোচ বিশ্বেশ্বর

নন্দী এই জিমন্যাসিয়াম পরিদর্শন

করে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ

করেন। এরপরই কেবিআই-এ

জিমন্যাস্টিক্স সেন্টার গড়ে তোলার

উদ্যোগ নেওয়া হয়। সোমবার এই

কলা-কৌশল প্রদর্শন করে।

উপস্থিত ছিলেন—দীপা কর্মকার,

মহিলাদের

পরিচালিত

প্রতিভা। আরও বড় চমকের

জিমন্যাস্টিক্স সেন্টারগুলি আর

দিনের আলো দেখেনি। ক্রমাগত

অব্যবহারের ফলে ওই দুই সেন্টারের

দামি সরঞ্জামগুলি প্রায় নস্ট হয়ে

যেতে বসেছে। এই অবস্থায়

গোমতী জেলা ক্রীডা দফতর এবং

উদয়পুর জেলা পরিষদ উদয়পুরের

বাস্তুকাররাও জিমন্যাসিয়াম

নিয়েছে। সমস্ত সরঞ্জাম মেরামতি আগত ২০ জন জিমন্যাস্ট তাদের

# আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিতেও ট্রায়াল দিয়েছে। এবার সরাসরি টিম ইভিয়ার শিবিরে। স্বভাবতই ক্রিকেটপ্রেমীরা অধীর আগ্রহে অমিতের দিকে তাকিয়ে। গোটা দেশেই এখন লেগ স্পিনারের উজ্জুল বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞরা। রাজ্যের ক্রিকেটেও বোলার হিসেবে সুযোগ পেয়ে অমিত বুঝিয়ে দিয়েছে তার

# অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

# বেড়াচ্ছে। জুনিয়র থেকে সিনিয়র পর্যায়ে এসেও নিজের প্রতিভার

# প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি. আগরতলা, ৩ জানুয়ারি ঃ পূর্বতন

রাজ্য সিনিয়র দাবার পঞ্চম রাউন্ডের পরো ৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে এই দাবাড়ু। এদিন বিকালে পঞ্চম রাউন্ভে অনুরাগ ভট্টাচার্য-র মুখোমুখি হয় সোহম। দুর্দান্ত একটি ম্যাচ হয়। সাময়িক ভুলে হারতে হয় অনুরাগ-কে। এদিকে, আসরে

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে খোয়াই এবং উদয়পুরে জিমন্যাস্টিক্স সেন্টার গড়ে তোলার একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। খোয়াই-র ভগৎ সিং জিমন্যাসিয়াম এবং উদয়পুরের কেবিআই সেন্টারটিকে চালু করার উদ্যোগ জিমন্যাসিয়ামে আগরতলা থেকে জিমন্যাসিয়ামে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও সরবরাহ করেছিল ক্রীড়া করা হচ্ছে। এদিন পূর্ত দফতরের ও যুবকল্যাণ দফতর। কিন্তু এরপর শুধমাত্র উদ্যোগের অভাবে



# হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। কোহিমায় জাতীয় ক্রসকান্ট্রি

# বিতর্কিত জুনিয়র পিআই-কে আড়াল করতে ময়দানে অবুঝ অ্যাথলিটরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, হয়েছে। ফলে আকাশ বা সাগর-রা কার বা কাদের কথায় এই চিঠি আগরতলা, ৩ জানুয়ারি ঃ যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের বিতর্কিত জুনিয়র পিআই তথা অ্যাথলেটিক্স কোচ বীরেন্দ্র মজুমদার-র বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগে পর্দা ফেলতে এবার কয়েকজন অ্যাথলিটকে ময়দানে নামানো হয়েছে। আকাশ বর্মণ, সাগর দেব, প্রসেনজিৎ মণ্ডল সহ ১৬ জন অ্যাথলিট একটি চিঠি পাঠিয়েছে সংবাদপত্র অফিসে। সেখানে তাদের দাবি হলো, জাতীয় ক্রসকান্ট্রি দৌড়ে দল পাঠানোর জন্য তাদের কাছ থেকে কোন টাকা নেওয়া হয়নি বা টাকার জন্য বলা হয়নি। তবে বীরেন্দ্রবাবুর এসব চালাকি কিন্তু সহজেই ধরা পড়ে গেলো। প্রথমতঃ এখনও বীরেন্দ্র মজুমদার বা রূপক দেবরায় গোষ্ঠীর

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ব্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১











# Tripura marching towards All round Development

Inauguration of

# New Integrated Terminal Building of Maharaja Bir Bikram Airport, Agartala

- Comfortable movement for over 15 Lakh Passengers per annum
   4 Aerobridges for seamless passenger movement Tripura to become Gateway of North East
   Facilitating air transport of local produce and products
   Growth of trade, tourism and economy • Eco-friendly Airport • Terminal Building of 30,000 sq. metres • Peak Hour capacity of 1200 Passengers • Investment of Rs. 450 Crore
  - and Launch of

# Mission 100 -Vidyajyoti Schools

- Holistic and creative education to 1.2 Lakh children ICT Labs and Vocational education for igniting Minds
- 100 Vidyajyoti Schools to be "Centres of Excellence" Modern Infrastructure for all round development of Children
- Investment of Rs. 500 Crore

## and

# Mukhyamantri Tripura Gram Samriddhi Yojana

 Holistic development of Villages
 100 % coverage of Household drinking water tap connections and domestic electricity connections • 100% coverage of Ayushman Bharat, Ujjwala Yojana, Immunization, Kisan Credit Card and Crop Insurance • All weather roads within villages • Incentive of Rs. 6 Lakh for Gram Panchayats and Village Committees on saturation

# by

# Narendra Modi

**Prime Minister** 

in the august presence of

# Satyadeo Narain Arya

Governor, Tripura

# **Biplab Kumar Deb** Chief Minister, Tripura

Jishnu Dev Varma

Deputy Chief Minister, Tripura

# Jyotiraditya M. Scindia Union Civil Aviation Minister

# Km. Pratima Bhoumik

Union MoS for Social Justice and Empowerment

at 2 P.M. on Tuesday, 4th January, 2022 Swami Vivekananda Maidan, Agartala, Tripura

Join the event live at : DD NEWS





Biplab Kumar Deb ICA Tripura



ICA-D-1583-2021-22